প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha
জুলাই ২০১৮

পরিবার পরিকল্পনা কিভাবে একটি মৌলিক মানবাধিকার?

৪০ বছর উদযাপনে পিএসটিসি

Four Decades of Excellence

GAZI GROUP
GAZI®
TANKS
ISO 9001 : 2015
সনদপ্রাপ্ত কোম্পানী
BDS-1699-2002
only member in Bangladesh of
ASSOCIATION OF ROTATIONAL MOLDERS - USA
ধারণ ক্ষমতা : ১৫০-৩০০ লিঃ পর্যন্ত।
ধারণ ক্ষমতা : ২০০, ৩০০, ৫০০, ৭৫০, ১,০০০, ১,৫০০, ২,০০০, ৩,০০০, ৫,০০০ ৭,৫০০, ১০,০০০ লিঃ পর্যন্ত।
37/2, Bir Protik Gazi Dastagir Road, Purana Paltan. Dhaka-1000
Phone: +88 02 9566080, +88 02 9566485, +88 02 9570900, Fax: +88 02 9565286
www.gazi.com

GAZI GROUP
GAZI®
PIPES
GAZI®
FITTINGS
ISO 9001 : 2015
সনদপ্রাপ্ত কোম্পানী
BDS-1699-2002
only member in Bangladesh of
ASSOCIATION OF ROTATIONAL MOLDERS - USA
37/2, Bir Protik Gazi Dastagir Road, Purana Paltan. Dhaka-1000
Phone: +88 02 9566080, +88 02 9566485, +88 02 9570900, Fax: +88 02 9565286
www.gazi.com

GAZI GROUP
GAZI®
SINKS
ISO 9001 : 2015
সনদপ্রাপ্ত কোম্পানী
BDS-1699-2002
only member in Bangladesh of
ASSOCIATION OF ROTATIONAL MOLDERS - USA
37/2, Bir Protik Gazi Dastagir Road, Purana Paltan. Dhaka-1000
Phone: +88 02 9566080, +88 02 9566485, +88 02 9570900, Fax: +88 02 9565286
www.gazi.com

GAZI GROUP
GAZI®
TOYS
ISO 9001 : 2015
সনদপ্রাপ্ত কোম্পানী
BDS-1699-2002
only member in Bangladesh of
ASSOCIATION OF ROTATIONAL MOLDERS - USA
37/2, Bir Protik Gazi Dastagir Road, Purana Paltan. Dhaka-1000
Phone: +88 02 9566080, +88 02 9566485, +88 02 9570900, Fax: +88 02 9565286
www.gazi.com

প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha

সম্পাদক
ড. নূর মোহাম্মদ

পরামর্শক
সায়ফুল হুদা

প্রকাশনা সহযোগী
সাবা তিনি

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা ২
পরিবার পরিকল্পনা কিভাবে একটি মৌলিক অধিকার?

পৃষ্ঠা ৬
বাংলাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ায় বাল্যবিবাহ

পৃষ্ঠা ৯
তথ্য অধিকার: খুলে গেছে সম্ভাবনা ও অর্জনের দ্বার

পৃষ্ঠা ১২
জনমিতিক লভ্যাংশ ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা

পৃষ্ঠা ১৪
অমিমাংসিত দায়বদ্ধতা

পৃষ্ঠা ১৭
পরিবর্তন শুধুই পরিবর্তন

পৃষ্ঠা ১৯
ইয়ুথ কর্ণার

সম্পাদকীয়

৪০ বছরে পা দিলো বাংলাদেশের অন্যতম একটি জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)। যদিও লম্বা এ সময়ের পথ পরিক্রমা খুব একটা মসৃণ ছিল না। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সক্ষমতা তৈরির জন্য ১৯৭৮ সালে ফ্যামিলি প্যানিং সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার-এফপিএসটিসি গঠন করা হয়। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ঐ নামে সংগঠনটি সারাদেশে প্রায় ৮২টি বেসরকারি সংগঠন গড়ে তোলে। এবং পরিবার পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ সকল সংগঠনকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সাল থেকে পিএসটিসি নামে একটি বেসরকারি সংগঠন হিসেবে নতুন করে কার্যক্রম শুরু করে। আর যিনি একটা প্রকল্পকে প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে প্রতিষ্ঠাতা-র ভূমিকা পালন করেন তিনি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, বঙ্গবন্ধুর অন্যতম সহচর, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ। আমরা পিএসটিসি-র চল্লিশ বছর পদার্পণে কমান্ডার আবদুর রউফকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতেই পিএসটিসির যাত্রা ও কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় পিএসটিসি বর্তমানে মোট পাঁচটি কর্মসূচির আওতায় ২০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সারা দেশে। এছাড়া দেশের ২০টি জেলায় ৯৪টি অফিস এবং ৫৬টি ক্লিনিকের মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পিএসটিসি'র অনেকগুলো উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হচ্ছে, 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা'। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এই মাসেই আমরা উদযাপন করছি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। যদিও এই দিবসের গুরুত্ব আমরা কতখানি অনুধাবন করছি তা ভাবনার বিষয়। এখনো আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরা হয় বাল্যবিয়েকে। এটি এখনও একটি বড় সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। ১৮ বছর বয়স হওয়ার পূর্বে মেয়েদের বিয়ে না দেয়ার আইন থাকলেও তা প্রতিপালন হয় না। বরং প্রায় ৬৬ ভাগ মেয়ের ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এর এক-তৃতীয়াংশ আবার ১৯ বছর বয়স হওয়ার আগেই গর্ভবতী অথবা মা হয়ে যায়। বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার তথ্যে দেখা যায়, প্রতি হাজার শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে ২ দশমিক ৯ জন মা এখনো মারা যায়। তাদের মধ্যে আবার কিশোরী মায়ের সংখ্যাই বেশি।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কিংবা কোনো কিশোরী মায়ের অকালমৃত্যু এটি কোনোভাবেই কাম্য নয়। যদিও সম্প্রতি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিয়ে মানুষের সচেতনতা বেড়েছে। এর কৃতিত্ব সরকারী সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোরও। তারপরও আমরা মনে করি, এই যে মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সফল করে তুলতে হবে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে। আরো জোরালো করতে হবে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অস্বাভাবিক হার নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আর এ সফলতা অর্জনে সরকারের পাশে সহযোগি হয়ে কাজ করে যেতে হবে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে।

পিএসটিসি'র গৌরবময় চার দশক পুর্তিতে শুভেচ্ছা।

সম্পাদক

প্রজন্ম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: আবদুর রউফ
প্রকাশক ও সম্পাদক: ড. নূর মোহাম্মদ, নির্বাহী পরিচালক, পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি), বাড়ী # ৯৩/৩, লেভেল ৪-৬, রোড # ৮, ব্লক-সি নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন: ০২-৯৮৫৩৩৬৬, ০২-৯৮৫৩২৮৪, ০২-৯৮৮৪৪০২। ই-মেইল: projanmo@pstc-bgd.org
এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজকীয় নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাসের সহায়তায়

সৌজন্যে: জাতিসংঘ

পরিবার পরিকল্পনা কিভাবে একটি মৌলিক অধিকার?

ড. নূর মোহাম্মদ

ভূমিকা

পরিবার পরিকল্পনার অনেক রকমের ব্যাখ্যা আছে অনেকের কাছে। তবে সর্বস্বীকৃত সংজ্ঞা যদি আমরা বলতে চাই, তাহলে বলতে হবে- জন্মনিয়ন্ত্রণের মত গর্ভনিরোধের মাধ্যমে একজন মানুষ কয়টি এবং কত সময় বিরতি দিয়ে সন্তান গ্রহণ করতে চায়। এক্ষেত্রে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিটি কোনো ওষুধ বা প্রাকৃতিক ভাবে হতে পারে। আবার এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে হরমোনও।

অন্যদিকে মানবাধিকার হল একজন মানুষের সেই মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা, যা সে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভোগ করতে পারে। এটি পৃথিবীব সব মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর জন্য স্থান, কাল, পাত্র কোনো বাঁধা নয়।

৫০ বছর আগে ১৯৬৮ সালে তেহরান ঘোষণা দেয়া হয়। যেখানে ১৫৭টি দেশের সরকার পিতা-মাতার সন্তান নেয়ার ক্ষেত্রে একটি ঐক্যমতে পৌছায়। বলা হয়:ও প্রত্যেক বাবা-মায়েরই সন্তান নেয়ার ক্ষেত্রে নিজস্ব সিদ্ধান্ত সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে। তারা কতজন এবং কত সময় বিরতি দিয়ে সন্তান ধারণ করবেন তা তাদের মৌলিক অধিকার।

এই ঘোষণার মধ্যে ছিল একটি অর্ন্তনিহিত পরিবর্তনের ধারণাঃ মূলত: এর মাধ্যমে নারী বা কিশোরীদের ঝুঁকিপূর্ণ বা অতিরিক্ত গর্ভধারণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে অধিকার দেযা হয়। স্বামী - স্ত্রীকে অধিকার দেয়া হয়, তাদের পছন্দ বা সুবিধামত সময়ে সন্তান নেয়ার। এই মৌলিক উপায়ে প্রত্যেকেরই তার ভবিষৎ-এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তৈরি হয়।

যদিও ৫০ বছর পর এখনো এই ঘোষণা বা অধিকারের বাস্তবায়ন খুব সামান্যই। অনেক জায়গায় এখনো পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান সীমিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, জন্মনিরোধের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সহজলভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, এমনকি নারীদের জন্মনিরোধ গ্রহনে বাঁধাও দেয়া হয়। কিছু কিছু জায়গায় আবার পরিবার পরিকল্পনার তথ্য ও সেবার অপ্রতুলতার কারণে এই অধিকারকে বাস্তবে রূপ দেয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে, পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে অনাকাংক্ষিত গর্ভধারণ প্রতিরোধ করে, গর্ভপাতের পরিমাণ কমানো যায়। সেসাথে গর্ভধারণ জটিলতা কারণে যে প্রতিবছর হাজার হাজার মা এবং শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে তাও প্রতিরোধ করা সম্ভব। আমরা মনে করি, যতদিন পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত না হবে, ততদিন পর্যন্ত একজন মানুষের মানবাধিকারের বিষয়টি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

ওপরিবার পরিকল্পনা জীবন বাঁচায় এই সাধারণ প্রেসক্রিপশনটি বিশ্বব্যাপী প্রতিধবনি তুলেছে। নীতিমালা এবং প্রোগ্রামের সুপ্রতিষ্ঠিত সুবিধাগুলোর কারণে

সৌজন্যেঃ ডিজিএফপি

মানবাধিকারের মূলনীতি

- দায়বদ্ধতাঃ অধিকারমূলক অগ্রসরতার মাধ্যমে আইন, প্রশাসন,সামাজিক প্রথার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে পূর্ণ কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে প্রত্যাখান ও সহিংসতা গোচরে আনা। ব্যপারটাকে এভাবে বলা যায়; উন্নয়নের অগ্রযাত্রার আন্তর্জাতিক মাপকাঠিকে স্থানীয় পর্যায়ে রূপান্তরের মাধ্যমে স্থানীয় সূচককে পরিমাপ করা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা।

- বৈষম্যহীনতা এবং সাম্যঃ অধিকার ভিত্তিক অগ্রযাত্রার জন্য প্রয়োজন মনযোগের একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দু আর সেই সঙ্গে সামাজিক অসাম্য ও বৈষম্যের ব্যপারগুলোকে নজরে আনা। একই সঙ্গে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর দিকেও সমান মনযোগ দেয়া।

- ক্ষমতায়নঃ ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে তার অধিকার আদায়ের সামর্থ্য ও চাহিদা বিকশিত হয়। কোন আইন, সেবামূলক কার্যক্রম বা নীতির মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বসে না থেকে নিজেরাই অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মালিকানা অবশ্যই স্থানীয় হতে হবে।

- মানবাধিকার কর্মসূচীর সঙ্গে সংযুক্তঃ কর্মসূচী গুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন কিংবা তাদের হয়ে কাজ করছে এমন কোন পক্ষ কে অবহিত করার মাধ্যমেই কর্মসূচী পরিচালিত করতে হবে।

উৎসঃ গেব্রিয়েল বারম্যান, আন্ডারটেকিং আ হিউম্যান রাইটস-বেইসড অ্যাপ্রোচঃ এ গাইড ফর বেসিক প্রোগ্রামিং, ব্যাংককঃ ইউনেস্কো ব্যাংকক, ২০০৮

নারী কখন গর্ভবতী হবেন বা আদৌ হবেন কি না সে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তার আছে, যে কাজগুলো মানবাধিকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেগুলোর নিশ্চয়তা দেয়াই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আইনপ্রণেতাদের জিজ্ঞেস করা উচিঃপরিবার পরিকল্পনার সাথে মানবাধিকারের সম্পর্ক কি, আমাদের দেশের পরিবার পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে একে কিভাবে যুক্ত করা যায় এবং কেন এটি এতটা গুরুত্বপূর্ণ?

নারীরা যেন তাদের নিজেদের পছন্দের পেশা বেছে নিতে পারেন, কখন গর্ভবতী হবেন বা আদৌ হবেন কিনা সে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং সমাজের ও জাতির উন্নয়নে অগ্রদূত হতে পারেন সেজন্য মানবাধিকারের ধারণাগুলো নারীর ক্ষমতায়ন এবং অগ্রসরমান নারী সংস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নারী সংস্থা শক্তিশালী হলে নির্যাতনের ঘটনা কমবে; এবং এফপি ২০২০ অধিকার ও ক্ষমতায়ন নীতিমালা অনুযায়ী, ক্ষমতায়ন এবং তথ্য প্রদানে গ্রাহক জানতে পারবে, বুঝতে পারবে, তাদের অধিকার দাবি করতে পারবে এবং ..... ভবিষ্যতে পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নের উদ্যোগে নিজের মূখ্য ভূমিকা নিশ্চিত করতে পারবে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনারের সংজ্ঞা অনুযায়ী, সরকারও মানবাধিকারকে সম্মান জানাতে, রক্ষা ও পূরণ করতে বাধ্য। এই বাধ্যবাধকতা বিশেষভাবে পরিবার পরিকল্পনা প্রণয়নকারী এবং সেবা প্রদানকারীদের সাথে সম্পৃক্ত। একটি উদাহরণ হল গোপনীয়তাঃ এই অধিকারকে সম্মান করার মানে হল কোন কর্মী যেন গ্রাহকের কাছে এই গোপনীয়তা ভঙ্গ না করে তা নিশ্চিত করা। এর মানে হল কোন তৃতীয় পক্ষ যেমন চুক্তিকারী বা ব্যাক্তি কারো কাছেই গ্রাহকের গোপনীয়তা যেন প্রকাশ না পায় তার জন্য বাড়তি পদক্ষেপ নেয়া।

অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনা

অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা, বৈষম্যহীনতা এবং ক্ষমতায়ন মানবাধিকারের মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত। পরিবার

পরিকল্পনা প্রোগ্রামে এই নীতিমালাগুলোর গ্রহণ মানে হল:

- এই ধরনের পরিকল্পনায় সমাজিক এবং ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- এর গঠনতন্ত্র সমাজের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।
- আইনপ্রণেতারা গ্রাহকদের মতামত জানতে চাইবে এবং প্রোগ্রামের উন্নয়নে তাদের মতামতকে নিয়মিত অন্তর্ভূক্ত করবে।
- বিভিন্ন দলের মধ্যে বৈষম্য করা হবে না বা সবাইকে সমান সুবিধা দেয়া হবে।

পূর্ণ, স্বাধীন ও অবগত পছন্দের নিয়ামকসমূহ নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে এই উপাদানগুলোঃ

- পূর্ণ পছন্দঃ সর্বোচ্চ সংখ্যাক জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বেছে নেবার সুযোগ (স্বল্প মেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী,স্থায়ী, হরমোন-জনিত, হরমোন-বর্জিত,ভোক্তা নিয়ন্ত্রিত, প্রদানকারী-নিয়ন্ত্রিত)
- স্বাধীন পছন্দঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে কি হবে না, করা হলে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, সেই পছন্দ হবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়। কোন রকম প্রণোদনা ও জোরপ্রয়োগ ছাড়াই।
- অবগত পছন্দঃ পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্নাংগ, নিরপেক্ষ,সঠিক তথ্য অবগত হওয়ার সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ,যার ফলে সুবিধা, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া,ও ঝুঁকি সম্পর্কে জানা যায়। কোন পদ্ধতিতে কি কি সুবিধা ও অসুবিধা, সব জানা, সেই সঙ্গে পদ্ধতি গ্রহণ না করার ঝুঁকি সম্পর্কেও অবগত থাকা।

উৎসঃ পলিসি ব্রিফ, জুলাই ২০১৫, কারেন ন্যোমান এবং শার্লট জ্যাকব, পপুলেশন রেফারেন্স বুর্যো

- নারী পুরুষ প্রত্যেকেই সন্তান নিবেন কি না, নিলে কখন নিবেন এবং জন্মনিরোধে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করবেন সে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার থাকবে।
- সম্পূর্ণ, স্বাধীন এবং অবগত পছন্দের ভিত্তিতেপরিবার পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

মানবাধিকার চুক্তি অনুযায়ী মানবাধিকারের মান এবং রীতি প্রাথমিকভাবে সরকার এবং তাদের বাধ্যবাধকতাকে নির্দেশ করে। পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের লক্ষ্য, মান এবং উদ্দেশ্যের জন্য অধিকারভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ ধারণাও সরবরাহ করা হয়। এই ধরনের সেবায় কাজে লাগে এমন ধরনের উন্নতমানের সেবা এবং অর্থনৈতিক, মানবিক ও কারিগরী সম্পদে আইনপ্রণেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেবাপ্রদানকারীদের জন্য কোটা বা সংখ্যাসূচক বা পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রণোদনার বিরুদ্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে, বা সম্ভাব্য পরিবার পরিকল্পনার জন্য অন্যান্য প্রণোদনার সুবিধার জন্য জন্মনিরোধে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কোন উপায় অবলম্বন করবে তার ব্যাপারে আপস করতে হতে পারে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের প্রতি শক্তিশালী নীতিমালা বার্তার উদাহরণে অন্তর্ভূক্ত বিষয়াবলীঃ

- উন্নতমানের আলোচনার প্রতি গ্রাহকদের উৎসাহিত করা;কাউন্সিলিং এর সময় সঠিক, নিখুঁত, এবংবোধগম্যতথ্যপ্রদান; এবং গ্রাহকদের সম্মান, গোপনীয়তা এবং সংস্থা রক্ষা করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রাহকদের অন্যান্য যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার পরামর্শ দেয়া, এবং সেবা প্রদানকারীদেরকে এসব সেবার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া।
- কার্যকরী প্রশিক্ষণ, নির্দেশনা, কর্মক্ষমতার উন্নয়ন এবং পাশ্রিমিক অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নত মানের সেবা নিশ্চিতকরণ, যা সেবা প্রদানের সময় এবং প্রদানের সময়অধিকার-ভিত্তিক মূল্যায়ন এবং সক্ষমতাকে একীভূত করা, এবং গ্রাহকদের সম্মান ও অধিকার রক্ষা করার জন্য সেবা প্রদানকারীদের পুরুস্কৃত করা।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সবাইকে বিভিন্ন উপায়ে পক্ষপাতহীন এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল সেবা প্রদান এবং অন্যান্য কার্যকরী যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা পরামর্শ প্রদান করা।
- পর্যাপ্ত সরবরাহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং অবকাঠামোসহ বেছে নেয়ার জন্য নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণে পদ্ধতি

সরবরাহ করা। এবং প্রচলিত অবস্থা দূরীকরণ সেবা সঠিকভাবে নিশ্চিত করা।

- সমাজের মধ্যে কার্যকরী পর্যবেক্ষণ এবং জবাবদিহি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং মানের নিশ্চয়তা বা মান উন্নয়নের পদ্ধতিগুলোর নিশ্চয়তা।

উপসংহার

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে সে অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা মানুষের মৌলিক অধিকার ছিল এবং থাকবে। আমাদের জ্ঞান এবং কাজ সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা একরকম ছিল না। সেবা প্রদানকারী এবং গ্রাহক উভয়ের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদের প্রতি আমাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে নীতি নির্ধারকদের কাছ থেকে এ বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। ১৯৬৮ সালের তেহরান ঘোষণার মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে দেখার আহবানকে শক্তিশালী করা হয়। যা পরে বুখারেস্টে বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলনে, পরিকল্পনা কর্ম গৃহীত হয় এবং এর পুর্ণতা পায় ১৯৮৪ সালে মেক্সিকো সিটিতে সম্মেলনের । যদিও কায়রোতে জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এটি আরো জোরদার হয়।

মানবাধিকার দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার পরিকল্পনা প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন শুরু করার সময় এখন এসেছে। নিম্নের কাজগুলোর করার কথা ভাবা যেতে পারে।

যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও সেবার জন্য আইনি এবং নীতিগত কাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত। এটিও নিশ্চিত করতে হবে যে প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের একটি অংশ হবে মানবাধিকারকে সম্মান করা।

সরবরাহের দিকটির সাথে সাথে পরিবার পরিকল্পনার চাহিদার অর্থায়নের দিকটিকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা সেবার প্রয়োজনীয়তা, তথ্যে বিনিয়োগ এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার শিক্ষার ব্যাপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা উন্নতমানের পরিবার পরিকল্পনা সেবায় নারী পুরুষ প্রত্যেকের চাহিদাকে কার্যকর করবে, সেগুলোকে উৎসাহিত এবং গবেষণা করে সে অনুযায়ী আইনপ্রণেতাদের কাজ করতে হবে। এই ধরনের কাজ স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সবচেয়ে ভালভাবে চিহ্নিত করা যায়, যেখানে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা এবং সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক রীতিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ সীমিত।

নিরাপদ এবং কার্যকর জন্মনিরোধকের পর্যাপ্ত পরিমাণ নিশ্চিত করার জন্য জন্মনিরোধ সরবরাহ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করা।

উপযুক্ত পদ্ধতি নিশ্চিতকরণ। আদর্শ পরিস্থিতিতে স্থায়ী,পরিবর্তন যোগ্য,স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী নিরোধের ব্যবহার নিশ্চিত করা, যার মাধ্যমে পুরুষ ও নারী, উভয়েরই জন্মনিরোধের চাহিদা নিশ্চিত হয়।

গবেষণায় বিনিয়োগ করা। অংশগ্রহণমূলক,দায়বদ্ধ,ন্যায্য, বৈধ ও সাম্যতা বিধানের মত মৌল নীতির আত্তীকরণের মাধ্যমে অধিকার ভিত্তিক ও উপযোগ সংযোজিত বহুমাত্রিকতার মাধ্যমে সৃজনকৃয় পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ করা যা অন্যান্য আন্তর্জাতিক টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাকে সমর্থন করে।

এই সব কর্মসূচীর ফল হিসেবে নারী ও পুরুষদের উন্নত মাত্রার পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেয়া সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে কখন সন্তান চাই আর কখন সন্তান চাই না, এই ব্যপারে মানুষের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আরো বাড়বে।

লেখক:
নির্বাহী পরিচালক,
পপুলেশন এন্ড ট্রেনিং
সেন্টার (পিএসটিসি)
ই-মেইল:
noor.m@pstc-bgd.org

References

1. *Family Planning 2020 (FP2020), ÒRights and Empowerment Principles for Family Planning,Ó accessed at http://ec2-54-210-230-186.compute-*
1. *amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/ 12/FP2020_Statement_of_Principles_FINAL.pdf , on June 22, 2018.*
2. *http://wicandfamilyplanning.com/what-is-family-planning/*
3. *http://www.un.org/en/documents/udhr*
4. *http://www.who.int/pmnch/media/news/2010/ 20100322_d_shaw_oped/en/*
5. *https://www.pop.org / family-planning-human- rights-and-the-population-establishment/*
6. *https://www.samaritanmag. com /we-have-30-basic -human-rights-do- you-know-them*
7. *https://www.unfpa.org /news/fifty-years- ago-it-became-official- family-planning- human-right*
8. *Karen Newmann and Charlotte Jacobs, Policy Brief, July 2015, Population Reference Bureau, Washington DC, USA*
9. *Once countries have ratified these treaties, they have to report regularly to UN Committees, which monitor the extent to which countries are implementing them. These Committees sometimes issue General Comments or Observations, which add content and meaning to specific articles in the UN Conventions.*
10. *Proclamation, adopted unanimously at the UN International Conference on Human Rights, Teheran, 1968 (Article 16).*
11. *Rhonda Smith et al., Family Planning Saves Lives, 4th ed. (Washington, DC: Population Reference Bureau, 2009).*
12. *Steven W. Sinding, retired director general, International Planned Parenthood Federation, and former Director, USAID Office of Population and Reproductive Health, personal communication, June 2015.*
13. *The FP2020 Rights and Empowerment Principles relate to 10 dimensions of family planning: agency and autonomy, availability, accessibility, quality, empowerment, equity and nondiscrimination, informed choice, transparency and accountability, voice, and participation.*
14. *Universal Declaration of Human Rights, accessed at www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/ Language.aspx?LangID=eng , on June 23, 2018.*

বাংলাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ায় বাল্যবিবাহ

নাটালি কোলম্যান

ভূমিকা

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে একটি নতুন প্রোগ্রামের উন্নয়ন কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য প্রথমবার আমি বাংলাদেশে আসি। তিনটি এনজিও, যাদের সাথে ইউনাইট ফর বডি রাইটস (ইউবিআর) প্রোগ্রাম এবং বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের অধীনে রাতজার্সের অনেকদিনের কাজের সম্পর্ক ছিল, তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানায় ইউবিআর এর অধীনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকে, বিশেষ করে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সক্রিয়তাকে আরো শক্তিশালী করে উন্নয়ন উদ্যোগকে বিকশিত করার জন্য।

ছয়টি উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পিত প্রোগ্রামটির নাম ছিল 'হ্যালো, আই এম' (এইচআইএ) এবং আরএইচএসটিইপি ও ডিএসকে এর অংশীদারিত্বে প্রোগ্রামটি পিএসটিসি সমন্বয় করে (পিএসটিসি অধীনে গাজীপুর ও চট্টগ্রাম, আরএইচএসটিইপি'র অধীনে ময়মনসিং ও সাভার, এবং ডিএসকে'র অধীনে দূর্গাপুর ও মধ্যনগর)।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন বাংলাদেশ টিভি ধারাবাহিক এবং রেডিও প্রোগ্রাম তৈরীতে কাজ করে এবং কমিউনিটি কাজে শিক্ষাসামগ্রীকে কিভাবে ব্যবহার করার যায় তার প্রশিক্ষণ দেয়। একটি জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলা ইতোমধ্যে টিভি শো হ্যালো চেক সম্প্রচার করেছে এবং ঢাকা এফএম রেডিওতে এখন রেডিও প্রোগ্রামটি চলছে। পিএসটিসি, ডিএসকে এবং আরএইচএসটিইপি তাদের কমিউনিটি কাজে টিভি শো এর কিছু অংশ (ভিডিও ক্লিপ)ব্যবহার করছে।

উপজেলা পর্যায়ে অনেক কাজ হচ্ছে,

উদাহরণস্বরূপ তরুণ এবং অভিভাবক শ্রেণীর সাথে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারু এসআরএইচআর এবং বাল্যবিবাহ নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা এবং নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা, যার মাধ্যমে ধর্মীয় নেতা এবং স্থানীয় সরকারসহ সমাজের বিস্তৃত পরিসরে তথ্য প্রচার করা হয়। এইচআইএ প্রকল্প বিস্তৃত পরিসরের কমিউনিটি কাজ এবং আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজে বাল্যবিবাহ নিয়ে যে রীতিনীতি আছে তা পরিববর্তন করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ

গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানে (ডিএইচএস ২০১১, ২০১৪) বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে আমি অসাধারণ উন্নতি লক্ষ্য করিঃ বিয়ের বয়স ১৫:২৯% (২০১১) এবং ২২% (২০১৪); বিয়ের বয়স ১৮:৬৫% (২০১১) এবং ৫৯% (২০১৪); সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাল্যবিবাহের সাথে তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়ঃ (২০ থেকে ২৪ বছরের ৪,৪৫১,০০০ জন নারীর ১৮ বছর বয়স হবার আগেই বিয়ে হয়ে যায়)।

উৎসঃ ইউনিসেফ, স্টেট অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড চিলড্রেন, ২০১৭

কিন্তু আপনি যখন সরেজমিনে দেখতে যাবেন এবং ১৬ বছর বয়সী মেয়েদের সাথে কথা বলবেন, যাদের ইতোমধ্যে একটি বাচ্চা আছে, তখনই আপনি বুঝতে পারবেন বাল্যবিবাহ এই তরুণ প্রজন্মের জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করছে। ১৬ বছর বয়সে একটি বাচ্চাসহ স্কুলের পড়ালেখা চালানো এবং কাজের জন্য নিজের দক্ষতা বাড়ানো এবং দারিদ্রের দুষ্টচক্র ভাঙ্গা, তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া পারিবারিক সহিংসতাও একটি বড় ঝুঁকি।

সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি অন্ধবিশ্বাস এবং মেয়েকে যৌন হয়রানি থেকে রক্ষা এবং পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য বাবা-মায়েদের বিশ্বাসই বাল্যবিবাহের জন্য দায়ী। এখানে যৌতুকেরও ভূমিকা আছে, যেহেতু মেয়ের বয়স বাড়ার সাথে সাথে যৌতুকের পরিমাণও বাড়তে থাকে।

ইন্দোনেশিয়ায় বাল্যবিবাহ

বাংলাদেশে কাজ শুরু করার আগে আমি অনেকদিন ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করেছি। রাতজার্সও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে একটি প্রোগ্রামে সহযোগিতা করে। আমি খুব আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করি যে বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে এই দুই দেশের মধ্যে বেশ কিছু মিল

এবং অমিল আছে।

যদিও ইন্দোনেশিয়ার পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ২০১৭ সালে ১৮ বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায় শতকরা ১৪ ভাগের এবং ১৫ বছরের মধ্যে শতকরা ১ ভাগের। কিন্তু সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাল্যবিবাহের হারকে কমিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল, কারণ কিছু কিছু জায়গায় এই হার শতকরা ৩৫ ভাগেরও বেশি। বাল্যবিবাহের সংখ্যার দিক দিয়ে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান অষ্টমঃ ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সের ১,৪৫৯,০০০ জন নারীর ১৮ বছর বয়স হবার আগের বিয়ে হয়ে যায়।

ইন্দোনেশিয়ায়ওইয়েস, আই ডো প্রোগ্রামের সাথে রাতার্স জড়িত ছিল। এই প্রোগ্রামে বাল্যবিবাহে বিয়ের আগে যৌন সম্পর্ককে এড়িয়ে যেতে বলা হয়, বা কিশোরীদের অনাকাংক্ষিত গর্ভাবস্থার একটি সমাধানের কথা বলা হয়। প্রাথমিক সরেজমিনে দেখা যায় বাল্যবিবাহকে তরুণ সমাজ মেনে নিচ্ছে। বিবাহিতদের বেশির ভাগই বলেন যে তারা নিজেদের ইচ্ছায় বিয়ে করেছেঃ উদাহরণস্বরূপ একসাথে ঘুরে বেড়ানো বা কমবয়সে গর্ভবতী হয়ে পড়ায় বাবা-মা তাদের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

বর্তমানে সামাজিক গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার পর বিবাহের হার বাড়ানোর জন্য বিতর্ক চলছে, যেখানে ১৪ থেক ১৫ বছর বয়সীরা গণমাধ্যমে তাদের বিয়ের কথা প্রচার করছে। এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ১৯৭৪ সালের বিবাহ আইনকে সংশোধন করার নির্দেশ দেন। ১৯৭৪ সালের বিবাহ আইনই বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে মেয়েদের ১৬ এবং ছেলেদের ১৯ বছর বয়সে বিয়ে করাকে মঞ্জুর করেছে।

ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে বাংলাদেশের আইনী অবস্থা ভাল। বাংলাদেশে বিয়ের জন্য মেয়েদের সর্বনিম্ন বয়স ধরা হয়েছে ১৮ এবং ছেলেদের ২১ বছর বয়স। যাইহোক, বাংলাদেশের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন ২০১৭-তে একটি আইনী ছিদ্র আছে, যেখানে বিশেষ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহকে অনুমোদন করে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্র কি কি হতে পারে তা এই আইনে স্পষ্ট করে বলা হয় নি।

সংলাপের গুরুত্ব

ওহ্যালো, আই এম্ব প্রোগ্রামে মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলো তরুণ প্রজন্ম, তাদের বাবা-মা, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং এমন কি স্থানীয় সরকারের কাছে বাল্যবিবাহের খারাপ দিকগুলো (উদাহরণস্বরূপ স্কুল থেকে ঝরে পড়া, অল্প বয়সে গর্ভবতী হওয়ার স্বাস্থ্য ঝুঁকি, পারিবারিক সহিংসতা) তুলে ধরে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করার কাজ করছে। এই প্রকল্প বিবাহের নিয়মকানুন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং উপজেলার স্থায়ী কমিটিগুলোর সাথে কাজ করার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ।

বাল্যবিবাহের ব্যাপারে বাবা-মায়েদের মতামত এবং তাদের ছেলে-মেয়েদের বয়ঃসন্ধির সময় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের ব্যাপারে কিভাবে কথা বলেন, প্রোগ্রামের কাজ এগিয়ে যাবার সাথে সাথে এসব বিষয় নিয়ে ছোট একটি গবেষণা করা হয়।

বাবা-মায়েরা বলেন যে বেশির ভাগ ছেলেরাই তাদের সমস্যার ব্যাপারে তাদের সাথে কথা বলে না, কিছু কিছু মেয়ে মায়েদের কাছে বলে, কিন্তু ভয় ও লজ্জায় বাবাদের কাছে বলে না। আপাতদৃষ্টিতে অভিভাবকরা সবাই বাল্যবিবাহের সঠিক বয়স জানেন না এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন বয়সকে বিয়ের উপযোগী ধরা হয়।

সবমিলিয়ে এটি দেখা যায় যে বেশির ভাগ বাবা-মা-ই বয়ঃসন্ধিকালের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানতে চান এবং তাদের ছেলে-মেয়ের এই সময়ের সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করতে পারেন তা জানতে চান। এখন তারা ধরে নিয়েছেন যে তাদের ছেলে-মেয়েরা বন্ধু, পরিবারের কেউ, স্কুলের কেউ বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

পরিশিষ্ঠ

আমাদের লক্ষ্য হল ইউবিআর-কে সম্পূর্ণ করা, যেখানে প্রশিক্ষিত শিক্ষক দিয়ে এসআরএইচআর - যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার পাঠ্যসূচি (আমি ও আমার পৃথিবী) পড়ানো হয়, তরুণদের বন্দুত্বপূর্ণ সেবা দেয়া হয়, তরুণদের মধ্যে, তাদের বাবা-মা, এমন কি দাদা-দাদী, নানা-নানীর সাথেও আলোচনা করাকে উৎসাহিত করা হয়। জাতীয় টেলিভিশনে এবং রেডিওতে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলোর কিছু কিছু অংশ, যেখানে আকর্ষণীয় শিক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো আমরা সামাজিক প্রচারণার সময় ব্যবহার করে থাকি। ফেসবুক পেইজেও 'হ্যালো চেক' আপনি দেখতে পারেন https://www.facebook.com/bbchellocheck/

ব্যক্তিগত উপাত্ত

নাটালি কোলম্যান, রাতার্সের কান্ট্রি কো-অরডিনেটর, মেডিকেল নৃতত্ত্ববিদ এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার প্রকল্প নিয়ে কাজ করার ২০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

একটি পাঠ্য বক্সের জন্য তাত্ত্বিক তথ্য

রাতার্সের ভিশন ও মিশন

একটি সহযোগিতাপূর্ণ সমাজে অন্যদের অধিকারকে সম্মান জানিয়ে মানুষ নিজের ইচ্ছামত তার যৌনজীবন এবং প্রজননের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

শিক্ষা এবং উন্নত তথ্য এবং সেবার সুযোগ সৃষ্টি করে আমরা মানুষের ক্ষমতায়ন করে থাকি। পেশাজীবী, সংস্থা এবং সমাজকে আমরা আমরা আরো শক্তিশালী করে থাকি। আমরা গবেষণা, বাস্তবায়ন এবং প্রচারণার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে থাকি।

https://www.rutgers.international/

লেখক:
প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ) এবং আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামস, রুটগার্স, ই-মেইল: n.kollmann@rutgers.nl

তথ্য অধিকার: খুলে গেছে সম্ভাবনা ও অর্জনের দ্বার

ড. মোঃ গোলাম রহমান

সমাজ প্রগতির ধারায় মানুষ উন্নত হয়। উন্নয়ন কোন বিমূর্ত বিষয় নয়। ধ্যানে-জ্ঞানে সম্যক উপলব্ধিতে উন্নয়ন কার্যকর হয়। তার জন্য বাস্তবনিষ্ঠ পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়। আর এই পরিকল্পনা নির্ভর করে প্রকৃত বিদ্যমান অবস্থা থেকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার কৌশল (Strategy) এর উপর।

আমরা জানি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(১) ধারায় বর্ণিত রয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ... "। প্রজাতন্ত্রের জনগণকে ক্ষমতায়ন করার যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে তাতে এটি স্পষ্ট যে প্রশাসনের সকল কাজকর্ম, পরিকল্পনা, হিসাব নিকাশ–সবই জনগণের জন্য, তাদের কল্যাণের জন্য। সংবিধানের ৩৯(১) ধারায় 'চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল। ....২(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।" সংবিধানের এই সকল প্রগতিশীল ও যুগোপযোগী ধারা সন্নিবেশিত থাকা সত্ত্বেও যুগযুগ ধরে চালু থাকা অনেক আইন বিদ্যমান রয়েছে যা প্রগতিশীল চিন্তা চেতনাকে ব্যহত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯২৩ সালের দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন। যে আইনে বৃটিশ আমলের প্রশাসনকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার প্রক্রিয়া চালু ছিল এবং সেই মনোভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের আধুনিক প্রশাসনকে পশ্চাৎপদ ভাবধারায় লালন করার চেষ্টা হয়েছে। এতে করে সাংস্কৃতিক গতিশীল বিকাশকে অস্বীকার করে পশ্চাৎপদ এবং উপনিবেশিক শাসনের মানসিকতা বজায় রাখার মত অবস্থাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। সেই অবস্থার মধ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা শুধু সংবিধানে ব্যক্ত অভিপ্রায় নয় সত্যিকার ভাবে জনগণকে ক্ষমতায়নের একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ। কারণ, দেশের বেশির ভাগ আইনই তৈরি হয়েছে জনগণের ওপর প্রয়োগ করার জন্য, অথচ তথ্য অধিকার আইন যা জনগণের দ্বারা কর্তপক্ষের ওপর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তথ্য অধিকার আইনের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে এই আইনের উপযোগিতা এবং ব্যবহার যথেষ্ট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণ রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় তাদের কাঙ্খিত আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে এগিয়ে এসেছে। তথ্য কমিশন জনগণের এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। সাংবিধানিকভাবে জনগণ রাষ্ট্রের মালিক হওয়া সত্ত্বেও এক সময় উপযুক্ত আইন না থাকায় সাধারণ নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের খোঁজ নেবার সুযোগ ছিল সীমিত। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে সমাজের সবল-দূর্বল সকল নাগরিকের জন্য তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য আদান-প্রদানের এই আগ্রহের পরিমান বিশেষভাবে বর্ধিত করার সুযোগ রয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অভীষ্টগুলো বাংলাদেশ যথেস্ট যোগ্যতার সাথে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অর্জন করতে পেরেছে। একইভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (Sustainable Development Goal-SDG) অন্যতম মাত্রাটি হল ১৬। তথ্যে জনগণের অভিগম্যতার নিশ্চয়তা এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এই ধারার অন্যতম বিবেচ্য।

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের এক শীর্ষ বৈঠকে ১৯৩ টি সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয় 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি);–টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা 'এজেন্ডা ২০৩০'। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো অঙ্গীকারবদ্ধ এই মর্মে যে, তারা

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করবে। এই অভীষ্ট'র অন্যতম ১ তে উল্লেখ রয়েছে যে টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ও সকলের জন্য ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা। এছাড়া রয়েছে, সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও অর্ন্তভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা। অভীষ্ট ১৬-এর গুরুত্ব হচ্ছে এসডিজি'র অন্যান্য অভীষ্টগুলো অর্জনের জন্য এটি পরিপূরক এবং এর অন্ত-সম্পর্ক নির্ভরতা। মোট ১৭ টি 'বৈশ্বিক অভীষ্ট'রয়েছে তার মধ্যে ১৬৯ লক্ষ্য অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। ২৪৪ টি সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো অগ্রগতির নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হবে। এমডিজি বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট যার অর্জনগুলো সংখ্যাগত দিক থেকে বিবেচনা করা হয়েছে অথচ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এ গুণগত ধারণাকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে অনমনীয় মনোভাব নিয়েই সর্বজনে তথ্য অধিকার প্রয়োগ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের বিশেষ করে ১৬.১০.২ ধারা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিকভাবে দেখা যায়, অনেক দেশেই এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সুশীল সমাজকে অংশীদারিত্বে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াও চালু আছে। ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৬.১০.২-এর অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ এবং বেসরকারি সংস্থার সক্রিয়তাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার তথ্য উপাত্ত বিন্যাস করার জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ এবং তাদের কৃত কাজকর্মের এক ধরণের মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনের কার্যকারিতা বিশেষ করে নাগরিকদের জন্য তথ্য প্রদানে রাষ্ট্র কতখানি সক্রিয় ভূমিকা রাখে; প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তথ্যের স্বাধীনতা এবং তথ্য অধিকার প্রয়োগে ও তথ্য পেতে নাগরিক কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে এবং নাগরিকরা কত সংখ্যক তথ্যের আবেদন করে ও কত সংখ্যক তথ্য পেয়ে থাকে–এই সকল তথ্য উপাত্তের যোগান দেওয়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর অন্যতম লক্ষ্য।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তথ্য অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে একটা তথ্য ভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব। সে লক্ষ্যেই আইনি নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং তথ্য অধিকারের দিক থেকে তথ্য কমিশন সঠিক পথে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে এবং জনগণের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করতে হলে প্রশাসনের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতি হ্রাস করার কথা ঘুরেফিরে আসবে। তথ্য অধিকার

আইন সমাজের জন্য, জনগণের জন্য একটি রক্ষাকবচ। যে কোনো সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, কার্যালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, পরিকল্পনা, সেবা ইত্যাদি সম্পর্কে যদি কোনো নাগরিক কোনো বিষয়ে তথ্য জানতে চায়, তাহলে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সে তার চাহিত তথ্য পেতে পারে। নিয়ম অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ভোগ করার জন্য নামমাত্র মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে একজন নাগরিক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পেয়ে থাকে। তাতে পুরো প্রশাসনযন্ত্র পুরো জবাবদিহিতার মধ্যে চলে আসে। যে কোনো সময় যে কোনো নাগরিক যে কোনো অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য চাইতে পারে এবং পেতে পারে। এতে তথ্য লুকানোর সংস্কৃতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি; তথ্যের অংশীদারিত্বে নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারছি। ২০৩০ সালে এই অভীষ্ট অর্জনের সার্বিক হিসাব চূড়ান্ত হবে।

এ পর্যায়ে দেখা যায় ২০১৬ সালে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য চেয়ে আবেদনপত্র দাখিল করা হয়েছিল ৬,৩৬৯ টি এবং এগুলোর মধ্যে ৬,০৮২ টি আবেদনের যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে যার শতকরা হার প্রায় ৯৬। এক হিসাবে দেখা যায়, ২৫৩ টি আবেদনের তথ্য দেয়া হয়নি এবং ৩৪ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন ছিল (বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৬, তথ্য কমিশন, পৃষ্ঠা-৬৬)। তথ্য দেয়া হয়নি আবেদনগুলোর মধ্যে ২০১ টি অর্থাৎ প্রায় ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে আপিল আবেদন করা হয়েছে (বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৬, তথ্য কমিশন, পৃষ্ঠা-৬৭) ২০১৬ সালে তথ্য কমিশনের ৫৩৯ টি অভিযোগ উভয়পক্ষের শুনানীর জন্য গ্রহণ করে ২৯৬ টি অভিযোগের শুনানীর সমাপ্ত করে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। ৬৩ টি অভিযোগ উভয়পক্ষের শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন ছিল এবং পাঁচটি অভিযোগ রীট মামলার কারণে স্থগিত থাকে। দেখা যায়, কমিশনের সভায় শুনানীর পূর্বেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ১৮ টি অভিযোগ। শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়নি ১১৮ টি অভিযোগ এবং এই গুলোর বিষয়ে কেন শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়নি সেই কারণসমূহ যথা, আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র দিয়ে অভিযোগকারীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০টি অভিযোগ অভিযোগকারীর একক শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। আলোচ্য বর্ষে ১২ টি অভিযোগ গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক শুনানীর জন্য প্রক্রিয়াধীন ছিল; ৩ টি অভিযোগ পূর্বের সিদ্ধান্ত অভিযোগকারীকে জানিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে; একটি অভিযোগ তদন্তনাধীন থাকে এবং অন্য ০৩ টি অভিযোগ বিবেচনাধীন ছিল। (বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৬, তথ্য কমিশন, পৃষ্ঠা-৬৯)।

গত বছরের আরো কিছু উদাহরণ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ ও তথ্য প্রাপ্তির ব্যাপকতা অনুধাবন করতে সাহায্য করবে। আলোচ্য বছরে ২৪,১০৩ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা ও সংশ্লিষ্ট তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। একইসাথে এই ওয়েবসাইটে কমিশনের কার্যাবলী, অভিযোগের ভিত্তিতে সুরাহাকৃত সিদ্ধান্তপত্র, বার্ষিক প্রতিবেদন, নিউজলেটার, বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রতিবেদন, সমকালীন অনুষ্ঠানের ছবি ও রিপোর্ট, শুনানীর বিজ্ঞপ্তি, আপীল প্রক্রিয়া ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে গড়ে ৫৮ জন প্রতিদিন তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করছেন। ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে ১১,১৯৬ ব্যবহারকারী ১৭,১২৯ সেশনে ২২,৭৭২ ওয়েবপেজ দেখেছেন। সম্প্রতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য তথ্য কমিশন

ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ো যৌথ উদ্যোগে 'অনলাইন ট্রেনিং কোর্স' চালু হয়েছে এবং তথ্য কমিশনের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণও চালু রয়েছে। এ পর্যন্ত ৩২ টি জেলা ও ২৪৬টি উপজেলায় জনঅবহিতকরণ এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমাপ্ত হয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণে প্রায় ৬০ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এদিকে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের বিষয়টি উৎসাহিত করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও কতিপয় দপ্তর কিংবা সংস্থার তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এবং 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০' এর আলোকে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়। 'তথ্য অধিকার: কতিপয় গবেষণা', 'নারী মুক্তি ও বাংলাদেশ ঃ আইন-বিধি কর্মযোগ ও তথ্য অধিকার' সহ কয়েকটি পুস্তক তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

মানব অস্তিত্ব টিকে আছে যোগাযোগের মাধ্যমে। আর যোগাযোগের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে তথ্য। তথ্যবিহীন সমাজ চিন্তা করা যায় না। মানুষ প্রতিনিয়ত অধিকতর যোগাযোগে ব্যস্ত। প্রতিদিন তথ্যের ব্যবহার বাড়ছে। তথ্যের জোগান দেওয়ার কাজও তাই বৃদ্ধি পাচ্ছে সংখ্যা ও গুনগত দিক দিয়ে। বিশ্বের তথ্যপ্রবাহের অসমতা ও ভারসাম্যহীনতা লক্ষ করা গেছ গত '৭০-এর দশক থেকে'। প্রযুক্তির উদ্ভাবনের কারণেই শুধু উন্নয়ন ঘটে না; বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সচেতনতা ও প্রয়োজনীয়তার কারণে তা ঘটে থাকে। সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠী, যারা যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং জনগণ, যাদের ওপর যোগাযোগের প্রভাব পড়ে এ দুই শ্রেণীর মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে। যে কারণে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনেও সরকারি সংস্থা ও গণমাধ্যমের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে শুধু আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রবাহই বিঘ্নিত হয়নি, বরং অঞ্চল থেকে অঞ্চলে, প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণের তথ্যপ্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অভিগম্যতায় অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আশির দশক থেকে বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থায় বিশ্ব অর্থনীতির ক্রমমাত্রা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তারপর কেটেছে অনেকটা সময়। বাংলাদেশসহ বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশেই এ অবস্থা বিরাজমান ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনগণকে ক্ষমতায়িত করার কোনো প্রচেষ্টাই প্রকৃত অর্থে নেয়া হয়নি এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ও জনগণের পারস্পরিক অবস্থান দুই মেরুতে অবস্থান করেছে।

ঐতিহ্যগতভাবে দেশে যে আইন-কানুন প্রচলিত আছে প্রগতির ধারায় তার অনেক সংস্কার হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন আইন।

দেশে জবাবদিহি ও সুশাসনের লক্ষ্যে এবং জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ চালু হয়েছে। দেশে প্রায় ১১০০ আইন বলবৎ রয়েছে। দেশের বেশিরভাগ আইনই তৈরি করা হয়েছে জনগণের ওপর প্রয়োগ করার জন্য; কিন্তু তথ্য অধিকার আইন হলো এমন একটি আইন, যা জনগণের দ্বারা কর্তৃপক্ষের ওপর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তথ্য অধিকার আইন চালু হওয়ার পর জনগণের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত বাকস্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার আইনগত ভিত্তি পেয়েছে। সংবিধানের ৭(১)- এর রয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। তথ্য অধিকার আইন সংবিধানের এ ধারাকে সুসংহত করেছে। দেশের চলমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ একটি মাইলফলক। তথ্য কব্জা করে তা অপ্রকাশ্য রাখার যে অবস্থা ছিল, তা থেকে মানবকল্যাণে তথ্যের ব্যবহার করার আইনি ব্যবস্থা দেশের মানুষকে একটি নতুন সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে তথ্য জোগান দেওয়ার জন্য প্রায় ২৫ হাজার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন দেশের সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয় ও সংস্থাগুলোয়।

প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হয়। নবম জাতীয় সংসদে 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' পাস হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসটির গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ২০১৪ সাল থেকে প্রতি বছর জাতীয় পর্যায়ে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' উদযাপন করা হয়ে থাকে। সব জেলায় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। এ দিবস উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন এনজিও সমন্বয়ে ঢাকায় এবং জেলা প্রশাসকদের অংশগ্রহণে জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা করা হয়। দিবসটি উদযাপনে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক এবং আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয় এবং পোস্টার তৈরি করে জেলা ও উপজেলায় বিতরণ করে লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য টিভি চ্যানেলে, কমিউনিটি রেডিও, সংবাদপত্র, অনলাইন মাধ্যম–সবাই তথ্য অধিকার বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচার করছে। আন্তর্জাতিকভাবে ইউনেস্কো এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে–''তথ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সাধন"। টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং কার্যকর করার জন্য তথ্য অধিকার আইন নাগরিকদের বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। আসুন এই সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে জীবনমানের পরিবর্তন করি। জনগণকে ক্ষমতায়িত করি।

লেখক:
সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ও পিএসটিসি'র ভাইস চেয়ারপার্সন
ই-মেইল: golam07@hotmail.com

জনমিতিক লভ্যাংশ ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা

ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম

বর্তমানে জনসংখ্যার পরিমাণগত ও কাঠামোগত মানদণ্ডে বাংলাদেশ এমন একটি সময় অতিক্রম করছে যেখানে নির্ভরশীল জনসংখ্যা সবচেয়ে কম এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়স কাঠামোতে আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন লক্ষণীয়। এ পরিবর্তনের ফলে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিকল ভ্যাংশ অর্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের। সময়ের প্রেক্ষাপটে একদিকে যেমন সমগ্র প্রজনন হার (টিএফআর) হ্রাস পেয়েছে অন্যদিকে শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হার ও কমে এসেছে উল্লেখযোগ্যহারে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদি সংক্রান্ত পপুলেশন ডিভিশন ২০১৭ এর তথ্যানুযায়ী ১৯৭৫ সালে যেখানে ১৫-৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী ছিল ৫১.৯ শতাংশতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে ১৯৯০ সালে ৫৪.৫ শতাংশ, ২০০৫ সালে ৬১.৩ শতাংশ আর ২০১৫ সালে তা ৬৫.৫ শতাংশে। বর্তমানে নির্ভরশীলতার হার ৫২.৬ শতাংশ (২০১৫) যা ২০৩৫ কিংবা সর্বোচ্চ ২০৪০ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোতে সহায়ক থাকবে বলেই জনসংখ্যা প্রক্ষেপনে দেখতে পাচ্ছি। তারপর নির্ভরশীলতার হার আবার বাড়তে থাকবে। সেহিসাবে আগামী ১৮-২০ বছর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোতে কর্মক্ষমজন গোষ্ঠীবিশেষ ভূমিকা রাখবে। ফলে আমাদের হাতে সময় খুব বেশী নেই এবং জনমিতিক লভ্যাংশ বিষয়ে এখনই বিশেষ গুরত্ব দেওয়া দরকার।

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জন নির্ভর করে তার সুযোগ সৃষ্টি, সুযোগের সদ্ব্যবহার এবং তা দীর্ঘায়ন করার ওপর।এ লক্ষ্যে সরকারের সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল প্রয়োজন।এ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী থেকে সর্বচ্চো সুবিধা নিতে হবে। তবে চিন্তার বিষয় হল, এ বিশাল জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, চাকরি, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করানা গেলে ভয়াবহ সামাজিক অস্থির তা দেখা দিবে যা আমাদের কাম্য নয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর প্রকাশিত (২০১৬) Statistical report of the Decent Work Decade 2006–15: Asia-Pacific and the Arab States এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ১৫-২৪ বছর বয়সী যুব গোষ্ঠীর ৪০.৩ শতাংশই শিক্ষা, চাকুরী অথবা প্রশিক্ষণ- এর কোনটিতেই নেই যাদের আবার ৬১.৮ শতাংশই হচ্ছে নারী। এ অবস্থায়-কিভাবে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুবিধা নিবে? সরকার ও নীতিনির্ধারকদের এ তথ্যগুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া উচিৎ, নতুবা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড পাওয়াতো দূরের কথা ডেমোগ্রাফিক ডিফিসিট নিয়ে চলতে হবে।

বর্তমানে পৃথিবীর শীর্ষ ১০ টি জনবহুল দেশের একটি হলো আমাদের বাংলাদেশ যার অবস্থান ৮ম। জাতিসংঘের পপুলেশন ডিভিশনের ২০১৭ এর তথ্যানুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬৫ মিলিয়ন যা ২০৫০ সালে পৌঁছে যাবে ২০২ মিলিয়নে মানে ২০ কোটি ২০ লক্ষে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য-আয় ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছতে হলে সরকারকে এখনই জনসংখ্যার বিভিন্ন ইস্যুকে বিবেচনায় নিয়ে সাফল্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মূল্যায়ন করতে হবে। আমিও আমার সহ-গবেষকদের নিয়ে একাধিক গবেষনায় দেখেছি নির্ভরশীলতার হার হ্রাসের সাথে জিডিপির বাড়ানোর সম্পর্ক। এ ও দেখতে পেয়েছি বাড়ন্ত কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর, বানিজ্য (ট্রেড) বৃদ্ধি ও শিশু শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে জিডিপি বৃদ্ধিতে তাৎপর্যময় ভূমিকা রয়েছে।

এপ্রেক্ষাপটে ২০৩০ সালের বজায়ক্ষম উন্নয়ন (সাসটেইনবল ডেভেলপমেন্ট) এজেন্ডা পূরণে জনসংখ্যার গুনগত ও পরিমানগত দিক বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হবে। দেশে এখন প্রতি বছর ২.১ মিলিয়ন কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী (১৫

বছর ও ততোধিক) জনসংখ্যায় যোগ হচ্ছে। এ বিশাল গোষ্ঠীকে শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করাই হচ্ছে সরকারের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ। কাজেই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে জনসংখ্যা ও তার উপাদান বিবেচনায় নিয়ে সঠিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এ মুহূর্তে আমাদের দরকার ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড নিয়ে ভাবা।এ কে সৃষ্টি, পুঁজিকরণ ও তা দীর্ঘায়িত করে সদ্ব্যবহার করতে দরকার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কর্মকৌশল থাকাজরুরি। আর দরকার জনসংখ্যার গুণগত বিকাশ কীভাবে সাধন করা যায় সে বিষয়ে দৃষ্টিদান। এ সুযোগ সঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ত্বরায়ণ করতে পারে। তবে সেটি নির্ভর করছে বয়স-কাঠামোর পরিবর্তনে জনগোষ্ঠীর সুশিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও সুশাসন নিশ্চিত করণের ওপর।এ সকল কিছুকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিতে পারে থ ্রীডি - ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড, ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র) আরডিমান্ড (চাহিদা)। উল্লেখ্য যে, এখানে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ না হলে ও রয়েছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড- এর সুযোগ ও চাহিদা। আমাদের সরকার প্রধান ও নীতি নির্ধারকদের এনিয়ে বিশেষভাবে ভাবতে হবে। কারণ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড একটি জাতির জন্য সব সময় সুলভ ঘটনা নয়। আমাদের বিশাল তরুণ-যুবা জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হবে। তাই এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার তারুণ্যে বিনিয়োগ, আগামীর উন্নয়ন সাধন। পাশাপাশি জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ। পূর্ব এশিয়ার যেসকল দেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুবিধা নিয়েছে তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রথমত, প্রশিক্ষিত দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা, উচ্চহারে অর্থসঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা, শ্রম বাজারে সফল চাকুরীর যোগান বৃদ্ধি, মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও কাংখিত বিনিয়োগ, গুণগত পাবলিক প্রতিষ্ঠান এবং শ্রম বাজারে নারীদের অংশ গ্রহন বৃদ্ধি।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে ২০৩০ সালের বজায়ক্ষম উন্নয়ন (সাসটেইনবল ডেভেলপমেন্ট)

এজেন্ডা পূরণে সমগ্র প্রজননহার লক্ষণীয় মাত্রায় কমিয়ে আনতে হবে। আর তা করতে হলে কাঙ্ক্ষিত পরিবারের আকার অর্জন কেলক্ষ্য মাত্রায় নিয়ে নারী ও দম্পতিকে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনে সুযোগ ও সক্ষমতা করে দিতে, বিশেষ করে পরিবার পরিকল্পনায় গুরত্ব দিতে হবে । জাতীয় জনসংখ্যানীতি ২০১২ অনুযায়ী আমরা এখন ওজন সংখ্যা নীতির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করতে পারিনি। জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সমগ্র প্রজননহার (টিএফআর) ২.১ এ পৌঁছানোর কথা। ২০০৪ সালের জনসংখ্যানীতিতেও একই লক্ষ্য ছিল। জন্ম-নিরোধের হার ২০১৫ সালের মধ্যে ৭২ শতাংশে পৌঁছানোর কথা। প্রশ্ন জাগে কেন পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম এখন আর তেমন সাফল্য পাচ্ছেনা? বলতে গেলে আজকের বাংলাদেশের জনসংখ্যা ইস্যুতে যা কিছু অর্জন তার মূলে রয়েছে এ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমই। বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সন্মুখীন। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কী? এখনো বাংলাদেশে ১২ শতাংশ নারী পরিবার পরিকল্পনায় অপূর্ণ চাহিদার মধ্যে আছে। সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে সমগ্র প্রজনন হার (টিএফআর) প্রতিস্থাপন যোগ্য মাত্রার কাছাকাছি থাকলেও ১৫-১৯ বছরের নারীদের বয়স নির্দিষ্ট প্রজনন হার বেশী-এমনকি তা বাড়তে লক্ষ্য করা গেছে সর্বশেষ বিডিএইচএস ২০১৪ জরিপে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ রয়েছে যার প্রধান দেশের প্রধানমন্ত্রী। এ পরিষদ প্রয়োজনে জনসংখ্যা নীতিতে যেকোনো ধরনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের নির্দেশ প্রদান করবে। কিন্তু দুঃখজনক হলো গত ৭ বছরে এ পরিষদ নাকি কোন সভাই করেনি। অথচ এ পরিষদের উচিৎ ছিল জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলোকে চিহ্নিত করা এবং সে অনুযায়ী দিক নির্দেশনা দেওয়া।

বাংলাদেশের জন্য জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হল- বাল্যবিবাহ, দ্রুত সন্তানধারণ, শ্রম বাজারে নারীদের কম অংশগ্রহণ, কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় স্থানীয়-পরিবর্তিত বিশ্ব বাজার মাথায় রেখে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়া, শিক্ষার গুনগত বিকাশ ও দক্ষতা বৃদ্ধি না হওয়া এবং সুশাসন নিশিচত না করা। ফলে এসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে। পরিবর্তিত বয়স কাঠামোর সংক্রমনে সম্ভাবনাময় জনমিতিক লভ্যাংশ তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং বজায়ক্ষম উন্নয়ন (সাস্টেইনবল ডেভেলপমেন্ট) লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করতে সরকারি- বেসরকারি সন্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

লেখক:
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
পপুলেশন সায়েন্সেস
বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল:
mainul@du.ac.bd

প্রতীকি ছবি

অমিমাংসিত দায়বদ্ধতা

সাকিলা মতিন মৃদুলা

অসম্পূর্ণ গর্ভপাতের রেশ মেয়েটাকে ভীষন কষ্ট দিচ্ছে। ব্যথায় কাতরাচ্ছে রীতিমত। কাউকে বলতেও পারছেনা। কি করে বলবে? পেশায় যে সে একজন যৌনকর্মী। এরকম অবস্থায় সে একবার নয়, বেশ কয়েকবারই পড়েছে। অথচ কিইবা এমন বয়স? বড়জোর বিশ কিংবা একুশ? যে পেশায় এতটা কষ্ট পেতে হয়। যে পেশায় সমাজের ভোগ্য হয়েও সমাজ থেকে মুখ লুকোতে হয় সেখানে কি কেবল শখের বশে আসা? কিংবা শুধুই উচ্চ বিলাসিতা? তাই কি সম্ভব? বিবেকের কাছে সেই থেকে দায়বদ্ধতা। হাসপাতালে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আর তাই নিজেরাই কোনরকমে হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্যে চিকিৎসা সেরে নেয়া! কোনরকমে বেঁচে থাকা যাকে বলে!

যৌনব্যবসা কিংবা যৌনকর্মীকে উৎসাহিত করবার জন্য নয়। বরং এই পেশা এবং এই পেশায় নিয়োজিত কর্মীদের নিয়ে অমিমাংসিত কিছু দায়বদ্ধতা, কিছু স্ববিরোধীতা নিয়ে এই লেখা। পেশা হিসেবে যৌনকর্ম ভাল কি মন্দ? গ্রহণযোগ্য কিংবা অগ্রহণযোগ্য? স্বীকৃতিযোগ্য অথবা পরিতাজ্য? সব জল্পনা কল্পনা- তর্ক বিতর্কের উর্দ্ধে বিবেচ্য বিষয় কতটুকু স্বাস্থ্যকর. কতটুকু ক্ষতিকর? নিজের জন্য , পরিবার, পরিবেশ, সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্য?

যেমন করে সমষ্টির কথা ভাবতে গিয়ে একককে বাদ দেয়া যায় না। ঠিক তেমনি মনে রাখতে হবে অনেকগুলো একক নিয়েই সমষ্টি। যদি সমাজ, সংস্কৃতি সমষ্টি হয়। একক তবে যৌন কর্মী। যৌনকর্মীরাও একক হতে হতে সমষ্টি হয়ে যায়। গড়ে তোলে আরেক সমাজ। হয়তোবা বিচ্ছিন্ন। দেশ নামক সমষ্টির বেলায় এই বিচ্ছিন্ন সমাজও একীভূত হয়ে যায়। কেউই তখন আর একক থাকেনা। বিচ্ছিন্নও থাকেনা।

সর্বত্র স্ববিরোধীতা। একদিকে ২০০০ সালের হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী বাংলাদেশে যৌনব্যবসা আইনত: বৈধ। অথচ বাংলাদেশের আইন ও সংবিধান এর বিরোধীতা করছে। সংবিধানের ১৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে, " রাষ্ট্র জুয়া এবং যৌনব্যবসার বিরূদ্ধে কার্যকরী সুরক্ষা প্রদান করিবে"। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এবং মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ যৌন ব্যবসার বিরোধীতা করে। তাহলে আমরা চাইছি কি? করছিই বা কি? চাওয়া এবং পাওয়ার ভেতর কোন ফাঁক ফোঁকড় থাকছেনাতো? যা কিছুই করেছি বা করছি সুস্পষ্টতা থাকছে তো? বোধের কাছে বিবেকের সুস্পষ্টতা দুরদর্শী করে। কার্য-কারণ সুস্পষ্ট হলে ফলাফলে গুণগত স্থায়ীত্ব আসে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশার একটি যৌন ব্যবসা। যদিও যৌনকর্মী শব্দটির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত নতুন। যৌনকর্মী, লেখক, নির্মাতা এবং যৌনকর্মী অধিকারবাদী ক্যারল লেই ১৯৭৮ সালে তাঁর 'ওয়ান উইম্যান শো' নাটকে শব্দটির ব্যবহার করেন প্রথমবারের মত। ধারণা করা হয়, 'পতিতাবৃত্তি'র বদলে

'যৌন ব্যবসা' এবং 'পতিতা'/'বেশ্যা' শব্দটির পরিবর্তে 'যৌনকর্মী'র ব্যবহারে মানুষ হিসেবে সংশ্লিষ্টদের অপেক্ষাকৃ তভাবে সম্মানিত করা হয়। এই পেশা এবং সংশ্লিষ্টদের জন্য করণীয় সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক শুরু থেকে আজ অবধি সারা বিশ্বেই বিদ্যমান। বলা যায় বিশ্বব্যাপী দুটো ভাগ আছে। কেউ কেউ এই পেশাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে। অন্যদিকে কেউবা চান চিরতরে বন্ধ হয়ে যাক এই ব্যবসা। সুইডেনের আইন অনুযায়ী, যৌনক্রেতা অপরাধী, যৌনবিক্রেতা নয়। ১৯৯৯ সালে এই আইনটি পাস করা হয়। অন্যদিকে ২০০২ সালে জার্মানীতে যৌনকর্ম একটি নিয়মিত পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর এনফোর্সমেন্ট অফ হিউম্যান রাইটস এবং সমমনা কিছু বেসরকারী সাহায্য সংস্থা ২০০০ সালে টানবাজার- নিমতলী যৌনপল্লী উচ্ছেদের প্রতিবাদে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করে। এই পিটিশনের রায়ে বলা হয়, 'নারী যৌনকর্মী অনুর্দ্ধ ১৮ বছরের হলে এবং যৌন ব্যবসাই তার একমাত্র আয়ের উৎস হিসেবে প্রমান করতে পারলে তিনি বৈধভাবে এই ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে পারবে'। যৌনকর্মী নোটারী পাবলিকের সাহায্যে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেবিট করে নিবন্ধিত হয়ে বৈধতা পান। ২০১০ সালে নির্বাচন কমিশন যৌনকর্মীদের ভোটার আইডি কার্ডে নিজস্ব পেশা উল্লেখ করবার অধিকার নিশ্চিত করেন। ২০০২ সালের ১৮ জুন প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে দুইদিনব্যাপী যৌনকর্মীদের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনের ফলাফল যৌনকর্মীদের সাংগঠনিক সংঘবদ্ধতা। উদ্দেশ্য- ক্ষমতায়ন? কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন এই ক্ষমতায়ন? প্রত্যাশা কি ছিল? প্রাপ্তি কতটুকু? পরিবর্তনটা কোথায়? জীবনযাপনের প্রক্রিয়ায়? জীবনবোধের অস্তিত্বে? আত্মসচেতনতায়? সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতায়? আইনগত সহায়তায়? রাস্ট্রীয় অধিকার উপভোগে? কোথায় পরিবর্তনের ছোঁয়া? পতিতা থেকে যৌনকর্মী- ব্যস্! এতটুকুই? নাম সর্বস্ব পরিবর্তিত পরিচয়? নাকি উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্যবস্তু?

হোক অর্থের বিনিময়ে কিংবা সাময়িক যৌন বিনোদন। সভ্য সমাজের সভ্য মানুষগুলোই তো যায় তাদের কাছে। অথচ সভ্যতা তাদের ঘৃণা করে। অস্বীকার করে!

প্রতিকি ছবি

এটা অন্যায়। মুখোশের আড়ালের মুখস্থ আচরণ। একদা অস্পৃশ্য যৌন পেশায় নিয়োজিত নারীরা এখন তুলনামূলকভাবে দৃশ্যমান। মৃত্যুর পর নিজ নিজ ধর্মে দাফন প্রক্রিয়া তারা দাবি করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে যৌনপল্লী, ভ্রাম্যমান, আবাসিক এলাকা ও হোটেলভিত্তিক যৌনকর্মী রয়েছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই পেশায় যারা নিয়োজিত তারা শ্রমই বিক্রি করছেন। অস্বাস্থ্যকর এবং ক্ষতিকর বিধায় শ্রমের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু, শ্রমিককে নিয়ে নয়। এই পেশাকে কেন্দ্র করেও দুটি পক্ষ বিদ্যমান। একটি শ্রমিক পক্ষ, অন্যটি মালিক পক্ষ। এখানেও শোষিত এবং শাসিত বিষয়টি প্রযোজ্য।

অনেকেই মনে করেন, যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা বৃথা। অস্বীকার করছিনা। হতেই পারে। কিন্তু, কেন? সেটাও তো ভাবতে হবে! দায়ী কে? 'পুনর্বাসনের আগ্রহ নেই যৌনকর্মীদের', 'টাকার লোভ পেয়ে বসেছে' 'এত সহজে /আরামে টাকার গন্ধ পেলে অন্য কাজ দিলেও করবে কেন?'- ঢালাও এবং একতরফা এই মন্তব্যগুলো কতটুকু প্রযোজ্য?

আরাম কিংবা সহজ? সত্যিই কি তাই? কে বলে? কিভাবে জানে? একজন খদ্দেরের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে যখন জোরপূর্বক দলগতভাবে ভোগের শিকার হন? ব্যথায় কাতরাতে থাকেন একজন যৌনকর্মী। অথচ কিচ্ছুটি বলার সুযোগ নেই। ধর্ষিত হয়েও ধর্ষকের নাম প্রকাশের উপায় থাকেনা। ধর্ষিতা হিসেবে বিচার চাইবার অধিকার নেই! সমাজের ভেতরে থেকেও সামাজিক জীব হিসেবে স্বীকৃতি নেই! বিকৃত রুচির খদ্দেরের বিকৃত চাহিদা মেটাতে বাধ্য সে! কি করে আরামদায়ক হতে পারে এই পেশা?

পুনর্বাসন করলেই অথবা পুনর্বাসন চাইলেই পুনর্বাসিত হওয়া যায়না। অন্তঃত যৌনকর্মীদের ক্ষেত্রে বিষয়টা এত সহজ নয়। চাইলেই কি সমাজ তাকে গ্রহণ করবে? কে দেবে সেই নিশ্চয়তা? কিন্তু তাই বলে নিশ্চয়ই হাল ছেড়ে দিলে চলবেনা। মানবিক হতে হবে আরও অনেক বেশী। বোধের একেবারে গভীরে স্পর্শের প্রয়োজন। প্রশ্ন করতে হবে নিজেকে-'ভান করছি নাতো?' প্রশ্ন করতে হবে চারপাশকে। সংশ্লিষ্ট সকলকে। প্রশ্নবানে জর্জরিত হবে প্রতিটি উদ্যোগ এবং সফলতা। কথার সাথে কাজের, কাজের সাথে কথার আত্মিক সম্পর্ক থাকা জরুরী। কথা এবং কাজের সাথে চিন্তার গভীরতাও প্রয়োজন। তবেইনা স্ববিরোধী উপাদানগুলো খোলস খুলবে। উন্মুক্ত হবে সমস্যার গভীরতা। সমাধানও তখন হবে গতিশীল এবং সময়োপযোগী।

এইচআইভি/এইডস এবং যৌনকর্মী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বালাদেশে এইচআইভি সংক্রমনের হার কম। যদিও সিরিঞ্জ ও সূঁচের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ, যৌনবাহিত রোগ সম্পর্কে অজ্ঞতা, দারিদ্র, অত্যধিক জনসংখ্যা, অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের প্রবণতা বৃদ্ধি, প্রতিবেশী দেশে এই রোগের প্রকোপ, মানব পাচার ইত্যাদি নানা কারণে বাংলাদেশ এইচআইভি সংক্রমনের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ। ১৯৮১ সালে বিশ্বে এবং ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে প্রথম এইচআইভি রোগী চিহ্নিত হয়। সরকারী হিসাব অনুযায়ী গত ২৯ বছরে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ হাজার ৫৮৬ জন। গত কয়েক বছরে এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত শনাক্তের সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৩ সালে শনাক্ত হয়েছিল ৩৭০ জন, ২০১৪ সালে ৪৩৩ জন,২০১৫ সালে ৪৬৯ জন, ২০১৬ সালে প্রায় ৬০০ জন। ২০১৭ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৮৬৫ জন। (সূত্র- প্রথম আলো ঃ ১ ডিসেম্বর ২০১৬,২০১৭)

এইচআইভি এইডস সংক্রমণে যৌনকর্মীরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাচ্ছে যৌনকর্মীদের সাথে নিয়ে। এক্ষেত্রেও কিছুটা অস্পষ্টতা এবং স্ববিরোধীতা রয়েছে। যৌনকর্মীরা ঝুঁকির ফলাফল নাকি ঝুঁকির কারণ? নাকি দুটোই? এখনও বলতে শোনা যায়, 'খারাপ জায়গা', 'খারাপ মেয়ে' । যেখানে গেলে অনিরাপদ (কনডম বিহীন) যৌন সর্ম্পকের ফলে এইচআইভি/ এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। 'বিবাহ বর্হিভূত যৌন সম্পর্ক' নিয়ে এখনও আমরা কথা বলছি কম। এই সম্পর্ক হতে পারে যে কারও সাথে। শুধুমাত্র যৌন কর্মীর সাথে যৌন সর্ম্পকের মাধ্যমেই যে তথাকথিত সভ্য সমাজ ভেস্তে যাবে, তা তো নয়! যৌন কর্মী ছাড়াও যৌন সম্পর্ক হতে পারে। আবার যৌন কর্মী মাত্রই যে পেশাদার হবে তাও কিন্তু নয়। সুতরাং যৌনবাহিত রোগ সংক্রমণের জন্য কেবল যৌন কর্মী কিংবা যৌনপল্লীই কেবল উৎস নয়। বরং যৌন কর্মীরাও শিকার হতে পারেন। সচেতন সমাজ থেকে এই ধারণা সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়াতে হবে। ধারণায় আস্থা রেখে বিশ্বাসে এগুতে হবে।

খদ্দের গ্রুপ এর চাইতে যৌন কর্মীদের কাছে পৌঁছানো সহজ। আর তাই এইচআইভি প্রোগ্রামে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যৌন কর্মীদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সরবরাহ করা হয় কনডম। কখনও খদ্দের হারানোর ভয়, আবার কখনও অসচেতনতা, কখনওবা পুরুষত্ব কিংবা অর্থের জোর- বিভিন্ন কারণে কনডম ব্যবহার করা সম্ভব হয়না যৌন কর্মীর পক্ষে। সেক্ষেত্রে ধীরে ধীরে খদ্দের এর কাছে পৌঁছানোর জন্য সুচিন্তিত কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে হবে।

জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক, অন্যায়ভাবে বিকৃত যৌনাচারণ, বলপূর্বক দলীয় যৌন সম্পর্ক নীরবে সয়ে যেতে হয় যৌনকর্মীদের। অথচ প্রতিটি সুত্র থেকেই ছড়াতে পারে যৌনরোগ। পরবর্তীতে বেড়ে যায় এইচআইভি/এইডসের সম্ভাবনা। উল্লেখিত বিষয়গুলো নারী নির্যাতনের অধীনে আসবার কথা। অথচ যৌন কর্মী হবার অপরাধে ওরা নির্যাতনের আওতায় আসার অধিকার রাখে না।

এমনি অসংখ্য অমিমাংসিত টুকরো টুকরো করণীয় নিয়ে ভাবতে হবে। অগ্রগতির পথে কিছুটা সময়ের জন্য থামা জরুরী । পেছনে তাকিয়ে স্ববিরোধী উপাদানগুলোকে গুছিয়ে সামনের দায়বদ্ধতায় স্পষ্ট হতে হবে। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেক আর হৃদয়ের সংস্পর্শ থাকাটা বাঞ্ছনীয়। কিছুই তবে অমিমাংসিত থাকবেনা আর।

লেখক:
প্রোগ্রাম ম্যানেজার,
সংযোগ, পিএসটিসি
ই-মেইল:
shakila.m@pstc-bgd.org

পরিবর্তন শুধুই পরিবর্তন

সত্যসিভাম থিলাকান

শোঁয়োপোকা খেতে খেতে বলে, "আমি আমার পরিবর্তন চাই না"। জ্ঞানী বৃদ্ধ বলেন, "পরিবর্তন হলে তুমি হয়ত আরো সুন্দর কিছুতে রূপান্তরিত হবে"। জবাবে শোঁয়োপোকা বলে, "সেটা অসম্ভব, আমি ইতোমধ্যে নিখুঁত"। লুইস ক্যারল (অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড) বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক পরিবর্তনের জন্য এটিই আদর্শ সময়। পরিবর্তন এবং পরিবর্তিত অবস্থার সাথে ভালভাবে মানিয়ে নেয়ার সাথে আমরা সবসময়ই পরিচিত। উন্নয়নের জন্য পরিবর্তন অপরিহার্য। কিন্তু কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মানুষ এখনো হয়ত পরিবর্তন চায় না। প্রতিটি পরবর্তনের সাথেই আসতে পারে চিন্তা, অবসাদ, বিবাদ, অন্তর্ঘাত, বিপর্যয়, সূক্ষ হুমকি, অজানা ক্ষয়-ক্ষতি, লোক দেখানো কাজ, অপ্রোয়োজনীয় রাজনৈতিক লড়াই এবং অর্থ ও সময়ের অপচয়। সংক্ষেপে, ফলাফল হল পরিবর্তন প্রতিরোধ। প্রতিরোধের কারণগুলো সঠিকভাবে নিরূপণ করে সেগুলো এড়ানোর উপায় বা পরিবর্তনকে কিভাবে প্রতিজ্ঞায় রূপান্তরিত করা যায়, তার উপায় বের করা সম্ভব।

বেশির ভাগ মানুষ তাদের আশেপাশের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় বা তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে অংশগ্রহণমূলক পরিচালনার উত্থানের ধারণা হল ব্যক্তমালিকানা মানেই কাজের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকে, তাদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করা।

পরিবর্তন প্রতিরোধ করার দ্বিতীয় কারণটি হল চোখ বেঁধে পাহাড়ের সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটা; মানে অনেক বেশি অনিশ্চয়তা। পরবর্তী ধাপে কি আসবে বা কেমন লাগবে জানা না থাকলে স্বস্তিবোধ করা অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে তারা পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করতে বলেন, "অপরিচিত সাধুর দারস্থ হবার চেয়ে পরিচিত শয়তানের কাছে থাকা নিরাপদ"।

পরিবর্তন প্রতিরোধের তৃতীয় কারণটি হল পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত বা অনুরোধে মানুষ সহজেই হতচকিয়ে যায়। একেবারেই নতুন এবং অপ্রত্যাশিত কোন বিষয়ে তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হল মানসিকভাবে প্রস্তুত হবার জন্য তাদের পর্যাপ্ত সময় নেই, একথা বলে একে প্রতিরোধ করা।

চতুর্থ কারণ হল পরিবর্তন মানুষের পরিচিত রুটিন এবং অভ্যাসকে বদলে দিবে বলে তাদের অধিক উদ্বেগ এবং সচেতনতা।

পঞ্চম কারণ, পরিবর্তনকে মেনে নেয়া মানে যদি হয় আগের করা কাজগুলো ভুল ছিল, তাহলে মানুষ অবশ্যই এই পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করবে। কেউই তাঁর সহকর্মীদের সামনে ছোট বা বিব্রত হতে চান না।

মানুষের পরিবর্তন প্রতিরোধের ষষ্ঠ কারণটি হল পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত উদ্বেগঃ আমি কি এটি করতে পারব? কিভাবে করব? নতুন পরিস্থিতিতে আমি কাজটি করতে পারব কি না? নতুন পদ্ধতিতে কাজ করার দক্ষতা আমার আছে কি? কেউই হয়ত এই উদ্বেগগুলোর কথা সরাসরি বলবেন না, কিন্তু পরিবর্তনকে কেন প্রতিরোধ করতে হবে তার অনেক কারণ তারা খুঁজে বের করে দেখাবেন।

সপ্তম কারণটি হয়ত তাদের নিজেদের কাজের সাথে সম্পৃক্ত। পরিবর্তন মাঝেমাঝে অন্য পরিকল্পনা বা প্রকল্পকে বাধাগ্রস্ত করে, অথবা ব্যক্তগত বা পারিবারিক কোন কাজও থাকতে পারে, যার সাথে অফিসের কাজের কোন সম্পর্ক নেই। এবং এই ধরনের বিঘ্নের পূর্বানুমান পরিবর্তন প্রতিরোধের কারণ হতে পারে।

অষ্টম কারণ হল, স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন মানে আরো কাজ। কাজ করতে সাধারণত তাদের যে সময় লাগে, পরিচিত বিষয়গুলোর পরিবর্তন হলে সেগুলো করতে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগবে।

পরিবর্তন প্রতিরোধ করার নবম কারণটি নেতিবাচকঃ অতীতের ফেলে আসা কোন ঝামেলা নতুন করে সামনে চলে আসতে পারে। অতীতের অমীমাংসিত ক্ষোভ পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে বাঁধাগ্রস্ত করে।

পরিবর্তন প্রতিরোধের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কারণ হলঃ মাঝেমাঝে পরিবর্তনের ফলে যে হুমকির সৃষ্টি হয়, সেটাই প্রকৃত কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবর্তনের জন্য বিশ্বাস করতে হবে যে নতুন পদ্ধতিটিই সঠিক উপায় হবে। নেতারা নিজেরা অবিশ্বাসী না হলে অন্যরাও নিজেদের মতামত সহজে পরিবর্তন করবে না। অনিশ্চয়তার যে উদ্বেগ তা দূর করার

মূলমন্ত্র হল পরিবর্তনের প্রতি নেতাদের সংকল্পে অটল থাকা।

সবাই যেন নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত মনে করে তা নিশ্চিত করা যেকোন পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার সময় অত্যাবশ্যক। পর্যাপ্ত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে যাতে কর্মরত মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেদের সক্ষমতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী থাকে; তাদের মধ্যে বিশ্বাস গড়তে হবে যে যেকোন পরিস্থিতিতে করণীয় কাজ তারা করতে পারবে। পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার সময় বিদ্যমান অবস্থার চেয়ে পরিবর্তিত অবস্থার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি করা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া নতুন দক্ষতাকে অনুশীলন করার সুযোগ দিতে হবে, যাতে তাদের কাজকে বিচার করা হচ্ছে বা সহকর্মীদের কাছে ছোট হচ্ছে এমন কোন অনুভূতি ছাড়াই তারা কাজ বা অনুশীলন করতে পারে। নতুন রুটিন বা পদ্ধতিতে সহজভাবে কাজ করার সুযোগ থাকা প্রয়োজন, কারণ তাদের মনে জানার জন্য আরো অনেক প্রশ্ন থাকবে।

নেতাদের এটি নিশ্চিত করতে হবে যে কর্মরত মানুষের প্রয়াসকে সম্মান দেখাতে হবে এবং তারা যে আগের চেয়ে বেশি কাজ করছে সেজন্য তাদের পুরুষ্কৃত করতে হবে। তারা যেন এটি বুঝতে পারে যে তাদের এই প্রচেষ্টা স্বপ্রণোদিত, এটি বাধ্যতামূলক নয়, এবং স্বীকৃতি প্রদান করে তাদের ধন্যবাদ জানাতে হবে। নেতাদের অন্যদের অতীতের অসন্তুষ্টির কথা বা গল্প শুনে সেগুলোর সমাধান করা প্রয়োজন।

পরিবর্তন একটি অসাধারণ সুযোগ। কিন্তু সেই সুযোগের মধ্যেও কিছু লোকসান থাকেই। সেই লোকসান হতে পারে অতীতের লোকসান, একটি গুরুত্বপূর্ণ রুটিন, স্বস্তিবোধ এবং প্রথার লোকসান, হয়ত একটি সম্পর্কের লোকসান যা সময়ের সাথে অনেক গভীর হয়েছে। বাস্তবে সবকিছু আর আগের মত থাকবে না।

"দর্শনের একজন প্রফেসর তাঁর ক্লাসে সচরাচর হয় না এমন একটি পরীক্ষা দিলেন। তিনি তাঁর চেয়ার টেবিলের উপর উঠিয়ে বোর্ডে শুধু লিখলেনঃ "প্রমাণ কর যে এই চেয়ারটির অস্তিত্ব নেই"। একজন শিক্ষার্থী ছাড়া ক্লাসের সবাই অনেক জটিল ব্যাখ্যা দিয়ে লিখা শুরু করে। সেই একজন ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করে সহপাঠী এবং প্রফেসর সবাইকে অবাক করে খাতা হাতে দাঁড়ায়। কয়েকদিন পর ক্লাসের সবাই পরীক্ষার ফলাফল হাতে পায়। যে শিক্ষার্থী ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করেছিল, সে সবচেয়ে বেশি নাম্বার পায়। তার উত্তর ছিল, "চেয়ার কি?" নেতাকে সচরাচর চিন্তাধারার বাইরে ভাবতে হবে.....উদ্যমী .....চৌকষ.....পরিবর্তন বাস্তবায়নে সক্ষম...

লেখক:
কান্ট্রি ডিরেক্টর,
এমডিএফ বাংলাদেশ
ই-মেইল:
st@mdf.nl

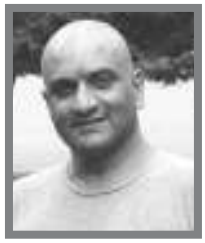

ভার বিশ্লেষণ অনুযায়ী আমাদের ওজন দেড়শত পাউন্ড বেশী। কোন পরামর্শ?

রিদ্ধি অঙ্কিত কার্টুনস্টক ডটকম অবলম্বনে

তরুণ বন্ধুরা, জীবনে একটা বয়স আসে যেটিকে আমরা বলি টিনএজ বা বয়:সন্ধিকাল। মূলত: ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সকে বলা হয় টিন এজ। এসময় শরীরে বা মনে এমন কিছু পরিবর্তন আসে, যা কাউকে বলা যায় না। আবার সঠিক জানার অভাবের কারণে পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। সেসব তরুণদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন। যেখানে তোমরা নি:সঙ্কোচে প্রশ্ন করতে পারবে, বিশেষজ্ঞরা দেবেন তার উত্তর। তোমাদের মনো-দৈহিক বা মনো-সামাজিক প্রশ্নও এ আসরে করতে পারো নি:সংকোচে। আমরা তার সঠিক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। তোমার প্রশ্ন পাঠাতে পারো ই-মেইলের মাধ্যমে নিচের যে কোনো ঠিকানায়:

youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

১. *অনার্স শেষ করার পর পরই বাবা মায়ের পছন্দে আমার বিয়ে হয়ে যায়। ছেলেটা আমার ১০ বছরের বড়। বিয়ের পর আমি আর পড়াশোনা করতে পারিনি। স্বামীর চাকরীর সুবাদে চট্টগ্রাম চলে যাই। ইদানিং ফেসবুকে বন্ধু-বান্ধবের আর ক্যাম্পাসের ছবি দেখে আমার খুব বিষণ্ন লাগে। আমার স্বামী আমাকে অনেক ভালোবাসে কিন্তু আমি এখনো সংসারে মন বসাতে পারছিনা। এ থেকে বাঁচার উপায় কি?*

উত্তর: প্রতিটি মানুষের জীবনই কিছু তৃপ্তিবোধ, কিছু অতৃপ্তিবোধ থাকে, থাকবেই। এটা স্বাভাবিক। তবে অতৃপ্তিকে দূর করতে হলে উদ্যোগ প্রয়োজন। আলোচনা প্রয়োজন। কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন। যেহেতু তুমি বলছো অনার্স শেষ করার পর পরই বিয়ে করেছো, সেহেতু মাস্টার্স করা তোমার হয়ে উঠেনি। ঐ সময়ে বিয়ে না করলে তুমিও মাস্টার্স শেষ করতে এবং কোন কাজে নিয়োজিত হতে। ফেসবুকে তোমার বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে আপডেট পাচ্ছো। কেও হয়তো মাস্টার্স শেষ করেছে। কেও হয়তো চাকরি-বাকরি করছে আবার কেও হয়তো একাকি (বিয়ে না করে) সময় কাটাচ্ছে। এগুলো সব মিলিয়েই জীবন। পড়াশোনার জন্য বা অন্য শেষ করতে না পারার জন্য যদি মন খারাপ লাগে, তবে অন্য বিয়ের পরও শেষ করা সম্ভব। অনেকেই চেষ্টা করছে এবং সফলকাম হচ্ছে। তুমি যদি সত্যি চাও, তবে উদ্যোগ নাও। তোমার স্বামীর সাথে এ নিয়ে কথা বলতে পারো। আমার বিশ্বাস- তিনি যদি অধুনা হন, প্রগতিশীল হন তোমার ইচ্ছাতে তিনি সমর্থন করবেন। আজকাল প্রাইভেটে বা দূরশিক্ষণেও মাস্টার্স করা সম্ভব। তাতে তোমার সংসারে মন না বসানোর কোন কারণ নেই। দুজনে মিলে তোমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করো। এ পরিকল্পনায় তোমার স্বামীকে সাথী করো, তাকে নিয়েও ভাবো। তার ক্যারিয়ার, ভবিষ্যৎ ভাবনা, সংসার, ভবিষ্যৎ সন্তান, বসতি, আয়-ব্যয়, সঞ্চয় সবকিছুই এ যৌথ আলোচনার এজেন্ডা হতে পারে। তুমি অবশ্যই লক্ষ্য করবে তোমাদের মধ্যে inclusiveness এসছে, তোমরা ক্রমান্বয়ে কাছে আসছো, একে অপরকে পছন্দ করা শুরু করছো এবং জীবনটা আসলেই অন্য রকম লাগছে- আন্তরিক, মধুময় এবং সত্যিকারের জীবন তুমি যাপিত করছো।

২. *আমার হিন্দু একজন কলিগ আছে,দেখতে খুব সুন্দর। প্রথম যেদিন অফিসে আসি সেদিন থেকেই দেখি ও অনেক ফোনে কথা বলে। কিছু বললেই বলতো ওর জামাই ওকে অনেক ভালোবাসে, কিন্তু ওর বিয়ে হয়নি। কিছুদিন পর বলল জামাই নয় ছেলেটা ওর বয়ফ্রেন্ড যার সাথে ৬ বছরের সম্পর্ক এবং ২ বছর ধরে শারীরিক সম্পর্ক। তার আরও কিছুদিন পর শুনলাম এই লোকটা তার নিজের বোনের হাজবেন্ড এবং তার বোনও বোনের হাজবেন্ডের দুটো বাচ্চাও আছে। এত কিছুর পরও এরা দুজন অন্ধের মত প্রেম করছে। মেয়েটার কিছু কি করনীয় আছে?*

উত্তর: এ প্রশ্নগুলো এবং অবস্থান বিবরণ সম্পূর্ণভাবে পরোক্ষ। যদি সত্যিই ঐ মেয়েটি নিজে এ প্রশ্ন না করে থাকে তবে এর উত্তরও অসম্পূর্ণ হবে। আবার অনেকে আছে নিজের সমস্যা অন্যের নামে করে পরোক্ষভাবে সমাধান চায়। যদ্ব সঠিক সমাধান নাও হতে পারে। অপরপক্ষে, অন্য কেও যদি এ প্রশ্ন সত্যিই করে থাকে। তবে আমি বলবো এটা অতিরিক্ত কৌতূহলী একজন মানুষের অযাচিত ভাবনা। এখান থেকে তাকে বের হয়ে আসতে হবে। পর্যায়ক্রমিক অবস্থার বিবরণ দিলেই অসঙ্গতিগুলো উঠে আসে। অতিরিক্ত ফোনে কথা বলাতে তুমি হয়তো বিরক্ত কাজেই কৌতূহলী প্রশ্নে সেও মজা নিয়ে বলেছে তার স্বামী তাকে অনেক ভালোবাসে তাই অতরিক্ত ফোন করে। যে প্রশ্নটা করেছো। সে ঐ প্রশ্নে সন্তুষ্ট না হয়ে আরো অনুসন্ধানী হয়েছো এবং পরবর্তীতে reveal করেছো সে বিয়েই করেনি। ওটা ছিল বয়ফ্রেন্ড এবং এরই পরে তাদের সম্পর্কের দীর্ঘতা নিয়েই থেমে থাকেনি বাড়তি প্রশ্ন করে জানতে সচেষ্ট হয়েছো সম্পর্কটা কতটুকু deep, মানে শারীরিক সম্পর্কে গিয়ে ঠেকেছে। পষরসধী সৃষ্টি হয়েছে পরিশেষে বোনের husband পরিচয়টা এনে। আমি বলছিনা যে, এরকম সম্পর্ক সমাজে ঘটছেনা। অবশ্যই অহরহ ঘটছে। সমাধান চাইলে সমস্যা জেনে সমাধানে আসতে হবে। মেয়েটির করনীয় কিছু অবশ্যই আছে, সেটা মেয়েকেই এগিয়ে আসতে হবে। তুমি কেন সমাধান চাইছো? সে মেয়েটির সাথে কি তোমার কলিগ সম্পর্কই না তুমি অন্য কেও? আর হ্যাঁ, মেয়েটি হিন্দু না মুসলিম এটার অবতারণা এ ধরণের সমস্যায় আনা খুব সমীচীন নয়। তুমি যদি সত্যি ঐ মেয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী হও তবে তাকে এ পাতায় সরাসরি লিখতে পরামর্শ দিতে পারো। তুমিও ভালো থাকবে।

৩. *আমার পছন্দের বিয়ে হয়, অনেক দিন সম্পর্ক করার পর। দুই পরিবারকে একমত করাতে অনেক সময় লেগেছিল। আমি চাকরি করছি ভাল একটা পদে। এখন শ্বশুরবাড়ির সবাই আমাকে বাচ্চা নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া শুরু করে এবং বাচ্চা হলে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে সেটাও বলেছে। আমার স্বামী অনেক সাপোর্ট করে আমাকে কিন্তু সেও মাঝে মাঝে বলে বাচ্চা হলে তখন কি হবে? আমি বুঝতে পারছিনা কিভাবে সবাইকে বোঝাব আমি বাচ্চা নেওয়ার পরও চাকরি করতে চাই। কোন সমাধান যদি পেতাম!*

উত্তর: পছন্দ, ভালবাসা, সম্পর্ক এবং এ সম্পর্কের পরিণতি বিয়েতে গড়িয়েছে। সবই ঠিক আছে। বিয়ের পূর্ণতা পায় সন্তানের আগমনে। তবে কখন তোমাদের দাম্পত্য জীবনে কি ঘটবে তা অবশ্যই দুজন মিলে পরামর্শ করে ঠিক করো। অবশ্যই বাচ্চা নেওয়ার একটা সময় আছে। মেয়েদের জন্য পঁয়ত্রিশের উর্ধে বাচ্চা ধারণ করা একটু ঝুঁকিপূর্ণ আবার ৪৫-৪৯ বছর বয়সের মধ্যে যখন তুমি মাসিক বিরতিতে চলে যাবে তখন বাচ্চা ধারণ করার ক্ষমতায় আর থাকে না। এটাও ঠিক ক্যারিয়ার সুসংহত করতে হলে প্রথম দিকেই বেশী দেয়া লাগে। এ দুটো মিলেই তমাকে সন্তান ধারণের সময় নির্ধারণ করতে হবে। সন্তান ধারণের উত্তম সময় হল early thirties or late twenties, তোমার উপযুক্ততা তোমাকে বেছে নিতে হবে আলোচনা করে। হ্যাঁ যেহেতু আমরা সামাজিক ও পারিবারিকভাবে চলি, কাজেই পরিবার বা সমাজের অনেকেই তাদের আগ্রহের কথা বলে ফেলে। এটাতে মন খারাপ না করে তুমি তোমার লক্ষ্য স্থির করো। আর বিয়ের পর চাকুরী তুমি অবশ্যই করতে পারবে। অনেকেই করছে। অধুনা অনেক সংগঠনই বাচ্চাদের জন্য day care center চালু করেছে, এরকম সংগঠন দেখে চাকুরী shift করতে পারো অথবা তোমার বর্তমান চাকুরীস্থলের কর্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারো এরকম সুবিধা দেয়ার জন্য বা গড়ে তোলার জন্য। অতিরিক্ত চিন্তা না করে দুজন মিলে plan করো, দেখবে সবকিছুর সমাধান আছে। আমাদের শুধু সেই সমাধান টা খুঁজে পেতে হবে। ভালো থাকবে। তোমার নতুন পরিকল্পনার জন্য অগ্রিম অভিনন্দন।

৪. *কিছুদিন আগে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমাকে ভালোবাসার কথা জানায়। কিন্তু সে জানে আমার একজনের সাথে ৬ বছরের সম্পর্ক এবং আমি তার সাথে অনেক সুখী। আমি আমার বন্ধুটিকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করছি, ভাল বন্ধু হওয়ায় সেও আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারছেনা। ছেলেটির কি করনীয়?*

উত্তর: এই প্রশ্নটিও এই আসরের ২য় প্রশ্নের মত। ছেলেটির করণীয় সম্পর্কে ছেলেটিকেই এগিয়ে আসতে হবে,অন্য কেউ চেষ্টা করলে তার সমাধান না ও হতে পারে। এখন আসি তোমার প্রশ্ন বিশে-ষনে, সেই সাথে তোমার কি করণীয় তা নিয়ে আলোকপাত করতে। তোমার তথাকথিত "বেষ্ট ফ্রেন্ড"-তোমার বর্ণণায় জানা যায় সে আসলে তোমার "ফ্রেন্ড" ই না, "বেষ্ট" তো দূরের কথা। তুমি বলছো- সে জানে তোমাদের ৬ বছরের সম্পর্কের কথা ও সুখী থাকার কথা।তারপর ও সে ভালোবাসার কথা জানায় এবং দূরে সরতে না পারার কথা ও জানায়। এটা যদি হয়,সে তো তোমার বন্ধু ই না। তারমধ্যে একধরনের হিংসা কাজ করছে তোমাকে নিয়ে এবং সেও তোমাকে পাওয়ার জন্য মরিয়া, এজন্যই তোমার আশে পাশে তার বিচরন। কেন যেন মনে হচ্ছে তোমার কাছ থেকে সে কিছুটা পাত্তাও পাচ্ছে বা তুমি তাকে প্রশ্রয় ও দিচ্ছো। মানুষ কে প্রয়োজনে যেমন কাছে টানতে হয়, ঠিক তেমনি প্রয়োজনেদূরে ঠেলে দিতেও পারতে হয়। তোমার জন্য করণীয় হলো এমন ফ্রেন্ড কে আর প্রশ্রয় না দিয়ে তার সাথে যোগাযোগ সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করা। তাতেই তুমি তোমার সুখ, তোমার পরিবারকে ধরে রাখতে পারবে। তবে এরকম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তার সাথে আরেকবার বসতে পারো, তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতে পারো এবং তোমার de-link করার সিদ্ধান্ত টাও জানিয়ে তারপর তার থেকে দূরে সরে আসতে পারো।আমার বিশ্বাস তোমার মঙ্গল হবে।

৫. *আমি কি বিয়ের পরও অন্য কোন সম্পর্ক রাখতে পারি? বিয়ের পর মানসিকভাবে কারো সাথে সম্পর্ক রাখলে সেটা কি পরকীয়া হয়? অবশ্যই শারীরিক সম্পর্ক নয়।*

উত্তর: তোমার প্রশ্ন করার ধরনই বলে দেয় তুমি পড়হভঁংবফ এবং কোন প্রশ্নই clear কিংবা complete নয়। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আসি। আমাদের সমাজ শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর (বিয়ের পর) নয়। এ সমাজে ও পরিবারে আরো অনেক মানুষ আছে, আছে নানা ধরণের সম্পর্ক, সে সম্পর্কটা থাকা খুবই প্রয়োজন। শুধু এটুকু পরিস্কার জানতে হবে কোন সম্পর্কে আমার ভূমিকা কি রকম। এটা পরিস্কার ও distinct থাকলে অন্য সম্পর্ক অবশ্যই রাখতেপারো। তবে এটা ঠিক - কোন parallel সম্পর্ক, বিশেষ করে বিয়ের ফলে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে, সে রকম সম্পর্ক রাখা সমীচিন নয়। দ্বিতীয় প্রশ্নে যদি আসি, তুমি দু'টি বিষয় এখানে বলেছো- এক: মানসিক সম্পর্ক এবং দুই: পরকীয়া। সরাসরি উত্তরে বলতে চাই - কোন সম্পর্কই টেকে না যদি তাতে মানসিক অনুভূতি না থাকে, কাজেই, সম্পর্কে মানসিক involvement থাকবেই। আর 'পরকীয়া'-র আভিধানিক অর্থ হলো পর (অপরের সাথে) কীয়া (ক্রিয়া কর্ম করা)। পর বলতে এখানে যার সাথে কোন আইনী বা সামাজিক সম্পর্ক নেই বোঝানো হয়েছে এবং ক্রিয়া কর্ম বলতে যৌনতা বা যৌনতা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীকে নির্দেশ করেছে। তুমি পরের অংশে বলেছ 'অবশ্যই শারীরিক সম্পর্ক নয়'। সে ক্ষেত্রে এ শব্দের প্রয়োগ এখানে আসে না। তোমার প্রশ্নের ধরনে পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। তোমার আরো বেশী জানতে হলে - প্রশ্নটা খোলামেলা করতে হবে, যাতে উত্তরদানকারী সঠিক উত্তরটি দিতে পারে। তোমার মধ্যে এরপরও প্রশ্ন থেকে গেলে, তুমি একজন প্রশিক্ষিত কাউন্সেলরের কাছে পরামর্শ নিতে পারো।

স্মরণ

গীতালি হাসান

কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ পিএসটিসি-র প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় চার বছর হতে চললো তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। রেখে গেছেন কিছু স্মৃতি, অনেক কাজ আর তাঁর আদর্শ। এবার আমরা তাঁকে স্মরণ করতে চাই তাঁর কাজ (লেখা) গুলোকে মূল্যায়ণের মাধ্যমে। আমরা জানি তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত, মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক, নৌ কমান্ডার ও এনজিও কর্মী। তা ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন লেখক। তাঁর সাহিত্যিক সত্ত্বার কথা হয়তো অনেকেরই তেমন ভাবে জানা নেই। তাঁর লেখা উলে-খযোগ্য গ্রন্থ হলো : আগরতলা মামলা ও আমার নাবিক জীবন, আমার ছেলেবেলা ও ছাত্র রাজনীতি, বন থেকে বন্দর, যুগসন্ধির সুরধ্বণি ও মুক্তিান। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস "কর্বট কন্যা" ও "মাতঙ্গীদেবী উপাখ্যান" লিখে তিনি হয়েছেন সবচেয়ে বেশী আলোচিত ও প্রসংসিত। এ পর্যায়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস "কর্বট কন্যা" সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের আলোচনার কিছু অংশ সন্নিবেশিত হলো।

বিমলেন্দু ভট্টাচার্য
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

শ্রদ্ধেয় আবদুর রউফ লিখিত "কর্বট কন্যা" আমার হাতে আসার পর আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে বইটি পড়েছি। বিস্ময়ের কারণ, প্রথমতো 'বিষয়টি নির্বাচন'। তিনি আলেকপাত করেছেন এমন একটি বিস্মৃত অধ্যায়ের ওপর যার আশ্চর্যজনক মিল আজকের সমাজব্যবস্থা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। দ্বিতীয়ত, কর্বট কন্যা বর্তমান সমাজের ভবিষ্যৎ-সচেতনতার ইঙ্গিতবাহী।

পটভূমি হিসেবে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বর্তমান বাংলাদেশের (অবিচ্ছিন্ন বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চল) অসম-সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র মেঘনার মিলিত অববাহিকায়, ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বদিকে প্রায় পাঁচ পুরুষ ধরে এই জনপদ গড়ে উঠেছে। এখানেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ইত্যাদি অনার্য-আর্য সম্প্রদায় ব্রহ্মপুত্রের শাখা কয়রা নদীতটের উত্তরে ও দক্ষিণে সম্মিলিতভাবে বসবাস করত। পেশায় এরা প্রধানত কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, হালচাষী, শ্রমজীবী ও বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থেকে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিত। বলা বাহুল্য, শ্রদ্ধাভাজন রউফের লেখা পুস্তকটি আমাকে কেবল মুগ্ধই করেনি, বরং চিন্তার খোরাক যুগয়েছে। সর্বোপরি তাঁর ইতিহাসভিত্তিক রচনা পাঠকের অবিমিশ্র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা দাবী করে। কারণ ইতিহাসকে বাদ দিয়ে ভূগোলের স্থান পরিপূর্ণতা লাভ করে না। এই সময়োপযোগী রচনা ইতিহাসপ্রেমী পাঠকের অবশ্য-পাঠ্য বলে বিবেচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

তপন বাগচী
লেখক

এই বঙ্গে কুমার গুপ্তের রাজত্বকালের শেষ সময়ে অর্থাৎ ৪৫০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী কয়েক বছরের ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে প্রাচীন ইতিহাসের পাঠক খুব জরুরি হয়ে ওঠে। সে সময়ে সম্ভার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল মধুপুর, ভাওয়াল, শিবপুর, পলাশতলী, পঞ্চবটী ও ঢাকা। সম্ভারই এখন সাভার বিবর্তিত। এই অঞ্চলের বৌদ্ধধর্ম প্রসারের পাশাপাশি তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির প্রসার হতে চলছিল। সেই সময়ে ধর্ম ও সংস্কৃতির সীমানা পেরিয়ে জীবনসংগ্রাম ও প্রতিশীলতার প্রতীকে পরিণত হয়ে ওঠে কর্বট কন্যা মায়াবতী। এই সময়ে মায়াবতী ও তাঁর প্রেমকাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছে আবদুর রউফের উপন্যাস "কর্বট কন্যা"। তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন কুমার গুপ্তের কালের এই জনপদের অধুনালুপ্ত এক জনজাতিগোষ্ঠী "কর্বট"দের সংস্কৃতি নিয়ে।

উপন্যাসের পাই অরক্ষণীয়া হয়ে ওঠা, শাস্ত্রজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে ওঠা কর্বট কন্যার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত সন্ন্যাসরত উদয়মানের প্রেম ও পরে কোচবংশজাত অর্কদাসের সঙ্গে মায়াবতীর বিবাহ। সেই যুগে নারীর প্রতি কতটা যে নির্যাতন ও বৈষম্য প্রচলিত ছিল, তা এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। ১৫ বছর বয়স পেরোনোর আগে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। এই উপন্যাসে আমরা তৎকালীন ইতিহাস পাই, ভূগোল পাই, সমাজ পাই, সংস্কৃতি পাই। এমনকি তৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থার কথাও জানা যায় উপন্যাসের কাহিনীর অবয়বে।

লেখক:
নাট্যকার, চিত্র পরিচালক ও সাহিত্যিক
ই-মেইল:
gitalihasan@gmail.com

"স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন" প্রকল্প

পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, কিশোর-কিশোরীর উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতয়ন নিয়ে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় এবং কাদুরী চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ''স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন'' নামক একটি প্রকল্প ২০১৬ সালের মার্চ মাস হতে চনপাড়া পূণর্বাসন কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ এ আরাম্ভ করে। চনপাড়া পূণর্বাসন কেন্দ্রটি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার কায়েতপাড়া ইউনিয়নের শীতলক্ষ্যা নদীর কূল ঘেষে অবস্থিত। প্রায় ৯৬ একর জায়গার উপর এই পূণর্বাসন কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ৪৫০০০ (২০১৬ সাল অনুযায়ী)। মোট ৯ টি ব্লকে পূণর্বাসন কেন্দ্রটি বিভক্ত। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর উদ্যোগে চনপাড়া পূণর্বাসন কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এখানে বিবিধ সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান। বিভিন্ন বেসরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন কাজ করলেও এলাকার আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার হার বেশী হওয়ায় স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, ময়লা-আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যাভ্যাস, কিশোর-কিশোরীর বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পারিবারিক নির্যাতন, মাদকদ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি সমস্যাগুলো থেকেই গেছে।

চনপাড়ার এই সকল সমস্যা সমাধান করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এই প্রকল্পটি কাজ করে আসছে। প্রকল্পের মেয়াদ ছিল **৩০ মাস (আরম্ভের তারিখ : ১ মার্চ ২০১৬, সমাপ্তির তারিখ: ৩১ আগষ্ট ২০১৮)**। পিএসটিসি এলাকার স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সিবিও কমিটি গঠন করে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ, এলাকাবাসীর সহযোগিতায় এলাকার চিহ্নিত সমস্যাগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধানকল্পে পিএসটিসি উদ্যোগ গ্রহণ করে ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ৩টি সাব-মার্জিবল পাম্প স্থাপনের ফলে ১,২ ও ৪ নং ব্লকের প্রায় ২৪৪০জন উপকারভোগী নিরাপদ পানি গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। ৩, ৫, ৬ নং ব্লকে ৬টি ৩ কক্ষ বিশিষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করার ফলে ২১২৬ জন নারী, পুরষ, কিশোরী এবং শিশু পায়খানা ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে। ২,৩ এবং ৫ নং ব্লকের ২৫১৮ ফিট ড্রেন স্থাপনের ফলে ৫৩৭০ জন উপকারভোগী পয়ঃনিষ্কাশন এবং ড্রেনেজ সুবিধা পেয়েছে। ৪টি ভ্যান, ট্রলি ও অন্যান্য সরঞ্জাম ১,৪,৫ ও ৬ নং ব্লকের সিবিওকে প্রদান করার ফলে ৪২০০ পরিবার ময়লা-আবর্জনা ব্যবস্থাপনার আওতায় এসেছে। রিফ্লেক্ট সার্কেল এর সেশনের মাধ্যমে, সিবিও সভায়, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা, বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৫৬৮২ নর-নারী এবং কিশোর কিশোরীদেও সচেতন করা হয়। নারী ও কিশোরীদের শিক্ষা, সচেতনতা আর আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠার জন্য চনপাড়ার বিভিন্ন ব্লকে ২০টি রিফ্লেক্টে সার্কেল গঠন করার মাধ্যমে জেন্ডার, প্রজনন স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৭৫০ জন নারী, পুরুষ, কিশোর ও কিশোরীকে সচেতন করা হয়। আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এর আওতায় মোট ৩০২ নারী ও কিশোরী টেইলরিং, হাত ব্যাগ তৈরী, ফটোগ্রাফী, মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেক্ট্রিক ওয়ারিং, কনফেকশনারী, কম্পিউটার ও বিউটিফিকেশনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এসব প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনার জন্য ১৫২ জন নারীকে "ব্যবসা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা" বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের লক্ষ্য:

সম্প্রসারিত পূর্ণ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ও দারিদ্র দূর করতে চনপাড়া এলাকার স্বাস্থ্য, পরিবেশগত স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য অভ্যাস ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করতে জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি, এ্যাডভোকেসি ও আচরণগত পরিবর্তন করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, ড্রেনেজ, ময়লা-আবর্জনা ও স্বাস্থ্য অভ্যাস ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে পরিবেশগত স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা।

২. চনপাড়া এলাকায় সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে আনা।

প্রকল্পের কার্যক্রম এর সার-সংক্ষেপ:

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পের কার্যক্রমকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পরিবেশগত স্বাস্থ্যের উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় সাব-মার্জিবল পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে **বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে ল্যাট্রিন স্থাপন, ড্রেনেজ স্থাপন ও** ময়লা আবর্জনা ব্যবস্থাপনা করা। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে রিফ্লেক্ট সার্কেল পরিচালনা করা ও সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করা, কিশোর-কিশোরীদের সংগঠিত করতে ক্লাব গঠন, নারী উদ্যোক্তা তৈরী করা, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, অধিকার ও সুবিধা নিশ্চিত করণে সিবিও গঠন, নিয়মিত সভা করা ও প্রকল্প কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ত করা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ইউনিয়ন কমিটি করা ও এ্যাডভোকেসী করা।

নগরাঞ্চলের দুর্যোগ সহনশীলতা প্রকল্প

ওৎ পেতে আছে ভূমিকম্প। যে কোন সময় ভয়াল থাবায় নিঃস্ব হবে ঢাকাবাসী। কি হতে পারে? কতটুকু ক্ষতি হতে পারে তার সর্ম্পকে আমাদের কোন ধারণায় নেই।

২০০৯ সালে ইউএনডিপি কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় বলা হয়েছে ঢাকার অদূরে টাঙ্গাইলের মধুপুর ফল্টে ৭.৫ মাত্রায় ভূমিকম্পে ঢাকা শহরের ১.৫ লাখের ও বেশী বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সত্যিকার অর্থে আমাদের কাছে নগরভিত্তিক কোন অভিজ্ঞতা নেই আসলে কেমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যদি ঢাকা শহরে ৭মাত্রার উপরে ভূমিকম্প হয়। বুয়েট অধ্যক্ষ জনাব মেহেদি হাসান আনসারী জানান বাংলাদেশ ১৮৯৭ সালের মত একটি ভূমিকম্পের জন্য অপেক্ষা করছে রিখটার স্কেলে যার মাত্রা হবে ৮। আমরা সবাই ব্যস্ত। এই ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের প্রস্তুতি চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য।

- ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রয়েছে অনেক পুরাতন ভবন ও সরু সড়ক।
- বেশিরভাগ নতুন বহুতল ভবনগুলোও সঠিকভাবে ভূমিকম্প সহনশীল করে নির্মাণ করা হয়নি।
- নানা রকমের ঝুঁকিসহ বিপদাপন্ন পরিস্থিতিতে বসবাস করছে বেশিরভাগ মানুষ।
- ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি নিরুপণ, পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং উক্ত ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নে কোন বরাদ্দ না থাকার পাশাপশি জনসাধারন পর্যায়ে দুর্যোগ সচেতনতার অভাব রয়েছে।
- এলাকাসমূহের স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভূমিকম্প সচেতনতায় তেমন কোন পদক্ষেপ না থাকায় জনসাধারণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতির আশংকা অনেক বেশি।

সরকার প্রণীত বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা "স্লিপ" (School Level Improvement Plan 'SLIP') গাইডলাইন ও স্লিপ বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে ডিপিই এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ঠ সকলকে (টিইও,এটিইও, বিদ্যালয় শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্লিপ বাস্তবায়ন কমিটি) প্রশিক্ষণ/কর্মমালার মাধ্যমে অবহিত করা যাতে করে স্লিপ গ্রান্ট এর একটি অংশকে দুর্যোগ ঝুঁকি সহনশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকরী হয় এমন কাজে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নে পিএসটিসি'র পক্ষ হতে যারা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তারা হলেন প্রজেক্ট অফিসার জনাব নাজমুল কবির আল মাহমুদ, মনিটরিং অফিসার জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ, ফাইনান্স অফিসার ডলি আরা, মাঠ সহকর্মি শহিদুন নাহার লিমা, সূবর্ণা ভৌমিক, নাজমুল হক খান, মেহেদি হাসান এবং মোঃ হাবিব। ঢাকা শহরে বসবাসকারী সকলেই দুর্যোগ ঝুকিঁর মধ্যে আছে। একটি দুর্যোগ সহনশীল নগর নির্মাণে প্রয়োজন রয়েছে সমন্বিত উদ্যোগ, নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়। ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী তথা নারী, পুরুষ, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কার্যকর অংশগ্রহণ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম আরো টেকসই হতে পারে। এই প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান সমন্বয় প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর এবং কার্যকর করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যমান নীতিকাঠামোর আলোকে তাঁরা আরো অধিক দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবেন; যা নগরাঞ্চলের দুর্যোগ মোকাবেলা তথা দুর্যোগ সহনশীলতার সংস্কৃতি বিকাশে সহায়ক হবে এবং সার্বিকভাবে টেকসই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখবে।

পিএসটিসি কমপ্লেক্স, গাজীপুর

ঢাকা ময়মনসিংহ রোডের জয়দেবপুর চৌরাস্তা পেরিয়ে মাত্র ৯ কিলোমিটার সামনে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন মাস্টারবাড়ীস্থ, মির্জাপুর ইউনিয়ন সড়কের পাশে প্রায় ৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত পিএসটিসি কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সটি সাবেক কাউলতিয়া ইউনিয়ন ও বর্তমান ২২ নং ওয়ার্ড ১নং হোল্ডিং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাভূক্ত। এর চারদিকে ঘিরে রয়েছে সহস্র বছর আগে থেকে বেড়ে উঠা বৃক্ষের আখড়া। রয়েছে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক সহ বহু পিকনিকস্পট ও রিসোর্ট। বিগত ২০১৩ থেকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন শিল্প- কলকারখানা, গার্মেন্টস সহ অন্যান্য রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে বেড়েছে বহুমানুষের বসবাস। সে হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নেই বললেই চলে।

পিএসটিসি'র স্বপ্ন পুরুষ প্রয়াত কমান্ডার (অবঃ) আবদুর রউফ এখানকার জন মানুষের কথা ভেবে ১৯শে জুলাই ১৯৯৯ সালে পিএসটিসি কমপ্লেক্স এর ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেছিলেন অতঃপর ১৫ মে ২০০০ সালে প্রয়াত মহামান্য রাষ্ট্রপতি (এলজিইআরডি মন্ত্রী থাকাকালে) জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান পিএসটিসি স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক ভবন উদ্বোধন করেন যা অদ্যবদি অত্র এলাকার মানুষের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। পরবর্তীতে ২০১০ সালের দিকে পিএসটিসি কমপ্লেক্স এর দক্ষিন পার্শ্বে বিশাল পরিসরে আরো ১টি ভবন তৈরি করা হয়। যেখানে দেশী বিদেশী বিভিন্ন সংস্থাসমুহ অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশে সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার সুবিধা ভোগ করছে। ভবনটিতে প্রশস্থ করিডোর সহ নীচতলায় রয়েছে ৪ বেডের ৮টি রুম, ২য় তলায় ১৪টি ডাবল বেড এসিরুম ২টি ভিআইপি রুম সহ কনফারেন্স রুম, ৩য় তলায় ২০০ লোকের জন্য পার্টিশনসহ কনফারেন্স রুম। এছাড়া ২টি টিন সেড বিল্ডিং, ১টি বিশ্রাম সেড এ রয়েছে গ্রামের অবয়ব ও আভিজাত্যের ছায়া।

স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিকটি সুন্দর পরিবেশ, দক্ষ সেবাপ্রদানকারীকর্মী ও যুববান্ধব সেবার জন্য রয়েছে ব্যাপক সুনাম! এর রয়েছে বিশাল নেটওয়ার্ক মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩০টির বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৯টি কমিউনিটি ১০/১২ গার্মেন্টেস সহ পথশিশু, ফুটপাত বাসিন্দা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কল কারখানার শ্রমিক, ভাসমান যৌন কর্মী ও পরিবহণ শ্রমিক এর সুবিধাভোগী। কর্মরত কর্মীগণ পিএসটিসির মূলনীতি সমূহকে শ্রদ্ধা রেখে নিবেদিত রয়েছেন। বর্তমানে পিএসটিসি কমপ্লেক্সে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প সমুহের মধ্যে দাতা সংস্থা ন্যাদারল্যান্ডস এ্যামবেসীর অর্থায়নে Unite for Body Rights- UBR ও SANGJOG এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা রুটজারস এর সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে Hello I Am -HIA প্রকল্প। বর্তমানে ৩ টি প্রকল্প ও প্রশিক্ষন ভবনের আওতায় ২৭ জন কর্মকর্তা- কর্মচারী ও ৩৯ জন ভলান্টিয়ার/ অর্গানাইজার কাজ করছেন।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমুহের মাধ্যমে শিশু, কিশোর, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, বাল্য বিবাহ রোধ, যৌন হয়রানী, মাসিক স্বাস্থ্যসুরক্ষা ব্যবস্হাপনা, জন্মনিয়ন্ত্রন সহ বয়সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অন্যতম । মারাত্নক ব্যাধি এইচআইভি/এইডস এর ভয়াবহতা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা ও অন্যকে সচেতন করার অগ্রগামী হিসেবেও পিএসটিসি জেলা পর্যায় সহ সকল জনসাধারনের কাছে এক প্রিয় নাম ।

মাসিক স্বাস্থ্যসুরক্ষা বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে পিএসটিসি একটি কার্যকর যুবফোরাম গঠন করে এবং তাদের প্রশিক্ষন দিয়ে চালু রেখেছে হ্যান্ডমেইড স্যানিটারী ন্যাপকিন উৎপাদন। ফলে কমিউনিটির মেয়েরা স্বল্প মূল্যে গ্রহণ করতে পারছে এবং মাসিক সংক্রান্ত সংক্রমণ ব্যাধি আশাতীত ভাবে কমে গেছে।

১৯৭৮ সনে জন্ম নেওয়া পিএসটিসি আগামী ৪ঠা জুলাই ৪০ বছরে পা দিবে। এই গাজীপুরে সবুজ সমারোহে তার সৃষ্টির মাহাত্ম্য ছড়িছে ১৮ বছর ধরে!! আরো ছড়িয়ে যাক এর গৌরবময় কর্মপরিধি যুগ থেকে যুগান্তরে। আমরা পিএসটিসি পরিবারের সদস্য হতে পেরে আনন্দিত ও গৌরবান্বিত ।

এমআইএস এইচডি প্রকল্প

প্রকল্পের নাম: মার্কেটিং ইনোভেশনস ফর সাসটেইনেবল হেলথ ডেভেলপমেন্ট (এমআইএসএইচডি) প্রকল্প

বাজেট: টাকা ১৪৭,৮৭৭,২৮০/= (ইউএস ডলার ১,৮৪৮,৪৬৬)

দাতা প্রতিষ্ঠান: ইউএসএআইডি

প্রধান সহযোগী প্রতিষ্ঠান: সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী

প্রকল্পের সময়কাল: ০১ নভেম্বর ২০১৬ থেকে ৩১ জুলাই ২০২১

কর্ম এলাকা: ৫ জেলার (কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, নোয়াখালি ও লক্ষ্মীপুর) ১৬টি উপজেলার মোট ১৫৭টি ইউনিয়ন

লক্ষ্য:

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগনের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ও স্থায়িত্ব আনায়নে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সামগ্রী ও সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য:

- বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট জনগনের আচরণ পরিবর্তন ও গুণগত মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা সামগ্রীর চাহিদা তৈরী ও সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং এর স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করা;
- আচরন পরিবর্তনের লক্ষ্যে নতুন উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠির মাঝে স্বাস্থ্যগত আচরন পরিবর্তনের জন্য প্রচার, ক্ষতিকর স্বাস্থ্যগত অভ্যাস দূরীকরণ এবং সুঅভ্যাস এর অনুশীলন করা;
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা, প্রজননতন্ত্র ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, যক্ষ্মার সেবা প্রদান ও রেফারেল এবং দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা সেবার জন্য উন্নত রেফারেল ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় ফরমাল এবং নন-ফরমাল বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবীদের দক্ষতার উন্নয়ন;

প্রধান কার্যক্রম:

- কমিউনিটি সেলস এজেন্ট এর মাধ্যমে এসএমসি'র স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী প্রচার বিপণন ও কমিউনিটি পর্যায়ে পণ্য সামগ্রীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
- এ্যাডভোকেসী মিটিং এর মাধ্যমে কমিউনিটি এ্যাডভোকেট তৈরী করা;
- কিশোর-কিশোরী (১৩-১৯ বছর)-দের নিয়ে স্বাস্থ্য প্যাকেজ বিষয়ে স্কুল প্রোগ্রাম, Development Ambassador তৈরী, School Management Committee নিয়ে মিটিং ও School Focal Teacher নির্ধারণ, School Information Hub তৈরী এবং স্কুলে হেলথ-হাইজিন সেনিটেশন উন্নতকরণ;
- সক্ষম দম্পতিদের ও কেয়ারগিভার (শিশু ৫ বছর এর নীচে)-দের নিয়ে দলীয় সভা/আইপিসি;
- নব বিবাহিত দম্পতি ও ম্যারেজ রেজিষ্টারের সাথে আইপিসি/দলীয় সভা;
- ম্যাস মটিভেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা (পালাগান, মোবাইল ফিল্ম প্রোগ্রাম)।

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠিঃ

- সন্তান ধারনে সক্ষম বিবাহিত মহিলা;
- ৫ বছরের নীচের শিশুদের কেয়ারগিভার;
- সন্তান ধারনে সক্ষম মহিলাদের স্বামী;
- কিশোর-কিশোরী (১৩-১৯ বছর);
- নব বিবাহিত দম্পতি ও ম্যারেজ রেজিষ্টার;
- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিউনিটি এ্যাডভোকেট;
- কমিউনিটি সেল্‌স এজেন্ট (সিএসএ)।

প্রকল্পের কিছু অর্জন:

- ১০৬২৮৯ সক্ষম দম্পতি বিভিন্ন স্বাস্থ্য তথ্য দলীয় সভার মাধ্যমে অবহিত হয়েছে;
- ৪৬০৭৪ শিশু লালনপালনকারী বিভিন্ন স্বাস্থ্য তথ্য দলীয় সভার মাধ্যমে অবহিত হয়েছে;
- ১৬৪০৭ স্কুলগামী (কিশোরী ১২৫৮৯, কিশোর ৩৮১৮) বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক তথ্যাবলী স্কুল প্রোগ্রামের মাধ্যমে অবহিত হয়েছে;
- ১৬৭০জনকে রেফারেলের মাধ্যমে স্থায়ী ও দীর্গমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সেবা প্রদান করা হয়েছে;
- ১০টি স্কুল বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য তথ্য কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে;
- ৬৮১ নবদম্পতিকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যাবলী অবহিত করা হয়েছে;
- ১১২ ম্যারেজ রেজিস্টার বা কাজিকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য তথ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে;
- ২৩১৭জন গণ্যমান্য ও প্রভাশালী ব্যাক্তিবর্গ এডভোকেসি সভার মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন;
- ৬৪টি দিবস/সপ্তাহ উদযাপিত হয়েছে;
- জেলা পরিবার পরিকল্পনা মেলা ২০১৮'তে লক্ষ্মীপুর পিএসটিসি নতুনদিন ও মুন্সিগঞ্জ পিএসটিসি নতুনদিন স্ব স্ব মেলায় ২য় স্থান এবং কিশোরগঞ্জ পিএসটিসি নতুনদিন ৩য় স্থান অর্জন করেছে।

কমিউনিটি প্যারামেডিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (সিপিটিআই)

মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যু হার বাংলাদেশে এখনো অনেক বেশি। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে দক্ষ স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে দক্ষ প্যারামেডিকের খুব সংকট। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণে এবং দক্ষ কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের বিকাশে ২০০৯ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্সের একটি নীতিমালা অনুমোদন করে। এই নীতিমালার অধীনে ২০১২ সালে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কিউন্সিলের অনুমোদনে পিএসটিসিএর উদ্যোগে ২ বছর মেয়াদী 'কমিউনিটি প্যারামেডিক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (সিপিটিআই) চালু করে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল দক্ষ প্যারামেডিক তৈরি করা, যারা দরিদ্র এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সেবায় নিয়োজিত থাকবে এবং এই সেবার মাধ্যমেই বাংলাদেশের সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পিএসটিসি লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে।

উদ্দেশ্য: সরকারের স্বাস্থ্যসেবার প্রোগ্রাম, বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাগুলো নিশ্চিতকরণ এর জন্য দক্ষ কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবীদের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করা।

পিএসটিসি এর কমিউনিটি প্যারামেডিক ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট

সিপিটিআই কোর্সটি করানোর জন্য ঢাকায় রামপুরার আফতাব নগরে পিএসটিসি'র লাইব্রেরি, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণএবং আবাসিক সুবিধা'সহ সুসজ্জিত শ্রেণীকক্ষ আছে। একদলবিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য পেশাজীবী ইনিস্টিটিউটের সদস্য হিসেবে নিয়োজিত আছেন। মাধ্যমিক বা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা এই কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারবে।

সিপিটিআইএর ২ বছরের এই কোর্সে ৪টি সেমিস্টার এবং প্রতি বছর জুলাই মাস থেকে এই সেমিস্টার শুরু হয়। এই কোর্সের সর্বমোট খরচ চুরাশি হাজার টাকা, যা ৪ সেমিস্টারে ২৬০০০, ১৬০০০, ১৬০০০ এবং ২৬০০০ করে পরিশোধ করতে হয়।

কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্সের অধীনে শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত ১২টি ভাগে পড়ানো হয়ঃ

১. এনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি এবং মাইক্রোবায়লোজি;
২. যোগাযোগ এবং লিঙ্গভিত্তিক ব্যবহারের পরিবর্তন;
৩. প্রজনন স্বাস্থ্য ১ - নিরাপদ মাতৃত্ব, গর্ভকালীন সেবা, প্রসবকালীন স্বাস্থ্যসেবা, প্রসব পরবর্তী সেবা, ইওসি, মায়ের পুষ্টি এবং শিশুর যত্ন;
৪. প্রজনন স্বাস্থ্য ২ - পরিবার পরিকল্পনা, বিপদজ্জনক গর্ভপাতের ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা, এমআর;
৫. প্রজনন স্বাস্থ্য ৩ - আরটিআই/ এসটিআই, এইচআইভি/এইডস, বয়ঃসন্ধিকালের স্বাস্থ্যসেবা, বন্ধ্যাত্ব, স্ত্রী রোগ সম্পর্কিত স্বাস্থ্যসেবা;
৬. শিশুস্বাস্থ্য সেবা - এআরআই, ইপিআই, শিশুর বৃদ্ধি এবং পুষ্টি;
৭. সংক্রামক এবং বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ;
৮. সীমিত নিরাময় যত্ন;
৯. দক্ষতা ও চেকলিস্ট অর্জন;
১০. ধাত্রীবিদ্যা;
১১. আরবি ভাষাশিক্ষা; এবং
১২. ইংরেজি ভাষাশিক্ষা।

সার্টিফিকেটঃ সিপিটিআই কোর্স সফলভাবে সম্পূর্ণ করার পর বাংলাদেশ নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

এ পর্যন্ত ১০৫ জনশিক্ষার্থী এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্যঃ বাংলাদেশের সববয়সী মানুষের সুস্বাস্থ্য এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন কাজ করছে।

সিপিটিআই এর শিক্ষার্থীদের জন্য পিএসটিসিপ্রতিবছর স্পন্সরশীপের ব্যবস্থা করে থাকে। ওকউঅ এৎড়ঁঢ় ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করছে। ২০১৮-১৯ শিক্ষা বর্ষের জন্য শিক্ষার্থীরা জুলাই মাসের মধ্যে ভর্তি হবে এবং এই সেশনের ক্লাশ আরাম্ভ হবে।

সংযোগ প্রকল্প

বাংলাদেশের একটি প্রোগ্রাম সংযোগ, যা এইচআইভি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ তরুণ প্রজন্মের নিরাপদ যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার নিয়ে কাজ করে। ন্যাদারল্যান্ড দূতাবাসের সহযোগিতায় ও জনসংখ্যা সেবা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (পিএসটিসি) এবং জনসংখ্যা পরিষদ (পিসি) এর যৌথ উদ্যোগএই প্রোগ্রামটি। অগ্রগতির বিস্তারিত এই প্রতিবেদনে ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে সংযোগের কর্মকাণ্ডের বর্ণণা দেয়া হবে। এটি একটি দুই বছরের প্রকল্প যার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং কাজ চলবে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত। এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে বাংলাদেশের সাতটি জেলা: ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, যশোর, কুষ্টিয়া এবং দিনাজপুর।

এই প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্য হল বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ তরুণ প্রজন্মের যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বৃদ্ধি করা। এবং এটি বাস্তবায়ন করা হবে ১৫ থেকে ২৪ বছরবয়সী তরুণ প্রজন্মের নিরাপদ যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল পরিবহন শ্রমিক, ফুটপাতে বসবাসকারী/পথশিশু, ভাসমান নারী যৌনকর্মী এবং ছোট ব্যবসায় নিয়োজিত তরুণ প্রজন্ম এবং দিনমজুর।

প্রতিবেদনে বর্ণিত সময়ে প্রকল্পের প্রথম বছর ২০১৭ সালে সচেতনতা বৃদ্ধি আরযৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এবং এইচআইভি সেবার সন্ধানে ঝুঁকিপূর্ণ মূল তরুণ জনসংখ্যার ২৫২৯৬ জন বিভিন্নঅধিবেশনে অংশগ্রহণ করে। পরামর্শ সেবার মাধ্যমেসংযোগ ১৩১৭৮ জন তরুণকে স্বাস্থ্যসেবা দিয়েছে। তাছাড়া জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল অনুযায়ী১৬টি চিহ্নিত স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র থেকে ১৬৮ জন্য সেবাপ্রদানকারী সদস্যকেযৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এবং আরটিআই/এসটিআই এবং এইচআইভি/এইডস এর উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজের উপযোগী করা হয়।পরিবেশবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে সংযোগের কমিউনিটি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ ৫৫৩ জন এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে কাজ করছে।

সংযোগের লক্ষ্য হল অপরিহার্য যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা।প্রোগামটি বৃহৎতর যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার/এইচআইভি ভাইরাসে চিকিৎসায় বিপ্লব আনতে কাজ করছে। ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস সময়কালে কক্সবাজার জেলার সরকারি কর্তৃপক্ষের সুপারিশে সংযোগ এইচআইভি/এইডসের ঝুঁকিতে থাকার বিষয়টি বিবেচনায় বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদেরযৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার নিয়ে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।এই প্রতিবেদন লেখার সময় ১৩৫২৬ জন শরণার্থী রোহিঙ্গাকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। তাদের মধ্যে একজন এইচআইভি পজিটিভ রোগীসহ ৫৭০১ জন পুরুষ এবং ৭৮২৫ জন নারী শরণার্থী রয়েছে।

এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত রোগী এখনো অবমাননার শিকার হয়, যা সুচিকিৎসার পথে প্রতিবন্ধক

১৯ এবং ২১ বছর বয়সী দুই ভাই রাশেদ ও রুবেল (ছদ্মনাম) একটি ওয়ার্কশপে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। তাদের বাবা বিদেশে অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। অসুস্থতার কারণে ৭ বছর আগে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তখন থেকে তারা তাদের বাবার চিকিৎসার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাদের বাবা বিদেশে থাকতেই নিজের এইচআইভি পজিটিভ অবস্থার কথা জানতে পারেন এবং একারণেই তাকে দেশে ফিরে আসতে হয়। তিনি তার অবস্থার কথা আত্মীয়-স্বজনদের জানাতে চান, কিন্তু তার পুরো পরিবারের সহযোগিতা থাকার পরও তিনি অবমাননার শিকার হন। এইচআইভি/এইডস নিয়ে সমবয়সীদের একটি আলোচনামূলক শিক্ষা অধিবেশনে রাশেদ এবং রুবেল তাদের দুর্দশার কথা আলোচনা করে, বিশেষ করে চিকিৎসা সহায়তার কথা জানতে চায়। সংযোগ পরিদর্শকের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে তারা মেডিকেল কলেজের বহির্বিভাগ থেকে চিকিৎসা নেয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভলান্টিয়ার কাউন্সিলিং এন্ড টেস্টিং সেন্টারে যেতে পারে নি। আরো আলোচনার পর জানা গেলো, তাদের বাবা ভয়ে ও সংকোচে বহির্বিভাগে নিজের অবস্থার কথা খুলে বলতে পারেন নি। সেসময় তাদের বাবা শয্যাশায়ী ছিলেন। সমবয়সী শিক্ষকের পরামর্শমত ঠিকানা নিয়ে তারা ভলান্টিয়ার কাউন্সিলিং এন্ড টেস্টিং সেন্টারে যায়। সেখানে তারা জানতে পারে, তাদের মা ছাড়া পরিবারের আর কারো এইচআইভি ভাইরাসের সংক্রমণ নেই। এন্টি-রিট্রোভাইরাল থ্যারাপি না নেয়ার ফলে দুর্ভাগ্যবশত তাদের বাবা এক মাসের মধ্যেই মারা যান। এখন তাদের মা এন্টি-রিট্রোভাইরাল থ্যারাপি নিয়ে সুস্থ্য আছেন।

অ্যাডভান্সিং ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ (এইউএইচসি) প্রকল্প

পিএসটিসি একটি অলাভজনক বেসরকারি সংস্থা। এটি বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করছে। বর্তমানে পিএসটিসি'র সব কর্মকান্ড ৫টি প্রধান ভাগে বিভক্ত, যার একটি হল জনসংখ্যার স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি। ইউএসএআইডি'এর অর্থায়নে জনসংখ্যার স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির অধীনে গ্রাহকদের সরাসরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে পিএসটিসি'র অন্যতম প্রধান এবং অগ্রগামী বিভাগ হল অ্যাডভান্সিং ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ (এইউএইচসি) প্রকল্প।

পিএসটিসি এইউএইচসি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ১৩টি নির্ধারিত ওয়ার্ডে এবং ঢাকার বাইরের ৬টি ওয়ার্ডে ৩৪৬ট স্যাটেলাইট স্পটে এবং ১৬৮টি কনটেন্ট নিরাপত্তা নীতিমালার অধীনে ২৪টি (৫টি আল্ট্রা এবং ১৯টি ভাইটাল) স্ট্যাটিক ক্লিনিকের (১৪টি ঢাকার ভিতরে এবং ১০টি ঢাকার বাহিরে) মাধ্যমে আনুমানিক ১৮৩২৮৫৩ জনকে ইএসপি সেবা সরবরাহ করছে।

স্টেটিক এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে কমিউনিটিতে এই সেবা প্রদান করা হয়। এই বিভাগের অধীনে স্বাস্থ্য শিক্ষা, প্রণোদনা, কমিউনিটিতে গ্রুপ মিটিং, আচরণগত পরিবর্তনে যোগাযোগ, পরবর্তী পরিস্থিতির খোঁজ-খবর রাখা, সমর্থন সভা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়।

ইএসডি সেবার অন্তর্ভূক্ত সেবাসমূহ হলঃ শিশু স্বাস্থ্য, মাতৃস্বাস্থ্য, নিরাপদ জন্মদান, পরিবার পরিকল্পনা, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, সীমিত নিরাময় যত্ন, আল্ট্রাসনোগ্রাফিসহ ল্যাব সেবা, ফার্মেসি এবং অ্যাম্বুল্যান্স সেবা প্রদান।

লক্ষ্য: ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহায়তায় অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে পিএসটিসি এইউএইচসি কাজ করছে।

উদ্দেশ্য: পিএসটিসি এইউএইচসি তার লক্ষ্য হল প্রস্তাবিত সময়ের মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষ্যগুলো পূরণ করা:

- দাতা সংস্থার নির্দেশনা এবং পরামর্শ অনুযায়ী চলমান গুণগত মান এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বজায় রেখে স্ট্যাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং সিএসস্থির মাধ্যমে ইএসপি সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা।
- ক্লিনিকের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে, বিশেষ করে দরিদ্র ও অতি দরিদ্রদের অন্তর্ভূক্ত করে ইএসপি সেবার চলমান পরিধিকে বিস্তৃত করা।
- ক্লিনিক এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ইএসপি সেবার গুণগত মান উন্নয়ন করা।
- ইএসপি সেবার ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
- প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্লিনিক এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম ঠিক রাখার জন্য সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য অংশীদারদের সমন্বয়ে প্রকল্পের সক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ইএসপি সেবা সরবরাহকারী হিসেবে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালার অধীনে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকার বিস্তার করা।

কাজের ক্ষেত্র: ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ১৩টি ওয়ার্ড এবং শহরতলী বাড্ডা এবং ঢাকার নিকটবর্তী ৬টি উপজেলা (ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, ব্রাহ্মানবাড়িয়া, নারায়াঙ্গঞ্জের সদর উপজেলার অধীনে সিদ্ধিরগঞ্জ এবং মাধবধী) এবং নরসিংদী জেলার অধীনে ৩টি উপজেলা (বেলাবো, মনোহরদী এবং রায়পুরা)।

প্রকল্পের সময়কাল:

প্রথম ধাপ: আগস্ট ১৯৯৭ থেকে জুন ২০০২ (ইউএফএইচপি/ইউএসএআইডি)
দ্বিতীয় ধাপ: জুলাই ২০০২ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৭ (এনএসডিপি/ইউএসএআইডি)
তৃতীয় ধাপ: অক্টোবর ২০০৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ (এসএসএফপি/ইউএসএআইডি)
চতুর্থ ধাপ: জানুয়ারী ২০১৩ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৪ (এনএইচএসডিপি/ইউএসএআইডি)
পঞ্চম ধাপ: অক্টোবর ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ (এনএইচএসডিপি/ইউএসএআইডি-ডিএফইডি)
ষষ্ঠ ধাপ: জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুলাই ২০১৮ (এইউএইচসি/ইউএসএআইডি)

পিএসটিসি এইউএইচসি'র কাজ (জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭):

মোট গ্রাহকের সংখ্যা	৬৮৬৪৮৪
পুর"ষ	১২৫২৫৭
নারী	৩৭৫৭৭১
শিশু	১৮৫৪৫৬
মোট কাজের পরিচিতি	১২২৯০৮০
মোট শিশু স্বাস্থ্য সেবা	২৯৩৩১৫
মোট মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা	২২৫৯৯১
মোট পরিবার পরিকল্পনা	৪৭০৩০৬
অন্যান্য সেবা	১৩৭৭৯৩
এএনসি	৬১৬৮০
পিএনসি	১৬৩৪৯
এনভিডি (প্রতিষ্ঠানিক)	১৩৭৮
সি/এস	৬০৫
ইউএসজি	৭১১৭
বিসিসি (হাজিরা)	৪১২৯৫
বিসিসি (অব সেশান্স)	২৮৩৯
খরচ পুণর"দ্ধার	৬১%

"ক্রিয়েটিং স্পেসেস" প্রকল্প

ফরিদপুর, ঢাকা

এক নজরে সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প

অক্সফেম জিবি'র সহযোগিতায় এবং গোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা'র অর্থায়নে ফরিদপুর জেলার তিনটি উপজেলায় নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিকরণ (ক্রিয়েটিং স্পেসেস) প্রকল্প বাস্তবায়নে পিএসটিসি কাজ করছে। পিসিটিসি-এর এই প্রকল্প নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, জোড়পূর্বকবিবাহও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি, নির্যাতনের শিকার নারীদের ক্ষমতায়ন, যুবসমাজকে কাজে নিয়োগ, ধর্মীয় এবং সামাজিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি, কাজের সুযোগসৃষ্টি এবং জ্ঞান বৃদ্ধিতেকাজ করছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে পিএসটিসি ১৭৯৯ জন নির্যাতিত নারী ও বাল্যবিবাহের শিকার শিশুকে সরাসরি সাহায্য করবে। এবং ২০২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, মধুখালী এবং সদর উপজেলার ৭১৬৫২ জন লোকের কাছে সেবা পৌঁছাবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন এবং জোড়পূর্বক ও বাল্যবিবাহের ব্যাপকতা কমানো।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- নারী নেতৃত্বেরঅগ্রযাত্রায়, নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক নেতাদের এবংসাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।
- নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহের শিকার নারী ও শিশুদের কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক কাজে অন্তর্ভূক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি।
- সবচেয়ে ভাল এবং সম্ভাবনাময় কার্যক্রমসমূহের অনুশীলনসহ অভিনব শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে জীবনসঙ্গীর কাছে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা।

কার্যক্রমের ফলাফল

১: ইতিবাচক লিঙ্গভিত্তিক নিয়মকানুনের প্রচারে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভূক্তকরণ ১.১: নারী নেতৃত্বের অগ্রযাত্রায়, নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক নেতাদের এবং সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে।

১.২:নারী নির্যাতন এবং জোড়পূর্বক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধেআইন, নীতিমালা ও জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য নারী, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক নেতাদেরজ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং অধিকার আদায়ে সক্রিয় হবে।

ফলাফল ২: নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহযোগিতা

২.১:নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহের শিকার নারী ও শিশুদের কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক কাজে অন্তর্ভূক্ত করার সুযোগ সৃষ্টিহবে।

২.২: নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং বিচার পেতে সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হবে।

ফলাফল ৩: পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার জন্য প্রতিষ্ঠান ও সহযোগীদের জ্ঞান ও দক্ষতা তৈরী

৩.১:সবচেয়ে ভাল এবং সম্ভাবনাময় কার্যক্রমসমূহেরঅনুশীলন করা, আধুনিক ওবিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষতারউন্নয়ন করা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে জীবনসঙ্গীর কাছে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার পরিবেশ তৈরী হবে।

হ্যালো আই এম (হিয়া)

বাল্যবিয়ে রোধ

বাল্যবিয়েতে তার উচ্চ হারের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ব মনোযোগ কেড়েছে। এখানে, বাল্যবিবাহকে যে কোনও ১৮ বছর বয়সী মেয়েদের জন্য এবং ২১ বছর ছেলেদের জন্য আনুষ্ঠানিক বিবাহ বা অনানুষ্ঠানিক ঐক্য হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস) ২০১৪ অনুযায়ী, বর্তমানে বাল্যবিবাহের হার (২০-২৪ বছরের মধ্যে বয়সী নারীদের মধ্যে) কমে ৫৮.৬ শতাংশে নেমেছে যা ১৯৯৩ সালে ছিল ৭৩.৩ শতাংশ। মাল্টিপেল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (এমআইসিএস) তথ্য অনুযায়ীও বাল্যবিয়ের হিয়া কমেছে। এমআইসিসির ২০১২-২০১৩ অনুযায়ী দেখানো হয়েছে যে ৫২.৩ শতাংশ নারী (বর্তমানে ২০-২৪ বছর বয়সী) ১৮ বছর আগে বিয়ে হয়েছে। যা ২০০৬ সালে ছিল ৬৪.১ শতাংশ (বিবিএস, ২০১৪)। এ থেকে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বাল্যবিবাহের একটি অনিবার্য পরিণতি হিসাবে, মেয়েদের শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে এবং গর্ভবতী হয়। এই বাল্যবিবাহ শিক্ষা এবং কিশোর গর্ভাবস্থা থেকে বিরত থাকা মেয়েদের অধিকার লঙ্ঘন করে, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জীবনের হুমকিজনক। বাল্যবিবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক দুররঅবস্থা, উচ্চ উর্বরতা এবং দারিদ্র্যের চক্র কাটিয়ে ও দারিদ্র্যের বেড়াজালে পুনর্বহাল।

বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেশ কয়েকটি সংস্থা বাংলাদেশে উচ্চতর বাল্যবিবাহের এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য কাজ করছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, পিএসটিসি 'হ্যালো আই এম' প্রকল্পের মূল বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে অন্যান্য দুটি প্রয়োগকারী অংশীদার প্রতিষ্ঠান, ডিএসকে এবং আরএইচ স্টেপের সাথে কাজ করছে। নেদারল্যান্ডস এর আইকিয়া ফাউন্ডেশন এর কারিগরি সহায়তায় এবং রুটগারস এর সহযোগিতায় হিয়এ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

'হ্যালো,আই এম প্রোগ্রাম একটি মাল্টি-কম্পোনেন্ট পদ্ধতির মধ্যে নিম্নলিখিত কৌশল অন্তর্ভুক্ত:

- এডুটেনমেন্ট: পিতা-মাতা ও তরুণদের জন্য জাতীয় টিভি এবং রেডিও অনুষ্ঠানগুলি বিকল্প আচরণ, মনোভাব বা বিশ্বাসের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য। পিতামাতা এবং অল্পবয়সী ব্যক্তিদেরকে অবহিত এবং সমর্থন করার জন্য নিয়ন্ত্রিত আন্তঃব্যবহারমূলক সংলাপ ও হেল্প প্যানগুলির মাধ্যমে উন্নত করা হবে;

- যৌথ যুব অংশীদারিত্ব, একটি সমেত, অধিকারভিত্তিক পদ্ধতির অংশ হিসাবে: এটি নিশ্চিত করার জন্য যে যুবক-যুবতীদের মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং তরুণদের অধিকার সম্পর্কিত বক্তব্য, এবং সেই উদ্যোগগুলি (সহ) তরুণ নেতাদের নেতৃত্বে, সহায়তাকারী এবং পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করা;

- সামাজিক নীতিমালা পরিবর্তন, ঐতিহ্যগত ও ধর্মীয় নেতাদের অংশগ্রহণ, সচেতনতা বাড়ানো এবং নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে স্থানীয় সমর্থন।

প্রোগ্রাম একটি ইতিবাচক অভিগমন পদ্ধতি দ্বারা বাস্তবায়ন করা হবে, যা ইতিবাচক আচরণ এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক সমসাময়িক মডেলিং সম্পর্কে বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে সমাধান করার উপর জোর দেয়।

দৃষ্টি এবং ফলাফল

'হ্যালো, আইএম' একটি সহায়ক সামাজিক পরিবেশের আয়োজনের মাধ্যমে কিশোর বালক-বালিকাকে তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার ভোগ করতে সাহায্য করে, যা সকল প্রকার বাল্য বিয়ে থেকে মুক্ত। দীর্ঘমেয়াদে, ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে হবে না, প্রথম গর্ভধারণ বিলম্বিত হবে এবং আরও কিশোরী মেয়েরা স্কুলে থাকবে।

টার্গেট গ্রুপ এবং স্বত্বভোগীরা

এই প্রোগ্রামটি তরুণদের এবং তাদের সামাজিক পরিবেশের সাথে কাজ করবে, যাদের মধ্যে বাবা-মা, সম্প্রদায়ের সদস্য এবং ধর্মীয় ও সম্প্রদায়ের নেতারাও রয়েছে।

হিয়া'র কর্ম এলাকা:

পিএসটিসি , আরএইচ ধাপ এবং ডিএসকে মাধ্যমে 'হিয়া' ৬ টি উপজেলায় কাজ করছে,:

পিএসটিসি: গাজীপুর এবং চটগ্রাম সদর
ডিএসকে: নেত্রকোনা'র দুর্গাপুর এবং মধ্যনগর
আরএইচ পদক্ষেপ: ঢাকা'র সাভার ও ময়মনসিংহ সদর

ইউনাইট ফর বডি রাইটস (ইউবিআর)-২

নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের অর্থায়নে সিমাভি এবং রুটগার্স এর সহযোগিতায় পিএসটিসি গাজীপুর ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ইউআরবি প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে।ইউআরবি প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের কাজ ২০১৬ সালে একই এলাকায় শুরু হয় এবং ৬৮টি স্কুল, মাদ্রাসা এবং স্থানীয় কমিউনিটির ৫৬,১৭৩ জন শিক্ষার্থী এবং কিশোর-কিশোরীর সংস্পর্শে আসে। যুব বন্ধুত্বপূর্ণ ক্লিনিক প্রকল্পের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী এবং যুব সমাজের উপর গুরুত্বারুপ করে ১২৬৩৩২ জনকে যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের লক্ষ্য হল ১২টি উপজেলার গ্রামে বা আধা-শহরে বসবাসকারী সব বয়সের, লিঙ্গের এবং সব সামাজিক অবস্থানের যুব জনগোষ্ঠী তাদের যৌন অধিকার সম্পর্কে জানবে। তারা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিবে এবং একটি সহযোগিতাপূর্ণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে বন্ধুত্বপূর্ণ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের ব্যাপারে সচেতনতার মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের জ্ঞান বাড়ানো।এর উদ্দেশ্য হল জেনে এবং বুঝে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়া।যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সেবার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করা।

বন্ধুত্বপূর্ণ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সেবার মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদি যুব ও পারিবারিক সেবা এবং সম্পূর্ণ যৌন শিক্ষা বৃদ্ধি করা। এসব কর্মকান্ডের মাধ্যমের সরকারের উন্নয়ন নীতিমালা এবং প্রোগ্রামে সাহায্য করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

ইউবিআর প্রকল্প ৪টি ফলাফলের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ ফলাফল ১: ১২টি উপজেলার গ্রাম এবং আধা-শহরে বসবাসকারী ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী যুবগোষ্ঠী যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারের উপর জ্ঞানার্জন করছে।

ফলাফল ২: ১২টি উপজেলার গ্রাম এবং আধা-শহরে বসবাসকারী ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী যুবগোষ্ঠী জাতীয় মানের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে।

ফলাফল ৩: একটি ক্রম বিকাশমান যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, যা ১২ উপজেলায় দীর্ঘমেয়াদি যুব ও পারিবারিক সেবা এবং সম্পূর্ণ যৌন শিক্ষা গ্রহণেরসুযোগ সৃষ্টি করেছে।

ফলাফল ৪: যুব বন্ধুত্বপূর্ণ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারসহ সরকারের নীতিমালা এবং প্রোগ্রামের উন্নয়নে অবদান রাখছে।

ইউবিআর প্রকল্পের কর্মকৌশলগুলো হলঃ স্কুলের ভিতর এবং বাহিরে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা, ইউবিআর এর মাধ্যমে মানসম্মত যুব-বন্ধুত্বপূর্ণ যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতীয় ক্লিনিকগুলোর মান বজায় রাখা, অংশীদারদের মধ্যে সচতনতা বৃদ্ধি করা যেন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সেবায় তারা অবদান রাখতে পারেন, যুব ফোরাম ও যুব সেন্টার কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবসমাজের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ইউবিআর প্রকল্পের প্রধান কাজগুলো হল: শিক্ষকরা যেন স্কুলে যৌন শিক্ষা স্বতঃস্ফুর্তভাবে পড়াতে পারে তার প্রশিক্ষণ প্রদান, যৌন শিক্ষার প্রচারে যুব আয়োজকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ইউবিআর ক্লিনিকের মাধ্যমে যুব-বন্ধুত্বপূর্ণ যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, যুব-বন্ধুত্বপূর্ণ সেবা প্রদানে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, স্থানীয় উদ্যোক্তা নারীদের ক্ষুদে বার্তা পাঠানো এবং বন্ধুত্বপূর্ণ বিক্রয় কৌশলে প্রশিক্ষণ প্রদান, কিশোর-কিশোরী, যুবসমাজ, অভিভাবক, পুরুষ, সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সেবার আয়োজন করা, স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারের জন্য কমিউনিটি অংশীদার এবং যুবগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিক্যুলামে সম্পূর্ণ যৌন শিক্ষা এবং জাতীয় স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ কারিক্যুলামে যুব-বন্ধুত্বপূর্ণ যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সুপারিশ, স্কুল, মাদ্রাসা এবং সরকারি স্বাস্থ্য সেবার জন্য যুব কর্ণার প্রতিষ্ঠা করা।

আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট (ইউপিএইচসিডিপি)

Major Activities

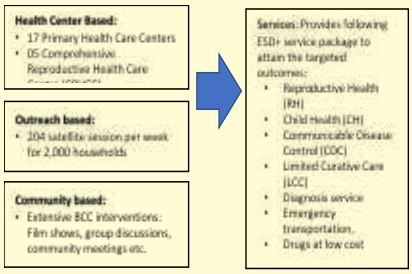

স্থানীয় সরকার বিভাগ আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রকল্প (১৯৯৮-২০০৫) এবং সেকেন্ড আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রকল্প (২২০৫-২০১১) নামে দুইটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন করেছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস পপুলেশন ফান্ডের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ আগের দুইটি প্রকল্পের বর্ধিত রূপ হিসেবে আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট (জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৮) বাস্তবায়নের কাজ করছে। পিএসটিসি ১৯৯৮ সাল থেকে আরবান প্রজেক্ট বাস্তবায়নের কাজ করে আসছে। পিএসটিসি ১৭টি স্ট্যাটিক ও ৩৪টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ঢাকা (দক্ষিণ), রাজশাহী এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ৫টি আঞ্চলিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করছে। প্রতিটি কেন্দ্র ৫০,০০০ জনকে সেবা প্রদানের সাথে সাথে প্রজনন এবং জরুরী অবস্থায় ধাত্রী সেবা প্রদান করে। এই প্রকল্পের অধীনে মায়ের যত্ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা, নবজাতকের যত্ন, শিশু স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, বয়ঃসন্ধিকালের সেবা, পুষ্টি, সংক্রামক রোগের নিয়ন্ত্রণ, সীমিত

নিরাময় যত্ন, আচরণের পরিবর্তন ও যোগাযোগ, রোগ-নির্ণয় সেবা এবং জরুরি পরিবহন সেবা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়াবলি এই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার অন্তর্ভুক্ত।

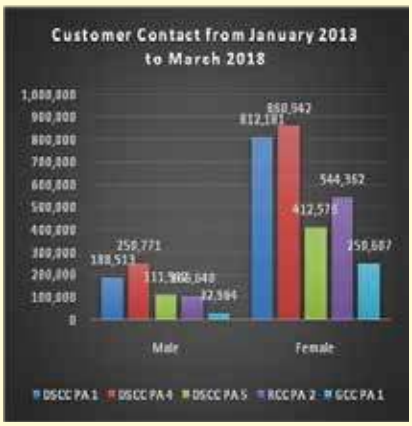

২০১৩ সালেরজানুয়ারি থেকে ২০১৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পিএসটিসি ৩৮৯১৩৭০ জন গ্রাহককে ৭৩৬১৯২৫টি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে। তাদের মধ্যে ৯৯৬৮৬৮ জনকে শিশু স্বাস্থ্য সেবা, ২৮৮১২৬৯ জনকে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা এবং ৩৪৮৩৭৮৮ জনকে অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পটি সমাজের সুবিধা বঞ্চিতদের বিনামূল্যে ৯৯৬৮৬৮টি সেবা প্রদান করেছে, যা মোট সেবার পরিমাণের ৩১ শতাংশ।

রকেট গতিতে ব্যাংকিং
টাকা পাঠান রকেট-এ
ROCKET
রকেট
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং
টাকার রকেট
rocket/0316/matra

মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্পোরেট ব্যাংকিং
সময়ের সাথে দেশের অর্থনীতিকে
আরো সুদৃঢ় করতে
আমাদের প্রচেষ্টা সবসময়
ছিল, আছে এবং থাকবে...
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
Mercantile Bank Limited
দক্ষতাই আমাদের শক্তি
প্রধান কার্যালয়ঃ ৬১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৫৯৩৩৩, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৫৬১২১৩
www.mblbd.com

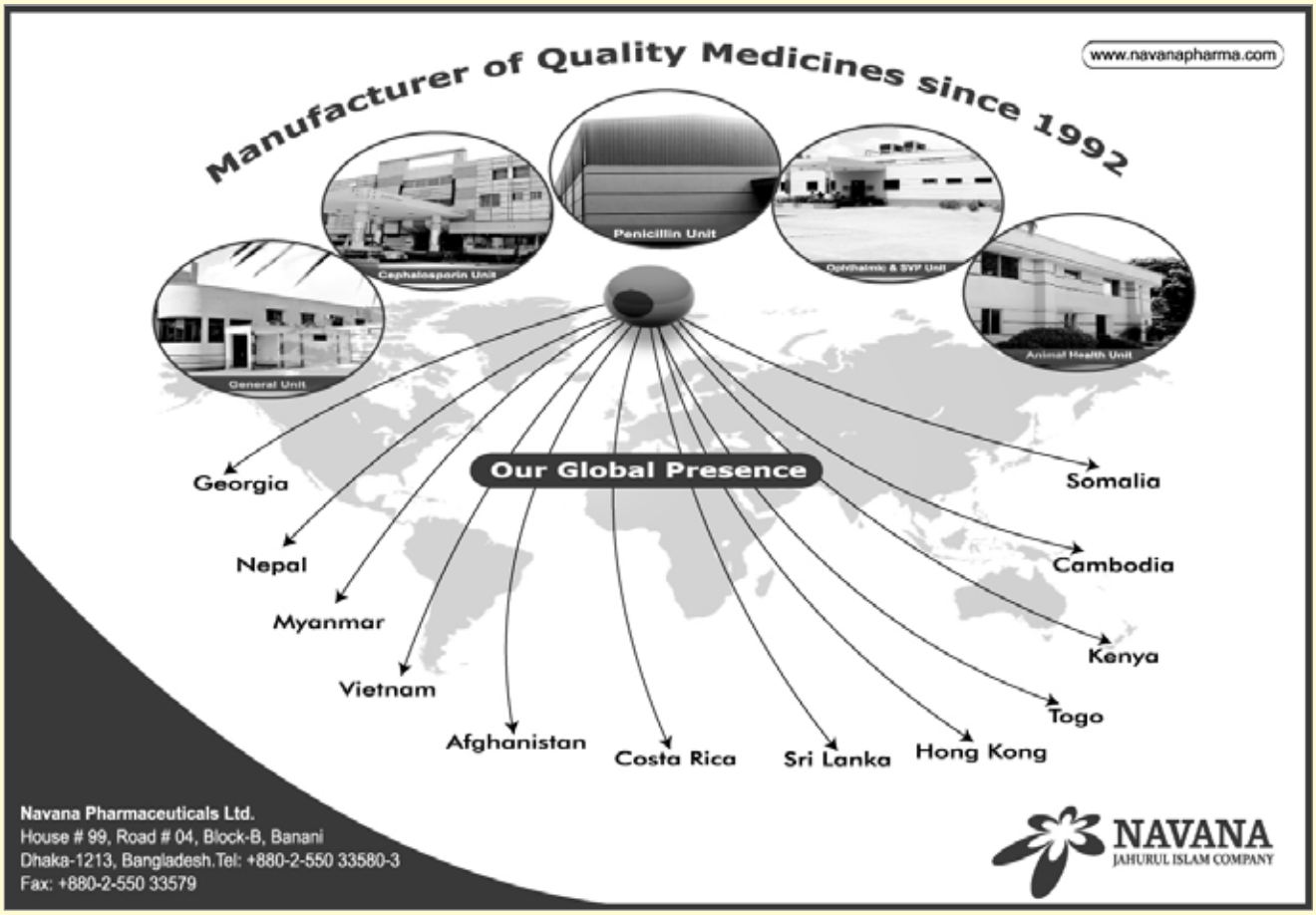

With the best compliments of

R. T. Corporation
Customs Clearing & Forwarding Agent

R. T. Trade International
Exporter & Importer

Al-hajj M. Robi Ullah Bhuiyan
Proprietor

Dhaka Office :
B-93, Malibagh Chowdhury Para
(5th Floor), D.I.T Road, Dhaka-1219.
Phone : 9335393, 9351924
Fax : 58310430
Mobile : 01715149558, 01750016135
E-mail : rtcbdo9@gmail.com

Chittagong Office :
16/2 Hazi Gono Miah Mension (1st Floor)
Kadomtoli By lane Chittagong.
Phone: 031-2517415, Fax: 031-714616

Benapole Office :
Benapole Bazar
Benapole, Jessore
Mobile: 01715149558

Akhaura Office :
Agartola Road,
Check Post, Akhaura,
Brahmanbaria
Mobile: 01750016135

পিএসটিসি'র বার্ষিক সভা সফল হউক

Al-Fatah Printers
আল-ফাতাহ্ প্রিন্টার্স

18, Uttar Maisandi, Wari, Dhaka- 1203
Tel: 880-2-9569796 E-mail: alfatah_afzal@yahoo.com

আল-ফাতাহ্ প্রিন্টার্স একটি নির্ভরযোগ্য মুদ্রণ সামগ্রী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।

পিএসটিসি
কমিউনিটি প্যারামেডিক
ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউট

ভর্তি চলছে

পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) পরিচালিত

কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক অধিভুক্ত ও নিবন্ধিত কোর্স

কোর্স সংক্রান্ত তথ্যাবলী

২ বছর মেয়াদী কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

৬ মাসে ১টি সেমিস্টার হিসেবে মোট ৪টি সেমিস্টার

ভর্তির সময় সূচি:

- আগে আসলে আগে ভর্তি হবেন, ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়
- প্রতিদিন (রবিবার – বৃহস্পতিবার) সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ক্লাস কার্যক্রম চলে
- কোর্স শেষে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক সার্টিফিকেট ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়

ভর্তির যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- এসএসসি বা সমমান পরীক্ষা পাশের সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- জন্মনিবন্ধন সনদ অথবা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- চার (৪) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি

কোর্স-কালীন সুবিধাসমূহ

- ভাল রেজাল্ট এর জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা
- প্রয়োজনে নির্ধারিত ফি তে থাকার ব্যবস্থা
- উপযুক্ত উপকরণসহ শ্রেণিকক্ষ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত নিজস্ব ক্লিনিকসমূহে ইন্টার্নশিপের সুব্যবস্থা

কোর্স সম্পন্ন করার পর চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগসমূহ

- স্বাস্থ্য সেবা খাতে দক্ষ জনবল তৈরীর মাধ্যমে সরকারি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ক্লিনিকে ভাল বেতনে চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগ
- সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- সূর্যের হাসি, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এবং অন্যান্য এনজিও ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার হিসাবে কাজ করতে পারবেন
- বিদেশে প্যারামেডিক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন

আর্থিক তথ্য (সেমিস্টার অনুযায়ী)

১ম সেমিস্টার		২য় সেমিস্টার		৩য় সেমিস্টার		৪র্থ সেমিস্টার	
ভর্তি ফি:	১০,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-
মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪০০০/-
সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪০০০/-	সর্বমোট	১৬,০০০/-	সর্বমোট	১৬,০০০/-	প্র্যাকটিক্যাল ফি:	১০,০০০/-
সর্বমোট	২৬,০০০/-					সর্বমোট	২৬,০০০/-

(ফাইনাল পরীক্ষার ফি বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এর নিয়ম অনুযায়ী হবে যা ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে জানানো হয়)

pstc
working for population & development

পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)

পিএসটিসি ভবন, প্লট # ০৫, মেইন রোড, ব্লক- বি, আফতাব নগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২

ফোন: ৯৮৫৩২৮৪, ৯৮৮৪৪০২, ৯৮৫৭২৮৯, E-mail: pstc.cpti@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha
JULY 2018

How Family Planning becomes a basic human right?

PSTC celebrates 40 years

Four Decades of Excellence

Congratulations

on your
40th Founding Anniversary

With best wishes

Seacon Enterprise Ltd.
(Ship Handling Operator)

Mariners Shipping Bangladesh
(Shipping Agency)

Office address

House No. 704 (Ground Floor), Road No. 24 Agrabad CDA R/A, Chittagong-4100.

Contact details

Tel: 031-717119, 031-711832, 031-2518458
E-mail: shipping@marinersbangladesh.com
seaconoperation@gmail.com

প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha

Editor
Dr. Noor Mohammad

Consultant
Saiful Huda

Publication Associate
Saba Tini

Contents

PAGE 2
How Family Planning becomes a basic human right?

PAGE 6
Child Marriages in Bangladesh and Indonesia

PAGE 9
Right to Information: The doors of ...

PAGE 12
Demographic Dividends and Potentiality of Bangladesh

PAGE 14
Undecided Liability

PAGE 17
Change is The Only Change

PAGE 19
Youth Corner

EDITORIAL

Bangladesh's leading public health organization Population Services and Training Center (PSTC) has stepped into 40. Although the length of time in this long journey was not very smooth. PSTC's inherent organization Family Planning Services and Training Center-FPSTC was formed in 1978 to work for family planning and create competence among various organizations. As of 1995, the organization formed as many as 82 non-governmental organizations across the country and provided financial and technical support to those organizations for conducting family planning and training programs. Later in 1996, FPSTC was turned into a separate NGO and started its new activities as PSTC. And the man who played the founder's role in turning the project into an organization was valiant freedom fighter, Bangabandhu's close associate, one of the main accused in Agartala Conspiracy Case Commander (Rtd) Abdur Rouf. On the occasion of PSTC's 40th anniversary, we remember Commander Rouf with deep respect.

PSTC was formed to improve the quality of life of the underprivileged people of Bangladesh. Under the patronage of various donor organizations, PSTC is now implementing 20 projects under five thematic areas throughout the country. These projects are being implemented through 94 offices and 56 clinics in 20 districts.

One of the many PSTC objectives is 'Population control and turning population into human resource'. It may be mentioned that we are observing World Population Day this month. However, we should think how much we understand the importance of the day. Child marriage still remains a big challenge in the family planning program of our country. It still remains a major social issue. Although there is a law restricting girls' marriage before they are 18 years old, but the law is not properly implemented. Rather, about 66 percent of the girls are getting married before they turn 18. One-third of them become pregnant or mother before the age of 19. According to the data from various research organizations, 2.9 in every thousand mothers die while giving birth. Among them, teenage mothers are more in number.

Population explosion or premature death of teenage mothers is in no way desirable although awareness in family planning has recently increased, the credit of which besides the government organizations goes to the non-government development agencies. Even then, we think that a social movement is necessary to make the mother and child health and the reproductive health services of adolescents successful. Public awareness building should be strengthened. The abnormal rate of population growth should be brought under control through the adoption of family planning methods. And to achieve success, the NGOs have to work in collaboration with the government. My greetings to all on the observance of PSTC's 40 years of excellence.

Editor

Projanmo Founding Editor: Abdur Rouf
Edited and published by Dr. Noor Mohammad, Executive Director Population Services and Training Center (PSTC).
House # 93/3, Level 4-6, Road # 8, Block-C, Niketon, Dhaka-1212.
Telephone: 02 9853386, 9853284, 9884402. E-mail: projanmo@pstc-bgd.org

This publication could be made possible with the assistance from The Embassy of the Kingdom of the Netherlands through its supported project SANGJOG

Courtesy: UN

How Family Planning becomes a basic human right?

Dr. Noor Mohammad

Introduction

Family Planning by definition, is deciding the number and spacing of one's children; through the use of contraception: such as abstinence, natural planning, or hormonal birth control.

On the other hand, Human Rights are the basic rights and freedoms that belong to every person in the world, from birth until death. These apply regardless of where a person is from, what s/he believes or how s/he chooses to live.

As early as 1968, i.e., fifty years ago, 157 government agreed that "Parents have a basic human right to determine freely and responsibly the number and spacing their children"; which was the outcome of much known as the Teheran Proclamation.

Embedded in this legislative language was a game-changing realization: Women and girls have the right to avoid the exhaustion, depletion and danger of too many pregnancies, too close together. Men and women have the right to choose when and how often to embrace parenthood – if at all. Every individual has the human right to determine the direction and scope of his or her future in this fundamental way.

Yet 50 years later, this right is under attack. In many places, there are efforts to limit education about family planning, to restrict the variety and availability of contraceptive methods, and to prevent women and youth from accessing contraceptives at all. In other places, this right is simply unrealized through lack of access to family planning information and services.

In fact, expanding access to family planning would save tens of thousands of lives every year by preventing unintended pregnancies, reducing the number of abortions, and lowering the incidence of death and disability related to complications of pregnancy and childbirth. Until family planning is a universally available choice, this human right will not be fully realized.

"Family planning saves lives" is a simple health prescription that resonates globally. A critical challenge is to ensure that policies and programs embrace the well-established benefits of enabling women to choose whether and when to become pregnant—actions and values that are integral to human rights. Policymakers should be asking, "What do human rights mean in relation to family planning, how we incorporate them into our country family planning and development plans, and why is that important?"

Human rights concepts are also critical to women's empowerment and to advancing women's agency, so that women can access the services they need, decide for themselves whether and when to become pregnant, and become agents of change for their communities and nations. Strengthening women's agency will reduce incidents of rights violations; and as the FP2020 Rights and

Courtesy: DGFP

Basic Principles of Human Rights

- Accountability: A rights-based approach requires the development of laws, administrative procedures, and practices and mechanisms to ensure the fulfillment of entitlements, as well as opportunities to address denials and violations. It also calls for the translation of universal standards into locally determined benchmarks for measuring progress and enhancing accountability.
- Nondiscrimination and Equality: A rights-based approach requires a particular focus on addressing discrimination and inequality, focusing on marginalized, disadvantaged, and excluded groups.
- Empowerment: Empowerment is the process by which people's capabilities to demand and use their human rights grows. They are empowered to claim their rights rather than simply wait for policies, legislation, or the provision of services. The development process should be locally owned.
- Link to Human Rights Standards: Programming is informed by the recommendations of international human rights bodies and mechanisms.

Source: Gabrielle Berman, "Undertaking a Human Rights-Based Approach: A Guide for Basic Programming (Bangkok: UNESCO Bangkok, 2008), accessed at http://unesdoc.unesco.org/images /0017/001791/179186e.pdf, on 22 June, 2018.

Empowerment Principles state, empowering and informing clients enables them to "know, understand, claim their rights, and...become pivotal partners in ensuring the realization of rights in future family planning and health development initiatives."

As defined by the UN High Commissioner for Human Rights, states (governments) are also obligated to respect, protect, and fulfill human rights. These obligations are particularly relevant for family planning policy professionals and service providers. One example is confidentiality: Respecting that right means taking steps to ensure that no staff member breaches the confidentiality of clients. It means taking additional steps to make sure that third parties—for example, contractors or visitors—do not breach the confidentiality of clients.

Rights and Family Planning

The key human rights principles include participation, accountability, nondiscrimination, and empowerment. Adopting these principles within family planning programs will mean that:

- Communities and individuals will be able to participate in the planning of such services.
- Mechanisms will exist to ensure that such services are accountable to the communities they serve.
- Policymakers will seek the views of service users and regularly incorporate their views to improve programs.
- Services will not discriminate in their availability to different groups or the extent to which different groups can access services.
- Individual women and men will have agency to make decisions about whether and when to have children and which methods they select.
- Family planning decisions will be based on full, free, and informed choice.

While human rights standards and norms refer primarily to governments and their obligations under human rights treaties, they also provide an important rights-based lens for family planning service delivery goals, standards, and objectives.

Elements of Full, Free, and Informed Choice

These elements have been summarized as follows:

- Full Choice: Access to the widest range of methods possible from which to choose (short-acting, long-acting, permanent, hormonal, non-hormonal, client-controlled, provider-dependent).
- Free Choice: The decision whether or not to use family planning and what method to use, made voluntarily, without barriers or coercion.
- Informed Choice: A decision based on complete, accurate, unbiased information about all family planning options, including benefits, side effects and risks, and information about the correct use of the method chosen, as well as the risks of nonuse.

Source: Policy Brief, July 2015 by Karen Newmann and Charlotte Jacobs, Population Reference Bureau

Policymakers play a valuable role by being champions for high-quality services and for resources— financial, human, and technical—needed to provide such services. They can also voice their opposition to quotas, or numerical or method-related incentives for service providers, or other inducements for potential family planning adoption that may compromise the extent to which contraceptive use is based on full, free, and informed choice. Examples include strong policy messages directing health service providers to:

- Encourage all clients to demand high-quality interactions; provide counseling that includes accurate, unbiased, and comprehensible information; and protect clients' dignity, confidentiality, agency, and privacy.
- Refer clients to other sexual and reproductive health services where necessary, and train service providers to deliver such services.
- Ensure high-quality care through effective training, supervision, performance improvement, and remuneration practices that integrate rights-based values and skills before and during service, and recognize and reward providers for respecting clients and their rights.
- Ensure equitable and gender-sensitive service access for all, including disadvantaged, marginalized, discriminated against, and hard-to-reach populations, through various service models (including integrated, mobile, and/or youth friendly services) and effective referral to other voluntary sexual and reproductive health services.
- Routinely provide a wide choice of methods and ensure proper removal services for implants and IUDs, supported by sufficient supply, necessary equipment, and infrastructure.
- Establish and maintain effective monitoring and accountability systems with

community input.

- Strengthen health management information systems and quality assurance/quality improvement processes

Conclusion

As already discussed so far, Family Planning had been and will remain as basic human right. Our understanding and actions were not in line with the thinking of rights perspective. When we are to ensure the rights both the rights holder and duty bearer have the roles and responsibilities to confirm. Especially critical actions from policymakers is a dying need at this moment. Back in 1968, through the Teheran Proclamation, the call for looking into Family Planning as a basic human rights strengthened through World Population Plan of Action adopted at the World Population Conference in Bucharest followed by the 1984 Conference in Mexico City. Which was furthered through the International Conference on Population and Development in Cairo.

Now time has come to take critical actions to start implementing Family Planning Program in the human rights perspective. Following action could be thought of.

Focus on the legal and policy framework for sexual and reproductive health and rights and ensure that respecting human rights is part of program design, implementation, monitoring, and evaluation.

Prioritize the funding of the demand side of family planning, as well as the supply side. Policymakers should actively encourage, research, and act on community views about family planning service needs and invest in information and education on sexual and reproductive health and rights that will enable individual women and men to demand high quality family planning services. Such actions are likely to vary widely in different settings and are best identified at the local level, where funding opportunities for the necessary research and community mobilization to challenge social and gender norms are often limited.

Invest in the contraceptive supply chain to guarantee that a wide range of safe and effective contraceptives are available.

Ensure an appropriate method mix, ideally including permanent, reversible, short-acting, and long-term contraceptive options to meet the needs of and support contraceptive use by both women and men.

Invest in research on the value-added dimensions of a rights-based approach—incorporating principles including participation, accountability, nondiscrimination, empowerment, and legality—enabling family planning programs to contribute directly to other international sustainable development priorities.

The outcome of such actions will lead to better quality family planning services reaching more women and men, and increased agency of individuals to make empowered choices for themselves about whether and when to have children.

The Writer is:
Executive Director
Population Services and Training Center (PSTC)
e-mail:
noor.m@pstc-bgd.org

References

1. *Family Planning 2020 (FP2020), "Rights and Empowerment Principles for Family Planning," accessed at http://ec2 - 54 - 210 - 230 - 186. compute-amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/ 12/FP2020_Statement_of_Principles_FINAL.pdf , on June 22, 2018.*
2. *http://wicandfamilyplanning.com/what-is-family-planning/*
3. *http://www.un.org/en/documents/udhr*
4. *http://www.who.int/pmnch/media/news/2010/ 20100322_d_shaw_oped/en/*
5. *https://www.pop.org / family-planning-human- rights-and-the-population-establishment/*
6. *https://www.samaritanmag. com /we-have-30-basic -human-rights-do- you-know-them*
7. *https://www.unfpa.org /news/fifty-years- ago-it-became-official- family-planning- human-right*
8. *Karen Newmann and Charlotte Jacobs, Policy Brief, July 2015, Population Reference Bureau, Washington DC, USA*
9. *Once countries have ratified these treaties, they have to report regularly to UN Committees, which monitor the extent to which countries are implementing them. These Committees sometimes issue General Comments or Observations, which add content and meaning to specific articles in the UN Conventions.*
10. *Proclamation, adopted unanimously at the UN International Conference on Human Rights, Teheran, 1968 (Article 16).*
11. *Rhonda Smith et al., Family Planning Saves Lives, 4th ed. (Washington, DC: Population Reference Bureau, 2009).*
12. *Steven W. Sinding, retired director general, International Planned Parenthood Federation, and former Director, USAID Office of Population and Reproductive Health, personal communication, June 2015.*
13. *The FP2020 Rights and Empowerment Principles relate to 10 dimensions of family planning: agency and autonomy, availability, accessibility, quality, empowerment, equity and nondiscrimination, informed choice, transparency and accountability, voice, and participation.*
14. *Universal Declaration of Human Rights, accessed at www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/ Language.aspx?LangID=eng , on June 23, 2018.*

Child Marriages in Bangladesh and Indonesia

Nathalie Kollmann

Introduction

In February 2017 I visited Bangladesh for the first time for a program development workshop for a new program to prevent child marriage. Three NGOs with whom Rutgers has a long term working relationship under the Unite for Body Rights(UBR) program and BBC Media Action were invited to develop initiatives to complement the work under UBR especially to strengthen the enabling environment component.

The designed program was named 'Hello, I Am'(HIA) and is coordinated by PSTC, partnering with RHSTEP and DSK for the implementation in six upazilas (Gazipur and Chittagong by PSTC; Mymensing and Savar by RHSTEP, and Durgapur and Moddhyanagar by DSK).

BBC Media Action Bangladesh works to create TV episodes and radio programs and provides training on how to use edutainment materials in the community work. While the TV shows "Hello Check" have already been broadcasted on one of the national TV channels, ATN Bangla and currently the radio programs are ongoing with Dhaka FM Radio. Part of the TV shows (video clips) and radio program recordings are being used in the community work of PSTC, DSK and RHSTEP.

Many activities are being conducted at upazila(sub-district) level, e.g. discussion series on SRHR and Child Marriage with youth groups as well as parent groups and the establishment of networksthat will disseminate the information into wider ranges of the community including the religious leaders

and local governments. Through a large range of community activities and the use of attractive edutainment materials, the HIA project aims to make a difference to change social norms around child marriage in the communities.

Child Marriage in Bangladesh

While I had studied the statistics(DHS 2011, 2014) on child marriage which on the one hand shows an impressive improvement from previous years:

Married by age 15: 29 % (2011) to 22 % in 2014

Married by age 18: 65% (2011) to 59% in 2014

On the other hand, Bangladesh ranks second of the countries with the highest absolute numbers of child marriage: 4,451,000 (women aged 20 to 24 old who were married before they were 18). Source: UNICEF, State of the World's Children, 2017

But when you visit the field and have talks with the youngsters who are at age 16 already have a child, then you start to really see how these marriages impact the lives of the younger generation. At the age of 16 with a small baby, the chances to continue school and acquire skills for a job and to break the cycle of poverty become slim. Violence within the relationship is a big risk.

Deeply embedded cultural and religious beliefs and the belief from parents to protect the girl from sexual harassment and the families honor, lead them to the decision to marry of their daughters at early ages. Dowry also contributes to this as dowry prices increase when girls gets older.

Child Marriage in Indonesia

Before I started working in Bangladesh I have been working in Indonesia for many years. Rutgers also supports a program to prevent child marriage and I found it very interesting that there are similarities but also differences in the practice of child marriages in these two countries.

Although in Indonesia statistics

show that the percentage of married girls by the age of 18 is around 14% (2017) and by 15 year of age (1%), recent studies suggest that child marriage rates may have been underestimated, with rates as high as 35% in some regions. Indonesia is the eighth country with the highest absolute numbers of child brides: 1,459,000 women aged 20 to 24 were married before the age of 18.

Within the 'Yes I Do' program that Rutgers is involved in Indonesia, child marriage is mentioned to avoid pre-marital sex (zena) or a solution tounintended teenage pregnancies. In the baseline study it shows a general acceptance of child marriage among young people. The majority of the married respondents stated they got married by their own choice, e.g. by hanging out together or becoming pregnant the young couple force their parents to agree with the marriage.

Currently there is a lot of debate about increasing the marriage rate after heated discussions on social media where a 14 and 15 year olds promote their marriages on social media. The president has now given the relevant ministries to amend the 1974 marriage law which allow girls to marry at the age of 16 and boys at the age of 19 with parental permission.

The legal situation in Bangladesh was more favorable than that in Indonesia with the minimum legal age for marriage at 18 for women and 21 for men.However, in Bangladesh, the Child Marriage Restraint Act 2017 has allowed a loophole where a court can allow child marriage in "special cases". The act does not explicitly define what those "special cases" might be.

The importance of dialogues

Within the 'Hello, I Am' program, the implementing partners will raise awareness about the harmful effects of child marriage (e.g. school dropout, early pregnancies and its health risks, violence with the household) to the young people, their parents, community leaders and also local government. The project is determined to work with local networks, marriage registers and the upazila standing committee to increase awareness about the regulations regarding marriage.

During the development of the program, a small scale research was done among parents on how they perceive child marriage and how or if they talk to their sons and daughters about SRHR issues that occur during puberty.

Parents said that most of the boys don›t share problems with parents, some girls share with their mothers but not with their fathers due to shame and fear. Also, apparently the parents arenot always sure of the legal age of child marriage and it seems that different agesare prevailing in different communities.

Altogether, it showed thatmost parents would like to have more information about issues that occur during puberty and they would like to learn how to address it with their children. Currently they assume that their children receive the necessary information by others; either friends, family or at school or through social media.

Accredited

With HIA we aim to complement UBR where a SRHR curriculum (Me and My World) is being taught in schools by trained teachers and Youth Friendly Services are offered, and stimulate discussions among youth, with their parents and even grandparents. For the community campaigns we use the recorded parts of the attractive edutainment materials that were broadcasted through national television and radio programs. You can also check the "Hello Check" facebookpage !https://www.facebook.com/bbchellocheck/

Personal data:

Nathalie Kollmann, Country Coordinator at Rutgers, Medical Anthropologist by education and more than 20 years' experience in management of Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) projects.

Tentative information for in a text box

Vision and Mission of Rutgers :

People are free to make sexual and reproductive choices, respecting the rights of others, in supportive societies

We empower people through education and improving access to information and services. We strengthen professionals, organisations and societies. We connect research, implementation and advocacy.

https://www.rutgers.international/

The Writer is: Program Manager for Indonesia & Bangladesh, International programs, Rutgers. She could be reached at n.kollmann@rutgers.nl

Right to Information: The doors of opportunities and achievements have opened

Professor Dr. Md. Golam Rahman

People's developments take place in accordance with the trend of social progress. Development is not an abstract issue. Effective development is in the improvement of understanding and knowledge. This needs a realistic plan. And this plan depends on the strategy of reaching the intended goal from the actual situation.

We know that Article 7 (1) of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh states, "People hold all powers of the Republic ...". In the intention of empowering the people of the Republic, it is clear that all activities, plans, accounts of administration are for the people, for their welfare. Under Article 39 (1) of the Constitution, "freedom of thought and conscience is guaranteed. In 2 (a) the right to freedom of expression of speech and expression of every citizen, and (b) the freedom of the press are guaranteed." Despite all these progressive and well-meaning sections of the Constitution, there are many laws prevailing for long which hinder progressive thinking. For example, there is the Official Secrecy Act of 1923 which was used by the administration of the British rulers. Under the law, the process of separation of British administration from the people started, and in that sense, the modern administration of independent Bangladesh has tried to maintain the legacy. In this, denial of cultural dynamism has kept the status of backward and colonial rule alive. Under the circumstances, the formulation of the Right to Information Act, 2009 is not intended to be a matter of opinion only in the constitution, but it is indeed a major step towards empowerment of the people. Because, most of the laws of the country have been created to apply them on the people, whereas the Right to Information Act is implemented by the people on authority. Due to the unique features of the Right to Information Act, the usefulness and application of this Act are needed to be enhanced.

By applying the Right to Information Act, people have come forward to ensure the rule of law, fundamental human rights, justice and socio-political and economic rights in the state administration. The Information Commission is committed to establishing this right of the people. Although the people constitutionally are the owner of the state, but due to lack of appropriate law, the opportunity of the citizens to know about state activities was limited. But due to the formulation the Right to Information Act, the right to information of all citizens, weak and strong, has been established. There is scope to increase the amount of information exchange. Bangladesh successfully achieved the millennium development goals with significant success before the scheduled time. Likewise, one of the dimensions of sustainable development goal is the target 16. One of the key considerations in this section is to guarantee the accessibility of the public to information and to ensure basic freedom.

Sustainable Development Goal (SDG) development target or 'Agenda 2030' were adopted by the 193 member states in a UN summit in September 2015. The United Nations member states are committed to achieving sustainable development goals by 2030. One of the goals mentioned in this chapter is to introduce a peaceful and inclusive social system for sustainable development and to ensure justice for all. There are also, to create effective, accountable and inclusive institutions at all levels. The importance of the target 16 is that it is complementary and inter-dependent in fulfilling the other goals of SDG. There are a total of 17 goals in which 169 targets are included. A total of 244 indicators have been identified which will be considered as progress indicators. Numerical achievements were given

consideration in Millennium Development Goals while qualitative concepts have been given more importance in the case of Sustainable Development Goals. To achieve these goals, it is important to follow a rigid attitude in ensuring the right to information for all. The article 16.10.2 of the SDG is more applicable here. Internationally, various measured have been taken in different countries to achieve these goals. The process is also on to ensure the participation of the people and the civil society in the partnership. As a result, one of the most important activities of the Sustainable Development Goals 16.10.2 article is the application of the Right to Information Act and the activeness of private organizations. In order to formulate and disseminate the data of the Sustainable Development Goal targets, there should be a system of evaluation of these organizations and their actions. In this case, the main objective of SDG's article 16 is to confirm the active role of the state in providing information to the people and ensure right to information and resources to the people and follow how much information the citizens are asking for and receiving about the freedom of information.

To achieve SDG, information based development is possible through the application of the Right to Information Act. The Information Commission is working to ensure the goals of legal policies, institutional infrastructure and right to information.

In order to ensure good governance in the country and for the empowerment of the people, the increase in the accountability and reducing corruption of the administration will come up. Right to Information Act is a protection for the people and the society. If any citizen wants to know information about any government and non-governmental organization, offices, departments, directorates, and officers of the ministry, planning, services etc., they may get their information under the Right to Information Act. In accordance with the

rules, a citizen can get these information in a certain period at a nominal cost. Through this the entire administration comes into accountability. Any citizen at any time at any office may seek and obtain the information needed from the officer-in-charge. Through this we can come out of the culture of hiding information; and can build up a new culture of information sharing. In 2030, the overall account of this achievement will be finalized.

In the year 2016, at total of 6,369 applications were filed for information in various government and non-government organizations and out of these information were provided for 6,082 application of 96 per cent. Information was not provided in case of 253 applications and 34 applications were under process. (Annual Report-2016, Information Commission, p.66). A total of 201 of these applications, or 80 per cent, went for appeal (Annual Report-2016, Information Commission, Page-67),

In 2016, a total 539 complaints were filed with the Information Commission and 296 of the cases were disposed after hearing. Some 63 complaints were in process for disposal after hearing of both sides and five complaints were adjourned due to writ case. It is seen that 18 cases were disposed by instructions provide to the designated officer before the hearing of the Commission. A total of 118 complaints were not received and the complainants were informed through letter about the reasons and the legal flaws observed in the application. (Information Commission Annual Report-2016, P-69).

There are some other examples from last year which will help understand the importance of the application of the Right to Information and access to information. In the said year, the list of 24,103 responsible officers and relevant information were uploaded on the website. At the same time, the functions of the Commission, the information on the complaints disposed, annual report, documents, newsletters, various publications and reports, photographs and reports of contemporary events, the notice of the hearing, the process of appeals and other important explanations were posted on this website. On an average 58 people from different places around the world visited the Commission website every day. From 1 January to 31 December 2016, a total of 11,196 users accessed 22,772 web pages in 17,129 sessions. Recently, 'Online Training Courses' has been launched jointly by the Information Commission and Public Administration Ministry and training of the officers of the Information Commission of the district and upazila levels are also underway. Public awareness and training programs have so far been completed in 32 districts and 246 upazilas. About 60 people have been invited for each training course.

Initiatives have been taken to create information disclosure policies for various ministries and a number of departments and organizations. Self-motivated data disclosure guidelines have been formulated in the light of 'Right to Information Act 2009' and 'Right to Information (Information Release and Promotions) Regulation 2010'.

Human existence is sustained through communication. One of the main components of communication is information. Information-less society cannot be thought of. People are constantly busy communicating. The inequality and imbalance in the flow of information around the world has been observed since the 70s. The development of technology is not only due to innovation of technology; it is because of social, political, economic, cultural and spiritual awareness and necessity. The distance has increased between the two groups, one who control the communication system and the other is the people on whom the influence on communication falls. It is for this reason that the relationship between the state and the society has gradually been torn apart, as well as public agencies and media interventions continue to grow. In this context, not only the flow of global information been hampered, it has been identified as a hindrance in access to information from the region to the region, and the flow of public information from the institutions.

Since the 80s, new perspective in the approach of global information and communication system has added a new dimension to the world economy. A lot of time has gone by. This situation prevailed in most developing countries including Bangladesh. In some cases, no effort was made to empower the people and in reality the position of the state and the people remained in opposite poles.

The Right to Information Act-2009 has been introduced in the country for the purpose of ensuring accountability and good governance and empowerment of the people. There are about 1,100 laws in the country. Most of the laws of the country have been created to apply to the people; but the Right to Information Act is a law that is implemented by the people on the authority. After the introduction of the Right

to Information Act, an integral part of freedom of expression recognized as the constitutional right of the people has got legality to obtain information. Constitution's article 7 (1) says 'People are the owners of all the powers of the Republic'. The Right to Information Act has consolidated this Constitutional process. The application of the Right to Information Act is a milestone in the current political culture of the country. The legal system of using information in human welfare has allowed the people of the country to study a new culture, from the fact that the information was kept unreleased. Around 25 thousand designated officers are engaged in public and private offices and organizations of the country to provide information to the public.

Every year, the world celebrates The International Right to Know Day with due importance. In view of the passage of the 'Right to Information Act-2009' in 9th National Parliament, the importance of International Right to Know Day has increased greatly in Bangladesh. With the help of various government and non-government organizations, International Right to Know Day is celebrated every year since 2014 in a befitting manner at the national level. The day is celebrated with the help of the district administration in all districts. On the occasion of the day, on September 28, a meeting of the Information Commission and various NGOs is held in Dhaka. The district administration organizes programs at district level with rallies and discussion meetings. To celebrate the Day, national dailies and regional daily newspapers bring out special supplements while posters are distributed at the district and upazila levels. Apart from this, on September 28, Bangladesh Radio and Bangladesh Television as well as private television channels, community radio, newspaper, online media - everybody promotes the Day through discussion on Right to Information. Internationally, UNESCO has announced the theme of this year - "Sustainable development through access to information ". To accelerate and enforce sustainable development, the Right to Information Act has opened up great potential for the citizens. Let us change the quality of life by utilizing this possibility. Let us empower the people.

The Writer is: Former Chief Information Commissioner & Vice Chairperson of PSTC

Demographic Dividends and Potentiality of Bangladesh

Dr. Mohammad Moinul Islam

In quantitative and structural criteria of present population, Bangladesh is now passing a auspicious time when the number of dependent population is lowest and work capable manpower is highest. So a result a rosy change is noticeable at the present age structure of population in Bangladesh. Due to the changes, Bangladesh has a probability to achieve demographic dividend. In context to the present situation, at one hand, the total fertility rate has decreased, on the other hand, child and maternal mortality rate decreased in a mentionable rate. According to the information of Economic and Social Affairs of the United Nations, Population Division 2017, the rate of capable manpower between 15 to 64 years old was 51.9 percent in 1975, which gradually increased to 54.5 percent in 1990, 61.3 percent in 2005 and 65.5 percent in 2015. The present rate of dependent population is 52.6 percent (2015), who are projected to assist in economic growth till 2035 to 2040.Then the number of dependent population will increase. According to the statistics, the capable population will keep an important role for economic development in Bangladesh for next 18 to 20 years. So we do not have much time and demographic dividends should get special importance right now.

Demographic dividends depend on creating facilities, utilization of the facilities and make it sustainable. The government needs specific strategies on the issue. We have to utilize the capable manpower with highest possible ways. But if we cannot ensure education, employment, health service and other citizen rights to these capable people, a terrible social instability will occur, which is not desirable to us. According to the information of Statistical report of the Decent Work Decade 2006-15: Asia-Pacific and the Arab States, published by International Labor Organization (ILO), 40.3 percent of young population between 15 to 24 years old do not have education, job or training and 61.8 percent of the amount is female in Bangladesh. How can Bangladesh enjoy facilities of demographic dividend in this situation? The government and the policy makers should take the information seriously, otherwise far away from demographic dividend, the country will have to move ahead with demographic deficit.

Among ten most populated countries, Bangladesh is in the 8th position. According to the information of UN Population Division, at present Bangladesh has a total population of 165 million, which will be 202 million by 2050. Considering various issues of population, it is high time for the government to evaluate successes, hindrances and challenges if it wants to turn the country into a middle-income country by 2021 and a developed country by 2041. Along with my co-researchers in more than one research, I have also noticed the relationship between decreasing dependent rate and increasing gross domestic products (GDP). We have also noticed that increasing capable manpower and trade and the decreasing child mortality rate have significant roles in GDP growth.

In this context, the government will have to work by considering quality and quantitative aspects of population to meet the existing sustainable development agenda of 2030. 2.1 million capable people (15 years or older) are being annually added

to the population. Achieving economic development by including the huge amount of population in labor markets is a big challenge to the government. So, proper planning and its' implementation are required by considering people as the centre of development. At present, we should think on demographic dividend. Short and sustainable plannings are required to utilize demographic dividend by creating, capitalizing or making it sustainable; and specific strategies are also required in this regard. We should also focus on the development of the quality of people. Bangladesh can fasten the economic growth by utilizing the facility. But the growth depends on good education, good health, economy and good governance. 3 D, named demographic dividend, democracy and demand will assure the progress of the economy. It is noted that even if we do not have full development of democracy, we have facilities and demands of demographic dividend. Our government and policy makers should specially consider the issue, because demographic dividend is not always an easy incident for a nation. We should properly utilize our huge young population for economic development. So investment in young population is highly required at this moment to achieve the future development. Besides, big allotments are required for education and health sectors in national budget. We can also utilize the experiences of the Eastern Asian countries, which are now enjoying demographic dividend facilities. We should create trained and skilled manpower, save and invest with a higher rate, increase successful employment in labor market, open market economy and expected investment, qualitative public organizations and increase women participation in labor market.

In present context, the whole reproduction rate should be reduced to meet the sustainable agenda of 2030. Aiming an expected size of families, women and couples should have facilities and capabilities to receive reproduction health services. Family planning should be specially emphasized. According to the National Population Policy 2012, we are still to meet the main mission and vision of the policy. According to the target of the policy, the total fertility rate is supposed to be 2.1 percent by 2015. The same target was also included in the population policy of 2004. The birth control rate was supposed to be 72 percent by 2015. Now we have a question. Why the family planning activities are not working now, as it worked earlier? In fact, family planning activities are the main reasons of today's achievements of Bangladesh on population issues. The family planning activities are now facing various challenges. Are the family planning activities are getting proper attention? 12 percent women are still to be included to family planning activities. The total fertility rate of Bangladesh is now nearly the replacement level fertility rate. But according to the BDHS 2014 survey, the fertility rate of women between 15 to 19 years old is higher, which is gradually increasing. Led by Prime Minister Sheikh Hasina, we have now the National Population Council to implement the population policy of Bangladesh. The council will instruct concerned authorities to change or extend the population policy if it requires. But it is a matter of regret that the council has not met for a single time in last 7 years. But the council should have identified the population and development related challenges and give instructions accordingly.

Child marriage, frequent pregnancy, less participation of women in labor market, creating new employment by considering the world market, expanding qualitative standard of education and increasing capability and ensuring good governance are the main challenges in the way to achieve demographic dividend in Bangladesh. We should face these challenges more seriously. Coordinated initiatives of government and private organizations are required to fasten the demographic dividend and to achieve sustainable development goals.

Writer: Dr Mohammad Moinul Islam, Professor and Chairman, Population Sciences Department, University of Dhaka

The Writer is: Professor & Chairman of Population Science Department, University of Dhaka
e-mail: mainul@du.ac.bd

Symbolic picture

Undecided Liability

Shakila Matin Mridula

Inappropriate abortion is causing immense suffering to the girl. She is almost groaning in pain, but she is unable to share her grief with anyone. How can she? After all she is professionally a sex worker. She had to experience this type of pain several times. But how old is she? Maximum 20 or 21 years old? Does anyone willingly involve herself in such a profession, for which she has to suffer so much or has to hide herself from the society? Or anyone involves herself to this profession only for her ambitions? Is this possible? They always feel liability to own consciences. They have to face various questions in hospitals. And for this reason, they do their own treatments with the help of any charlatan, which means survive with whatever they can manage.

The essay is not to encourage the sex business or the sex workers. Instead this is for some undecided liability, some self-contradiction to the profession and workers involved to the business. Sex work is good or bad as a profession? Accepted or unexpected? Recognizable or dismissible? Above all imaginations and debates, the most considerable issue is how hygienic or how harmful the profession is for self, family, society or for the country?

The individual should not be left alone while thinking about the society. In the same way, individuals togather make a society and its' culture. Sex workers get togather and build a society, which may be detached from other societies. This separated society is also a part of the country. In this way, no one remains an individual or separated.

Self-contradiction is noticed everywhere. According to the High Court verdict in the year of 2000, sex trade is legal in Bangladesh. But the law and the constitution of Bangladesh are opposing the verdict. Session 18(2) of the constitution says, 'the state will adopt effective measures against gambling and sex trade'. Women and Children Repression Prevention Act, 2000 and Prevention and Suppression of Human Trafficking Act, 2012 oppose the sex trade. Then what do we want? Do we not have differences between our expectations and achievement? Do we have transparency of our activities? Clarity of conscience to judgement makes people visionary. Clear action makes quality performance.

Sex trade is one of the ancient profession of the world. But the word 'sex worker' is comparatively a new word. Sex worker, writer, producer and sex worker rights activist Carol Leigh used the word for the first time in her play, named 'One Woman Show' in 1978. It assumes, the words sex trade and sex worker make them respective as human being to concerned authority comparing to the words prostitution and prostitute. People around the world always debate on what they should do

for this profession and concerned people to the profession. These people are divided into two parts. Some are in favor of the business while others want to ban the profession forever. According to the Swedish law, sex customer is criminal, sex worker is not. The Act was passed in 1999. On the other hand, Germany recognized the sex work as a regular profession. Bangladesh Society for Enforcement of Human Rights and some similar private aid organizations filed a writ petition to the High Court, protesting the eviction of the Tanbazar – Nimtoli brothel in 2000. The petition verdict said, 'if a sex worker can prove that she is maximum 18 years old and she has no other income source, she will be able to legally contribute to this business'. A sex worker can receive her work permission by filing for an affidavit to a first-class officer through notary publication. The Election Commission ensured the voter right of sex workers in 2010. For the first time, Bangladesh organized a 2-Day conference of sex workers on June 18, 2002.

Organizational Union of sex workers is the result of a long-time movement. What is the aim of the Union – empowerment? But the question is what is empowerment? What was their expectation and what have they received? What changes have happened and where these happened? Is the change happened in their living existence? In self-awareness? In social acceptance? In legal aid? Enjoying state rights? Where is the touch of changing? From prostitution to a sex worker – that is all! Has the change come only in name? Or in objectives of the development project?

Men may go to prostitutes in exchange of money or for some sex enjoyment. Whatever the situation is, civilized people of the civilized society themselves go to the prostitutes. Still the civilized society hates them! Rejects them! This is not fair. They are hiding their faces under masks. Women, who are engaged in once untouchable sex profession, have now become comparatively visible. They can now demand to their funeral right to be held by following their own religions. Bangladesh has now brothel, floating, residential area and hotel – based sex workers. The involved women of this profession sell sex service directly or indirectly. There may have arguments regarding the acceptability of the profession as the service is unhealthy and harmful. But the argument is not against the workers. The profession has two sides. One is workers' side while another is owners' side. Even the issues of exploited and exploiter are applicable here.

Many think, the effort to rehabilitate sex workers is futile. I am not denying this. This may be futile. But why? We should think on the issue. Who is responsible? 'Sex workers are not interested to be rehabilitated', 'they cannot resist their greed of money', 'why will they quit the comfortable work for another tough job?' – how much applicable these outspread and one-sided comments are?

Comfortable or easy? How much truth is lying there? Who say this?

Symbolic picture

How they know? Sometimes a sex worker becomes victimized by the lust of several men while responding to a call from a single man, what about that? A sex worker groans in pain. Still she has no chance to complain or say anything. Even if she is raped, she cannot disclose the names of the rapists. Even after being raped, she does not have any right to seek justice! Sex workers do not have recognition as social beings even after living in a society! They are obliged to meet the depraved demands of their depraved clients. How can this profession be comfortable?

One cannot be rehabilitated only after rehabilitation or if she wants to be rehabilitated. This is not so much easy at least for the sex workers. Will the society accept them if they want them to be accepted? Who will give them the required assurance? But one should not lose hope. People should be more humaniterian. The situation should be felt. One should question himself, 'Am I pretending?' People should question everyone, every concerned authorities. Each and every initiatives and successes should be questioned. Words and works should have spiritual relations with each other. Along with word and work, thinking should also have depth. Only then, the self-contradictory elements will be disclosed. The depth of the situation will be unveiled? The solutions will also be speedy and well-timed.

HIV/AIDS and Sex worker

Comparing to other countries of the world, the HIV infection rate is lower in Bangladesh. Taking drugs with sirings and needles, ignorance of sexually transmitted diseases, poverty, excessive amount of population, increasing the tendency of unsafe sextual relationship, outbreak of the disease in the neighboring country, human trafficking and many such other reasons are responsible for the HIV infection in Bangladesh. The first HIV-positive patient was identified in the world in 1981 and in Bangladesh in 1989. According to the government statistics, the number of HIV positive patient was 5 thousand 586 in last 29 years. The number of identifying HIV positive patients increased in recent years. 370 patients were identified in 2013, 433 identified in 2014, 469 patients in 2015 and nearly 600 in 2016. The number increased to 865 in the year of 2017. (Source – Prothom Alo: 1 December 2016, 2017)

Sex workers are the most vulnerable to HIV/AIDS infection. Concerned projects are conducting awareness programmes with sex workers. Ambiguity and self-contradiction are also noticeable here. Sex workers are results of the risk, or the cause of the risk? Or both of them? We still hear the words, 'perverted girl'. Men may have HIV/AIDS infection after having sex with them without condoms. We still speak less on 'extra marital sextual relationship'. These types of relationship may have with anyone. The so-called civilized society will be spoiled through this relationship only with the sex worker, the case is not like that! Beside sex workers, sextual relationship may have with anyone. On the other hand, it is not true that sex worker will have to be professional. Sex workers or brothels are not the only source of sextually transmitted diseases. Instead sex workers can also be victims of the diseases. This conception should be circulated from the civil society to general people. People should have confidence on conceptions and move forward with that confidence.

It is easier to reach to sex workers, comparing to the clients. So it is decided that sex workers will be used as the medium for increasing awareness under HIV programme. Condoms should be provided to them. But sex workers cannot always use condoms due to their fear of losing clients, unconsciousness, sometimes physical or financial forces, and for many other reasons. In that case, the concerned authorities should adopt strategical plans to reach the clients gradually.

Sex workers have to silently tolerate enforced sexual relations, unfair and perverted sexual orientations. But the sex transmitted diseases may spread from any source. Later, the chances of HIV/AIDS are increased. The above described issues should be considered as violence against women. But as sex workers, they do not have the rights to come under the violence against women incidents.

We should think about many such undecided liabilities. A pause is essential in the way of development. The liabilities, which are lying in front of us, should be made clear by taking experiences from the previous self-contradictory elements. Education, intelligence, conscience and softness of heart are essential to do the job. Then nothing will remain undecided anymore.

The Writer is:
Program Manager,
SANGJOG, PSTC.
e-mail:
shakila.m@pstc-bgd.org

Change is The Only Change

Sathasivam Thilakan

"I don't want to change" said the caterpillar munching, "Perhaps you'll change into something much more beautiful" said the wise old man, "That's impossible," said the caterpillar' "I'm already perfect ..."

-Lewis Carroll (Alice in Wonderland)

This is a time of historically unprecedented change for most organisations. Change, and the need to manage it well, has always been with us. Change is inherent to development. But people who work in an organization may still not like change. Each of those «routine» changes can be accompanied by tension, stress, squabbling, sabotage, turnover, subtle undermining, behind-the-scenes foot dragging, work show-downs, needless political battles, and a drain on money and time. In short, resulting in resistance to change. Pin-pointing the source of the resistance makes it possible to see what needs to be done to avoid resistance, or convert it into commitment to change.

Most people want and need to feel in 'control' of the events around them. Indeed, behind the rise of participatory management today is the notion that «ownership» counts in getting commitment to actions, that if people have a chance to participate in decisions, they feel better about them.

A second reason people resist change is what is called «Walking off a cliff blindfolded»; too much uncertainty. Simply not knowing enough about what the next step is going to be or feel like, makes comfort impossible. Then they resist change, "It›s safer to stay with the devil you know than to commit yourself to the saint you don›t".

A third reason people resist change is people are easily shocked by decisions or requests suddenly sprung on them without groundwork or preparation. Their first response to something totally new and unexpected, that they have not had time to prepare for mentally, is resistance.

A fourth reason peoplebecome conscious that the change will change the familiar routines and habits. Fifth reason if accepting a change means admitting that the way things were done in the past was wrong, people are certain to resist. Nobody likes losing face or feeling embarrassed in front of their peers.

Sixth reason people resist change because of personal concerns about their future ability to be effective after the change: Can I do it? How will I do it? Will I make it under the new conditions? Do I have the skills to operate in a new way? These concerns may not be expressed out loud, but they can result in finding many reasons why change should be avoided.

Seventh reason may be connected to their own activities. Change does sometimes disrupt other kinds of plans or projects, or even personal and family activities that have nothing to do with the job, and anticipation of those disruptions causes resistance to change.

Eighth reason change is that change is simply more work. The effort it takes to manage things under routine circumstances needs to be multiplied when things are changing.

The ninth reason people resist change is negative: the cobwebs of the past that get in the way of the future. Unresolved grievances from the past rise up to entangle and hamper the change effort.

The last reason people resist change is, in many ways, the most reasonable of all: sometimes the threat posed by the change is a real one. Change requires faith that the new way will indeed be the right way. If the leaders themselves do not appear convinced, then the rest

of the people will not budge. The key to resolving the discomfort of uncertainty is for leaders to demonstrate their commitment to change.

It is essential when managing a change, to make sure that people do feel competent, that there is sufficient education and training available so that people understand what is happening and know that they can master it; that they can indeed do what is needed. Positive reinforcement is even more important in managing change than it is in managing routine situations.In addition people also need a chance to practice the new skills or actions without feeling that they are being judged or that they are going to look foolish to their colleagues and peers. They need a chance to get comfortable with new routines or new ways of operating without feeling stupid because they have questions to ask.

The leaders should make sure that people are given credit for the effort they are putting in and rewarded for the fact that they are working harder than ever before. They can recognize that the extra effort is voluntary and not take it for granted, and thank people by providing recognition. The leaders should listen to the past resentments and repair the past rifts.

Change is also a tremendous opportunity. But even in that opportunity there is some small loss. It can be a loss of the past, a loss of routines, comforts, and traditions that were important, may be a loss of relationships that became very close over time. Things will not, in fact, be the same any more.

"A philosophy professor gave an unusual test to his class. He lifted his chair onto his desk and wrote on the board simply: «Prove that this chair does not exist.» The class set to work, composing long complex explanations - except one student, who took just thirty seconds to complete and hand in his paper, attracting surprised glances from his classmates and the professor. Some days later the class received their grades for the test. The student who took thirty seconds was judged the best. His answer was, «What chair?»

The leader should think out of the box... Switched on... Quick thinker...to execute the change...

The Writer is:
Country Director,
MDF Bangladesh.
e-mail:
st@mdf.nl

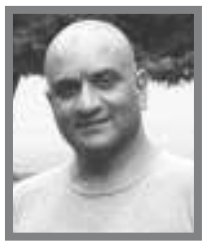

According to this load analysis, we're overweight by one hundred and fifty pounds. Any suggestions?

Adapted from cartoonstock.com by: Ridthi

Dear young friends, there is a time in life everyone has to pass through which is also known as 'teenage'. This teenage is basically from 13-19 yers of age. Sometimes it is called adolescent period which is very sensitive. During this period, some physical as well as emotional changes occur which are at times embarrassing. We have introduced this page for those young friends. Do not hesitate to ask monotheistic or psycho-social questions as well as questions related to sex, sexuality and sexual organs in this page. We will try to give you an appropriate answer. You may send your queries to the below address and we have a pool of experts to answer.

youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

1. *Question: Immediately after my Honors exam, I was married to a boy of my parent's choice. The boy is 10 years older than me. I could not continue my studies after my marriage. I had to go away to Chittagong due to my husband's job. These days I feel very depressed seeing the pictures of my friends and my campus on the facebook. My husband loves me very much, but I still cannot concentrate on my family life. How to come out of this situation?*

Answer: Every human being has and will have got some satisfaction and some dissatisfaction in life. This is natural. But efforts are needed to remove the dissatisfactions. Discussion is needed. Effective measures are needed to be taken. As you are saying that you got married immediately after your honors examination means you have not done your Masters. If you would not have got married then, you too would have completed your Masters and got involved in a job. You are getting updates of your friends on the facebook. Some have completed their Masters. Some are in job. Again there may be some who are passing single life (not getting married). All these together, is life. If you feel bad for not being able to complete your studies, it is possible even after your marriage. Many are trying and are being successful. If you really want, take the initiative. Discuss this with your husband. I believe that if he is modern and progressive, he will support your desire. These days you can do your Masters in private or through distance learning. There is no reason for not being being able to concentrate on your family life. You two together plan your future. Think about and also involve your husband in your plans. His career, future plans, family life, future offspring, home, income and expenditure, savings, all these can be the agendas of discussion. You may feel that an 'inclusiveness' has grown among you two. Both of you are gradually getting closer. You have started trusting each other and life is looking different. You are leading an intimate, contended and fulfilled life.

2. *Question: I have a Hindu collegue. She is very beautiful. From the very first day at office, I saw her talking too much over phone. When asked, she would always say that her husband loves her too much. But she was not married. Some time later she said that he was not her husband, but her boyfriend with whom she has had a 6 year long relationship and two years of physical relationship. After few more days, I came to know that the person was her brother-in-law and had two kids. After all these they were blindly in love. Is there anything the girl can do?*

Answer: All these question and the descriptions are totally circumstantial. If the girl herself has not asked the question, the answer would also be incomplete. Again there are people who seek solution to their own problem in the name of others. The solutions may not be correct. On the other hand if someone really has asked the question, I would say it is an unasked for feeling of an over-inquisitive person. He has to come out of the situation. Inconsistency is evident in the chronological description of the situation. You might be annoyed over her excessive talking over phone. She might have made fun of your inquisitiveness and said that her husband love her too much and calls her frequently. Her answer has not been satisfactory to you and made more inquisitive and later on came to know that she is not married at all. That was her boyfriend and you did not stop to be curious about their long relationship. You took extra effort seeking to know how far the relationship has advanced, up to physical relationship or not? The confusion has come up with the introduction of the boyfriend as brother-in-law. I am not saying that such relationship is not happening in the society. There may be frequent examples. If you want to seek solution, you need to know the real problem. The girl surely has something to do and the girl herself has to come forward in this regard. Why are you asking for solution? Is the relationship with that girl is that of a colleague, or something else? And

bring up the issue whether the girl is a Hindu or a Muslim in such a problem is not appropriate. If you are really a well-wisher of that girl, you can suggest her to send question to this section. You too take care.

3. *Question: I married the boy of my own choice. It took a lot of time to convince the two families. I have a good job. Everyone in my in-laws are now putting pressure on me to take a baby and have also said that I have to give up my job to look after the child. My husband is quite supportive, but he also says at times what will happen after the baby comes. How can I make everybody understand that I want to work even after having the baby. If I could only get a solution!*

Answer: Liking, then love and ultimately the relation materialized into marriage. Everything is fine. Marriage finds completeness through the arrival of a baby. What is going to happen and when in your conjugal life is to be decided through discussion between you two. However, there is always a certain time to have a baby. Girls should have a baby before the age of 35. For girls it is a bit risky to bear a child after 35 years of age. Again at the age of 45 to 49 years, when you will have menopause, then you will no more have the ability to bear a child. This is also right that a career demands more time in the beginning. You have to decide the time for having a baby after considering these two factors. The best time for taking a baby is ..... And you have to decide the time through discussion. Yes, we live in a society and have a family, therefore there will be people who will express their interests. In this case, you set your goal without getting upset. And you can of course work after marriage. Many girls do. Many modern organizations have opened daycare center. You can shift your job to such an organization or you can convince your present organization to provide such facility or start such a service. Without having too much anxiety, you two plan together. You will find a solution to everything. We just have to get the solution. Take care and advance greetings for your new plan.

4. *Question: My best friend recently expressed his love for me, but he very well knows that I am into a relationship for last 6 years and I am very happy. I am trying hard to make him understand. Being a good friend he also does not want to leave me. What should the boy do?*

Answer: This question is similar to the second question. The boy himself has to find his solution. There might not be a solution if someone else tries to find one. Now, I want to analyze your question and look at your role. From your description your 'so-called' 'best friend' is not your friend at all. You said, he knows about your 6 years relationship and that you are happy. Even after that he expresses love for you and his inability to move away. If this is it, he is not your friend. A sense of revenge is working inside him and is desperate to get you and that is why he is always around you. It seems he is also getting some lift and pampering from you too. As you need to get close to someone, similarly you also need to move far away, if necessary. You should severe your relationship with that boy and your role should be to not to keep any relationship with such a 'friend' which will help you to be happy and hold on your family. However, before taking such a final decision you can sit with him for one more time. You can try to make him understand and can withdraw yourself letting him know about your decision. I believe, you will be better of.

5. *Question: Can I have a relationship even after marriage? If I don't get physically involved, will a mental relationship be an extra-marital affair?*

Answer: From your question itself, it seems you are confused. And your question is neither 'clear' nor 'complete'. Let me give the answer to your first question. Our society is not only of husband and wife (after marriage). There are many other people in the society and family, there are many kinds relationship which are very necessary. You have to only know what is your role in which relationship. If you are clear and distinct, you can keep a relationship, but it is not prudent to maintain any parallel relationship particularly like the one which is created through marriage. In the second part of your question, you have mentioned two things. One is the mental relationship and the other is extra-marital affair. To tell you straight, no relationship lasts without mental involvement. And extra-marital affair literarily means an illicit, illegal or unsocial relationship. You said, 'if it is not physical'. If the relationship is not physical, then the word 'extra-marital' is not applicable. A complete answer to your question cannot be provided. If you want to know more, clarify your question so that the right answer can be given. If you have any query even after this, you should consult a trained counselor.

MEMOIRE

Gitali Hassan

Commander (retd) Abdur Rouf was the founder of Population Services and Training Center (PSTC). He left us almost four years ago. Commander Rouf has left behind some memories, many works and his ideals for us. We want to remember him in his works (writings) through evaluation. We know, he was an educationist, one of the accused in the Agartala Conspiracy case, a freedom fighter, an organizer, a naval commander and an NGO worker. In addition to that he was a writer. Many may not know much about his literary genius. Notable books written by him include: Agartala case and my mariner life; My childhood and student politics; Bon theke Bondor (From forest to ports); Tunes of monochrome; and Bathing in freedom (Mukti snan). But the historical novel "Corbett's Kanya" (Corbett's daughter) and "Matangidadevi Opokkhyan" (Matangidadevi episode) made him most talked about and well-known.

Below are excerpts from the discussion by intellectuals about the historical novel "Corbett Kanya".

Bimlendu Bhattacharya

retired professor, West Bengal, India

After reading the respected Abdur Rouf 'Corbett's Kanya" that came in my hands, I was fascinated. The reason for the surprise is, firstly the 'topic selection'. He has authored a forgotten chapter on which amazing match extends to today's social order. Secondly, Corbett's daughter indicates the future-consciousness of the current society.

As a background, about fifteen hundred years ago, this township of present day Bangladesh has been developed for about five generations in the eastern part of the Brahmaputra river, in the combined basin of the Brahmaputra Meghna of Assam-adjacent Brahmaputra. Here the non-Aryan communities of Tantric Buddhist, Brahmins and Vaishyas lived together in the north and south of the Brahmaputra. They occupy important positions in mutual peaceful coexistence, especially in the fields of agriculture, fishery, cultivators, working people and in different occupations.

Needless to say, the book written by respected Abdur Rouf has not only fascinated me, but rather has been food for thought. Above all, his history based writings demand the reader's unwavering praise and gratitude. Because geography has not been completely replaced by history. I believe that this timely writing will be considered as a historian-reader's must read.

Tapan Bagchi

author

In this Bengal, readers of ancient history became very important when writing novels in the last few years of the reign of Kumar Gupta, i.e. in the year 450 AD. At that time, the state of the kingdom of Madhupur, Bhawal, Shibpur, Palashtoli, Panchabati and Dhaka were included in the Sambhar district. Sambhar is now evolving Savar. Besides the spread of Buddhism in this region, the so-called Brahminist culture was also growing. At that time, beyond the boundaries of religion and culture, the symbol of life and prosperity became the symbol of the daughter of the Corbett Mayawati. At this time, Abdur Rouf's novel 'Corbett Kanya' has been developed with Mayawati and her love story. He wrote a novel about the culture of 'Corbett', a contemporary of a populace of Kumar Gupta.

The novel relates Mayawati's love of scholar Udayman and later her marriage with Bhuddist Saint Arkdas of Koch dynasty in Buddhist rituals. The repression and discrimination against women in that era is evident in this novel. It was customary for a girl to get marriage before the age of 15.

In this novel, we get the history, geography, society and culture. Even the then medical system is also written as a story in the novel.

The Writer is:
Dramatist,
Film Director &
Litterateur
e-mail:
gitalihasan@
gmail.com

Development of Health, Sanitation and Healthy Practices Management and Women Empowerment

Population Services and Training Centre (PSTC) has been working on health, population, development of adoloscents and women empowerment for a long time. In continuation of this, the organization launched a project named 'Development of Health, Sanitation and Healthy Practices Management and Women Empowerment' at the Chonpara Rehabilitation Centre, Narayanganj, assisted by Action Aid Bangladesh and financed by Kaduri Charitable Foundation. Chonpara Rehabilitation centre is situated beside Shitolokkhya River at Kayetpara union on Rupganj upazilla in Narayanganj district. The rehabilitation centre is established on nearly 96 acres of lands. The present population is nearly 45000 (according to 2016). The rehabilitation centre is devided into 9 blocks. The Chonpara Rehabilitation center, initiated by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and established in 1975, has been facing various social problems from the beginning of its journey. Different non-government service organizations have been working in the area for a long time, but sanitation, safe drinking water, sewerage, garbage management, health service and health practices, heath care of adoloscents, child marriage, multi-marriage, family violence, use of drugs and many others problems are existing in the area due to the huge population on a comparatively smaller area.

The project tenure was 30 months (from 1 March, 2016 to 31 August 2018). PSTC formed CBO Committee with the coordination of local influential people and ensured their direct and indirect participations. PSTC initiated to idenfy and solve the problems with the assistance of local people. Nearly 2440 people of 1, 2 and 4 number blocks are now enjoying safe drinking water as the project set up three sub-mergible pumps. 2126 women, men, adolescent and children are enjoying sanitation facilities as 6 three roomed heathier latrines were set up at 3, 5 and 6 number blocks. 5370 people are enjoying sewerage and drainage facilities due to the construction of 2518 feet drain at 2, 3 and 5 number blocks. 4200 families have been brought under garbage management due to the supply of 4 vans, trollies and other equipments at 1, 4, 5 and 6 number blocks. Awareness was raised among 5682 men, women and adoloscents through reflect circle sessions, CBO meetings, violence against women prevention committee, various awareness raising programmes. Awareness on gender, reproduction health and various social issues was raised among 750 men, women and adolescents through forming 20 reflect circles at different blocks of Chonpara so that women and adolescent girls can be educated, conscious and self-confident. A total of 302 women and adolescent girls were trained on tailoring, hand-bag making, photography, mobile servicing, electric wearing, confectionary, computer and beautification. 152 women were trained on business management to run any business after receiving training.

Project Objectives:

1. Develop the environment through introducing safe drinking water, sanitation, drainage, garbage and health practices at the project area.

2. Decrease violence against women through raising social awareness, positive aspects and behaverial changes at Chonpara area.

Summery of project activities:

Considering the goals and objectives of the project, the activities are devided into two parts. Supply of safe drinking water, setting latrines to develop sanitation system, setting drainage and garbage management are ensured through setting up sub-mergible pumps under the environmental development activities.

Disaster Tolerance Project in Urban areas

Earthquake is peeping at the corner. Dhaka dwellers may become penniless anytime in a terrible attack of earthquake.

A UNDP led research said in 2009 that any 7.5 richter scale earthquake at Modhupur Falta of Tangail, which is adjacent to Dhaka, will affect more than 150 thousand people and houses of the capital city. In reality, we do not have any urban-based experience regarding the situation if Dhaka is affected by a 7 richter scale earthquake. Professor of BUET, Mehedi Hasan Ansari said that Bangladesh is waiting for an earthquake like the earthquake in 1897, which is in richter scale measurement 8. We all are busy. Our preparation to these types of disasters are very little, comparing what is demanded.

- Dhaka South City Corporation has a lot of old buildings and narrow roads.
- Most of the new buildings are not constructed with earthquake resistance capacity.
- Most of the people are living in different dangerous situations with various risks.
- The budgets do not have any allotment to identify disaster risks, form planning and work plan to reduce the existing risks in Ward levels. At the same time, people have lack of awareness against disasters.
- The possibility of more casualty is feared as there is no measures to raise awareness among school going students of the area regarding natural disasters and earthquake.

Ward Disaster Management Committees have already been established in 4 wards under the project. The committees will play their principle roles in Ward levels during any disastrous situation. Many hospitals do not have experience to manage any major casualty incident in local level. The project is primarily preparing Mugda General College and Hospital and Manowara Orthopedic and General Hospital to face earthquake disaster. Children will be the most affected during any major disaster. The project selected 4 schools to raise awareness among children regarding the risks of earthquake and prepare them accordingly. All people, involved to these 4 schools, will know about earthquake and they will know how to face an earthquake.

Inform all concerned authority (TEO, ATEO, school teacher, school management committee and SLIP Implementation Committee) about the School Level improvement Plan (SLIP) guideline and SLIP implementation strategies through training so that a part of the SLIP can be effective to increase the disaster risk tolerance, so that it can be useful to form school-based development planning on the issue.

PSTC Complex, Gazipur

PSTC Complex was established on nearly 5acres of lands beside Mirzapur Union road at Masterbari, which is only 9 km awayfrom the Joydebpur intersection on Dhaka-Mymensingh highway and adjacent to the Bhawal National park. The Complex is situated at the former Kaolotia Union and the present one holding number of 22 number ward under Gazpirpur City Corporation. The area is surrounded by tree grove, which was raised hundreds of years ago. There are Bhawal National Park, Bangabandhu Safari Park and many other picnic spots and resorts. After the establishment of Gazipur City Corporation in 2013, many industrial factories, garments factories and many other export-oriented organizations are being set up in the area. As a result, many people are going there to live in. But the number of health service and advising organizations has not increased accordingly.

Considering the situation of local people, the dream person of PSTC, late Commander (rtd) Abdur Rauf laid foundation of PSTC Complex in July 19, 1999. Later in 2000, honorable late President (when he was LGERD minister) Md Zillur Rahman inaugurated the PSTC Health Service Clinic bhaban, which is still the most reliable health service organization to people in the area. Later in 2010, another building on a huge ground was constructed beside the PSTC Complex. The new building is providing facilities to different international and local organizations with facilities of holding meeting, seminar, training and many other programmes in a peaceful environment. Along with the wide corridors, the ground floor of the building has 4-beded 8 rooms, the first floor has 14 double bed air-conditioned rooms, 2 VIP rooms and a conference room while the second floor has conference room for 200 people along with partition facilities. Besides, there are two tin-shed buildings and a rest-shed, which bear the appearance and aristocracy of the village.

The Health Service Clinic is famous for its' nice environment, skilled employees and youth-friendly services. It has a huge network connection, more than 30 secondary level educational institutions, 29 communities with 10/12 ready made garments factories. The clinic provides services to street children, floating residents, small businessmen, factory workers, floating sex workers and transport workers. The employees are contributing with respects to the principles of PSTC. 3 projects of PSTC is now under implementation work. Among the projects, Unite for Body Rights – UBR and SANGJOG are being implemented with financed by donor agency Netherlands Embassy and Hello I Am – HIA project is being implemented with the assistance of international organization Rutgers. 27 officials and employees and 39 volunteer/ organizations are now working under the three projects and the training bhaban.

Under the implementing projects, child, adolescent, mother and infant health, preventing child marriage, sexual harassment, menstrual health management, birth control services are the most important services. Protecting oneself and raising awareness against the deadly disease HIV/AIDS is also contributing for the popularity of PSTA to all people, including district level communities.

Considering the menstrual service issue, PSTA formed an effective Youth Forum and their training is continuing the production supply of hand-made sanitary napkins. As a result, these products have become available to community women with a lower price and menstrual diseases havedecreasedwith a hopeful aspect.

MISHD Project

Project Name:

Marketing Innovations for Sustainable Health Development (MISHD) Project.

Donor: USAID

Partner: Social Marketing Company

Duration of the project:01 November 2016 to 31 July 2021

Working Area (District and Union): 157 unions under 16 Upazilas of 5 Districts (Kishoreganj, Narsingdi, Munshiganj, Noakhali and Lakshmipur)

Goal:

Contribute to sustained improvements in the health status of women, children and families in Bangladesh by increasing access to and demand for essential health products and services, using social marketing tools and concepts through the private sector.

Objectives:

- To make aware and change towards healthy behavior of the Married Women of Reproductive Age (MWRA) and Care Givers
- To sensitize and make aware of the husband of MWRA
- To sensitize and make aware of the school attending adolescents (13-19 aged) on health and hygiene messages at school premises;
- To make aware the community influential persons in support of the program through advocacy meetings and IPCs;
- To develop a network of Community Sales Agent (CSA) and make public health priority products available at community level through them.
- To make aware the newlywed couples the message on family planning and delaying childbirth and HTSP.
- To orient & motivate Marriage Registers (Kazi) on increase the knowledge on delay marriage & HTSP
- To raising community awareness by observed different Days and events through rally, discussions and others innovative activities.

Major Activities:

- Union & Upazila Level Advocacy Meeting
- Meeting with MWRA & Caregivers
- Meeting with Newlyweds
- Meeting with Marriage Registers
- School based Activities with Adolescents Girls & Boys
- Mobile Film Program
- Day/Week Observation
- Capacity building of Community Sales Agents (CSA) and products marketing

Target Beneficiaries:

- Married Women of Reproductive Age (MWRA) & their Husbands
- Care Givers of <5 children
- School attending adolescents (13-19 aged)
- Community influential persons
- Community Sales Agent (CSA)
- Newlyweds
- Marriage Registers

Some Achievements of Project:

- 106289MWRA were contacted through group meetings.
- 46074 Caregivers were contacted through group meeting.
- 16407School adolescents were contacted (girls 12589, boys 3818) through school adolescents program
- 1670 effective referrals for LAPM
- 10 schools turned as information hub for adolescents
- 681newlywed couples contacted
- 112 Marriage Registers contacted
- 2317 Community Advocates were reached through Advocacy Meetings
- 64 Days and Events were observed
- Lakshmipur PSTC Notundin and Munshiganj PSTC Notundin awarded 2nd best stall and Kishoreganj PSTC Notundin awarded 3rd best stall in their own District Family Planning Fair 2018.

Community Paramedic Training Institute (CPTI)

Maternal and Child mortality rate in Bangladesh is still significantly high. In this regard, the government of Bangladesh has taken the initiative to provide skilled health services at community level through Community Clinics. But there are huge shortage of skilled Community Paramedics in Bangladesh. In order to ensure maternal and child health care in rural areas of Bangladesh Ministry of Health and Family Welfare approved a policy on Community Paramedic Course to develop cadre of skilled community health workers in the year 2009. Under this regulation, PSTC has initiated the 2-years long course 'Community Paramedic Training Institute (CPTI)' on 2012 with the permission and affiliation of the Nursing and Midwifery Council of the Ministry of Health and Family Welfare of Bangladesh. The aim of PSTC's CPTI is to develop 'skilled paramedics' so that they can serve people who are poor and socially disadvantaged in the rural area of Bangladesh that will contribute towards the vision of PSTC 'improve quality of life of disadvantaged people of Bangladesh'.

Objective: To assist the Government of Bangladesh in developing skilled community health workers for the implementation of government's health program particularly ensuring Primary Health Care Services.

The CP Institute of PSTC

PSTC has a well-equipped class-room facilities with libraries, practical training and residential facilities at Aftabnagar, Rampura, Dhaka to conduct the CPTI course. A group of expert health professionals are assigned as faculty-member. Students who has completed Secondary School Certificate (SSC) or equivalent are eligible to apply for this course.

The 2 years course of CPTI consisted of 4 semesters and the session starts from July every year. Total Course fee is Taka 84,000/student divided into 4 semesters as Tk. 26000, Tk. 16000, Tk. 16000 and Tk. 26000 respectively.

There are 12 modules under the Community Paramedic course as below:

Anatomy, Physiology, Pharma-cology and Microbiology;

Behavior Change Communication and Gender;

Reproductive Health 1- Safe Motherhood, ANC, Delivery Care, PNC, EOC, Maternal Nutrition and Neonatal Care;

Reproductive Health 2- Family Planning, Management and treatment of Unsafe Abortion, MR;

Reproductive Health 3- RTI/STI, HIV/AIDS, Adolescent Health care, Sterility, Gynecological Health Problem;

Child Health Care- ARI, EPI, Child Growth and Nutrition;

Control of Infectious Diseases, Emerging and emerging diseases;

Limited Curative Care;

Acquire Skill and Checklist;

Midwifery;

Learning of Arabic language; and

Learning of English language.

Certificate: On successful completion of CPTI course, students are awarded with certificate from Bangladesh Nursing and Midwifery Council.

Till date 105 students are graduated from the institute and are serving to ensure the Sustainable Development Goal: healthy lives and promote well-being for all at all ages of the people of Bangladesh.

PSTC organizes sponsorship to support the student of CPTI every year. The IKEA Foundation is supporting the students of 2017-1018 session. Student will get admission by July 2018 for the 2018-2019 session.

SANGJOG

SANGJOG a program in Bangladesh has focused on better SRHR for young people vulnerable to HIV, this program is a partnership initiative of Population Services and Training Center (PSTC) and Population Council (PC) with the support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands. This Narrative Progress Report covers for the period of July 2017 to December 2017 of SANGJOG, a 2-year project that has been implementing since December 2016 and will be continued till November 2018. The project is covering seven districts of Bangladesh namely Dhaka, Gazipur, Chattogram, Cox's Bazar, Jashore, Kushtia and Dinajpur.

The overall goal of the project is to increase the Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) to vulnerable young key people in Bangladesh through increasing better sexual practices and utilization of SRHR services by young people aged 15 to 24 years among the target groups of transport worker, pavement dwellers/street children, floating female sex workers and young people engaged in small trades and work as labor.

In the reporting period 25,296 VYKPs' attended sessions for the first year 2017 for increasing awareness and health seeking behaviour of VYKP on SRHR and HIV services. SANGJOG supported the health care needs of 13,178 numbers of young people through referral services. Also 168 number of service providers were capacitated from the identified 16 health services centers on SRHR and RTIs/STIs and HIV/AIDS as per national standard protocol. 553 number of stakeholders that SANGJOG reached from different level that include community leaders, political leaders, government stakeholders to create enabling environment.

SANGJOG aims to make a significant change to the integration of vital sexual and reproductive health and rights (SRHR) interventions and is working on to generate important evidence to aid the broader SRHR/HIV integration movement. During the period of July-December 2017, with the recommendation of government district authority of Cox's Bazar, SANGJOG has taken initiative to incorporate the SRHR needs of the Rohingya Refugee in Bangladesh considering their vulnerability to HIV/AIDS. In the reporting period there are 13,526 health services provided to the Rohingya refugees including 5701 male and 7825 female along with a HIV positive patient. Stigma still remain for the People Living with HIV/AIDS (PLHA) which is a barrier for getting treatment

At the age of 19 and 21 years two brothers Rahsed and Rubel (pseudo name) are working in a workshop as laborers. Their father worked in abroad as migrant workers. 7 years back he returned back due to his illness. Since then they were struggling his father's treatment. His father was informed about his HIV positive status at abroad and owing to cause he returned back. He tried to disclose his status to his relatives but in spite of getting support their whole family was stigmatized. During the discussion session on HIV/AIDS in a Peer Education session, Rashed and Rubel discussed their sufferings particularly about to get treatment support. In discussion with SANGJOG supervisor it was found that they were tried to get treatment from the outdoor department of Medical College Hospital but they unable to get access to VCT center. With further discussion, it seems that his father did not disclose about his status in the outdoor department due scariness. At that time his father in bed ridden. With suggestion and address from Peer Educator, they went to the VCT center. It was found that except his mother other family members are free of HIV infection. Unfortunately their father died within a month due to secondary complications as he was not with Anti-Retroviral Therapy (ART). Now their mother is getting ART support and is in good health.

Advancing Universal Health Coverage (AUHC)

PSTC is a not for profit NGO working for improving quality of life of disadvantaged people of Bangladesh. Currently, the whole programs/ activities of PSTC is divided into 5 theamatic areas of which Population Health and Nutrition (PHN) is one of them. Under the Population Health and Nutrition (PHN), Advancing Universal Health Coverage (AUHC) Project funded by USAID is pioneer and prominent one to PSTC in providing health services directly to the customers.

PSTC-AUHC is providing ESP services through 24 (5 ultra and 19 vital) static clinics (14 in Dhaka + 10 outside Dhaka), 346 satellite spots and 168 CSPs in its assigned 13 wards of Dhaka City Corporation and 6 Municipalities outside Dhaka having an approximate 1,832,853 catchment population.

Providing ESD service to the community through static clinics Satellite Clinic. Conducting Health education, motivation, community group meeting including SHCSG, IPC, Behavior chance communication, follow up, referral, advocacy meeting and counseling.

ESD Service includes: Child Health, Maternal Health, Safe Delivery (C/S & NVD), Family Planning, Communicable Disease Control, Limited curative Care, Diagnostic/Lab Service with Ultrasonography, Health Care Mart/Pharmacy and Ambulance Service.

Objectives: The objectives of PSTC-AUHC for the proposed period will be as follows for achieving its goal:

To continue ESP services through the ongoing static, Satellite clinics and CSPs by maintaining Coverage and Uptake, Quality, Equity and Institutional strengthening as per the instruction and suggestion of the donor agency.

To expand the ongoing range of ESP services through the clinics involving different groups of people in the community especially the poor and vulnerable.

To improve the quality of ESP services provided at the clinic and community level.

To increase the use of ESP services provided by the service delivery outlets especially for the poor.

To increase the capacity of the organization to sustain the clinic and community based service provision, institutionally and financially.

To increase the capacity and skill of the project to coordinate with GOB and other stakeholders and to expand the role of NGO as providers of ESP services within National Health System.

Working Area: 13 wards of DCC & One peri urban Badda and 6 municipalities outside Dhaka (Bhairab, Kishoreganj, Narsingdi, B. Baria, Siddirgonj under Narayanganj Sadar upzila of Narayanganj District and Madhobdi) and 3 upzila (Belabo, Monohordi and Raipura) under Narsingdi district.

Project Duration:

1st Phase: August '1997 to June '2002 (UFHP/USAID)

2nd Phase: July '2002 to Sep '2007 (NSDP/USAID)

3rd Phase: Oct' 2007 to Dec '2012 (SSFP/USAID)

4th Phase: Jan' 2013 to Sep '2014 (NHSDP/USAID)

5th Phase: Oct' 2014 to Dec '2017 (NHSDP/USAID-DFID)

6th Phase: Jan' 2018 to July '2018 (AUHC/USAID)

Performance of PSTC-AUHC (Last Year Jan' 2017 to Dec' 2017):

Total number of Customers	**686484**
Male	125257
Female	375771
Child	185456
Total Service Contact	**1229080**
Total Child Health	293315
Total Maternal Health	225991
Total Family Planning	470306
Total Other Health	137793
ANC	61680
PNC	16349
NVD(Institutional)	1378
C/S	605
USG	7117
BCC (attendance)	41295
BCC (# of sessions)	2839
Cost Recovery	61%

Creating Spaces to Take Action on Violence against Women and Girls

PSTC has been implementing Creating Spaces to Take Action on Violence against Women and Girls (CS) Project since 2016 at 3 Upazilas of Faridpur district with supported by Oxfam GB and Finance by Global Affairs Canada.Creating spaces is one of the projects of PSTC which addresses the issues like, Violence against Women & Girls (VAWG) and Child, Early or Forced Marriage (CEFM), aiming to raise awareness, empowering VAW survivors, engaging youth, strengthen religious & community actors, facilitating greater access to services and increase knowledge.

Through this project PSTC will directly support 1799 women and girls who have experience on violence and child marriage and will reached 71652 population indirectly in Bhanga, Madhukhali and Sadarupazila of Faridpur district up to 30th September 2018.

Project Goal isreduced violence against women and girls and reduced prevalence of early and force marriage in Bangladesh.

Objective of the project:

- Strengthened engagement of key religious, community, private sector and political actors and youth in advancing women's leadership, women's rights and in reducing violence against women and girls.
- Greater access to support services and economic opportunities for women and girls affected by violence and early and forced child marriage
- Increased use of innovative knowledge, including best and emerging practice, and accountability systems by partners and influencers to end violence against women and girls

Outcome 1: ENGAGING KEY COMMUNITY ACTORS TO SUPPORT AND PROMOTE POSITIVE GENDER NORMS

1.1:Strengthened engagement of key religious, community, private sector and political actors and youth in advancing women's leadership, women's rights, and in reducing violence against women and girls

1.2: Increased knowledge, skills and capacity of Influencers to enact and implement laws, policies and accountability mechanisms to reduce VAWG and the prevalence of CEFM

Outcome 2: SUPPORTING WOMEN AND GIRLS WHO HAVE EXPERIENCED VIOLENCE

2.1: Greater access to support services and economic opportunities for women and girls affected by violence and child, early and forced marriage

Outcome 3: BUILDING KNOWLEDGE AND CAPACITY OF INSTITUTIONS AND ALLIANCES TO INFLUENCE CHANGE

3.1: Increased use of innovative knowledge, including best and emerging practice, and accountability systems to end VAWG

Hello, I Am

Bangladesh has received world attention for its very high rate of child marriage. Here, child marriage has been defined as any formal marriage or informal union before18 years of Age for girls and 21 years for boys. According to the Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 2014, the rate of child marriage (among the women who are currently aged between 20-24 yrs) has declined to 58.6 percent from that of 73.3 percent in 1993.The Multiple Indicator Cluster Survey (MICs) data also shows the declining trend of child marriage. The MICS 2012-2013 shows that52.3 percent women(who are currently aged between 20-24 years) has got married before 18 yrs. which was64.1 percent in 2006(BBS, 2014). This gives the impression that the child marriage rate in Bangladesh is declining very slowly. As an inevitable consequence of child marriage, the girls start to discontinue from education and become pregnant. This child marriage induced discontinuation of education and teenage pregnancy violate the rights of girls, with life threatening consequences in terms of sexual and reproductive health. The high prevalence of child marriage also resulting in low socioeconomic status, high level of fertility and perpetuating the cycle of poverty and reinforcing the gendered nature of poverty.

Several agencies of the Government of Bangladesh and different national and international agencies are working to combat this problem of high child marriage rate in Bangladesh. As part of this effort, PSTC acting as a host as well as implementing agency of Hello I Am project with other two implementing partner organization, DSK and RH Step. Rutgers, providing technical support and project funded by IKEA foundation, Netherland.

The Hello, I Am programme incorporates the following strategies in a multi-component approach:

- Edutainment: National TV and radio programs for parents and young people to raise awareness of alternative behaviors, attitudes, or beliefs and to provide support and advice. Edutainment will be enhanced through moderated intergenerational dialogues and helplines to inform and support parents and young people
- Meaningful Youth Participation, as part of an inclusive, rights-based approach: to ensure that interventions address the sexual and reproductive health and rights of young people in a youth friendly manner, and that interventions are (co)led by young leaders, facilitators and counselors
- Local advocacy promoting change in social norms, through engaging traditional and religious leaders, awareness raising and the creation of networks.

The programme will be underpinned by a Positive Deviance Approach which focuses on modeling positive behavior and community-based problem solving with regard to early marriage.

Vision and outcomes

Hello, I Am envisions a supportive social environment that enables adolescent girls to enjoy their sexual and reproductive health and rights, free from all forms of child marriage. In the long term, fewer girls will be married before the age of 18, first pregnancies will be delayed and more adolescent girls will remain in school.

Target group and beneficiaries

The programme will work with young people and their social environment, including parents, community members, and religious and community leaders.

Working Areas of HIA:

HIA is working in 6 Upazilla of PSTC, RH Step and DSK:

PSTC: Gazipur and Chottogram
DSK: Durgapur and Moddhonagar
RH Step: Savar and Mymensingh.

Unite for Body Rights (UBR)-2

PSTC has been implementing the UBR project since September 2010 at Gazipur and Chittagong city corporation areas with cooperation of Simavi and Rutgers fund of the Embassy of the Kingdom of Netherlands. 2nd phase of UBR project has started from 2016 at same working areas and reached 56,173 students and adolescents from 68 schools, madrashas and local communities. Through youth friendly clinic project provided health service near about 126332 population where emphasis for adolescents and youth SRH services.

Project Goal is,All young people, living in poor rural and (semi) urban areas in 12 upazilas, irrespective of their age, gender, social background or sexual preference know their rights, take informed decisions about their sexual reproductive health and have access to high quality, youth friendly sexual reproductive health services within a supportive socio-cultural and political environment.

Objectives of the project is to Increase knowledge on Sexual and Reproductive Health & Rights through aware of their SRH rights and have knowledge and skills to make informed decisions regarding their sexual reproductive health, toIncrease Youth friendly Sexual and Reproductive Health Services for have access to SRHR services that adhere to the national standards, to Create Enabling Environment through SRHR friendly supportive enabling environment ensures sustainability of access to YFS and CSE Contribute to the development of (national) governmental policies and programmes that include youth-friendly SRH education and services.

UBR project has been implementing to achieving 4 outcomes of the projects. Those are as follows;Outcome 1: Young people (10 – 19 year) living in rural and (semi) urban areas in 12 upazilas are increasingly aware of their SRH rights and have knowledge and skills to make informed decisions regarding their sexual reproductive health, Outcome 2: Young people (10 – 24) living in poor rural and (semi) urban areas in 12 upazilas have access to SRHR services that adhere to the national standards, Outcome 3: An increasing SRHR friendly supportive enabling environment ensures sustainability of access to YFS and CSE in 12 upazilas, Outcome 4: Contribute to the development of (national) Governmental policies and programmes that include youth-friendly SRH education and services.

Strategies of UBR project are; Creating access to SRHR information through in and out of school session, Creating access to quality YFSRH through UBR health clinics and ensuring Government clinics comply to national standards, Raise awareness amongst (community) stakeholders and build their capacity to support and advocate for provision of SRHR education and services, ensure meaningful youth participation through youth forum and youth center activities.

Main activities of UBR project are; Train teachers to deliver Comprehensive Sexuality Education in schools, Train Youth Organizers to deliver Comprehensive Sexuality Education at community, Provide Youth Friendly Sexual and Reproductive Health Services through UBR health clinics, Train health workers on Youth Friendly Service Delivery according to national standards, Train local female entrepreneurs on MHM messaging and Youth Friendly sales techniques, Organize SRHR sessions for adolescents, youth, parents, men, community and Government stakeholders, Build capacity of community stakeholders and young people to initiate advocacy activities at local level, Advocacy for inclusion of CSE in Teacher Training Curriculum and of YFSRHR service provision in national Health Worker Training Curriculum, established youth corners at schools, madrashas and govt. health facilities.

Urban Primary Health Care Services Delivery Project (UPHCSDP)

The Local Government Division had been implemented two projects namely Urban Primary Health Care Project (1998-2005) and Second Urban Primary Health Care Project (2005-2011). Evolving from previous two projects, the Local Government Division has been implementing Urban Primary Health Care Services Delivery Project (July 2012 to June 2018) with the financial support of Asian Development Bank, Swedish International Development Cooperation Agency and the United Nations Population Fund. PSTC Implementing the urban project since 1998. PSTC has been providing ESP+ services through 17 Static and 34 satellite clinics and 5 CRHCCs in 5 partnership areas under Dhaka (South), Rajshahi and Gazipur City Corporation. Each PHCC serves a population of around 50,000 and the CRHCC provides reproductive and Emergency Obstetric Care (EOC) services. Under this project, all primary health care components of Essential Services Package (ESP) have been incorporated which contains; maternal care, population and family planning services, neonatal care, child health care, reproductive health care, adolescent care, nutrition, communicable and non-communicable disease control, limited curative care, behavior change and communication, diagnostic services and emergency transportation, Violence against women etc.

Major Activities

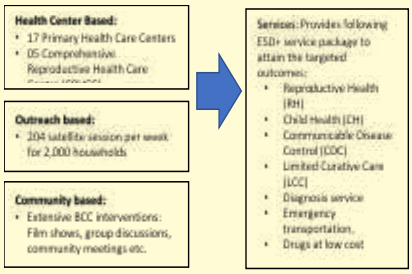

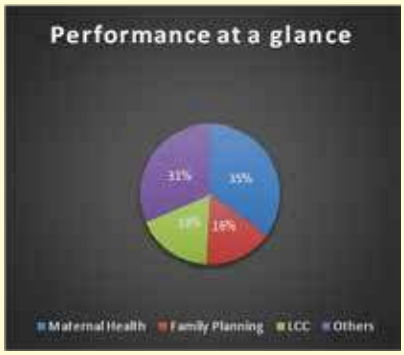

From January 2013 to March 2018, PSTC provided 7,361,925 services to 3,891,370 customers. Among which 996,868 were provided services for child health, 2,881,269 for Reproductive Health, 3,483,788 in other health services i.e. LCC, CDC, diagnostic services etc.. Besides project provided 2,296,920 full free services to least advantage people which is 31% of total services.

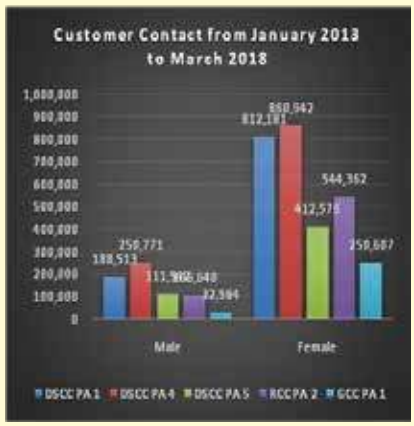

OSTOGEN®

Calcium, Vitamin C Vitamin D & Minerals

Refreshing Everyday

- Improves bone health of all age groups
- Reduces the risk of Osteoporosis & Scurvy
- Increases protection against Cold & flu infections
- Helps in collagen formation
- Boosts immune system & antioxidant activity

Clavusef®

125 mg & 31.25 mg Tablet
250 mg & 62.5 mg Tablet
500 mg & 125 mg Tablet
70 ml Powder for Suspension
(125 mg & 31.25 mg/ 5ml)

Cefuroxime BP & Clavulanic Acid USP

Keeps cefuroxime working for future

- **Restores the efficacy of Cefuroxime**
- **Provides synergistic effect against resistant pathogens**

US FDA Pregnancy Category B

1st time in Bangladesh

Alu-Alu Strip in Alu-Alu Sachet

FURTHER INFORMATION IS AVAILABLE FROM:
Opsonin Pharma Limited
Product Management Department, Opsonin Building
30 New Eskaton, Dhaka 1000, Visit our website: www.opsonin-pharma.com

"Like" us on
facebook
.com/OpsoninPharma

Opsonin
Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

n2SYS
IT IN A BOX
All of your IT solutions in one place
Infrastructure Development
-Server Setup
-Establish Network
-Cloud Support
-Post Installation Services
Security
-CCTV
-Access Control
-Intruder Alarm
-Software Security
Bandwidth/Data solutions
-Premium service for demanding users
-High bandwidth connection
-Service on demand
Web, Mail & Hosting
-Basic Hosting
-Google Business
-Microsoft Office 365
-Hosted Web Portal
An Open Mind
-Software development
-ERP, CRM
-And many other services
N2SYS Technology
www.n2sys.com

Dot Net LIMITED
One Stop Printing Solution
Best Wishes for
PSTC on it's 40th Founding Anniversary
51-51/A (3rd Floor), Purana Paltan, Dhaka-1000, +88 02 9562198

Meeting premises for Rent in Green Outskirts of Dhaka

Gazipur Complex

POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER (PSTC)

Facilities

PSTC has five training rooms adequate for five groups of trainees. The rooms are air-conditioned, decorated and brightened up with interested posters and educational charts. Multi-midea projector, video camera, still camera and multiple easel boards are available in the classrooms. There are dormitory facilities for accommodating 60 persons in Gazipur Complex. Transport facilities are also available for the trainees for field and site visits.

General information

Interested organizations are requested to contact PSTC.

We are always ready to serve our valued clients with all our expertise and resources.

Hall rent

: Tk. 15,000/- (Table set up upto 100 persons and Auditorium set up upto 200 persons) per day
: Tk. 8,000/- (upto 40-50 persons capacity) per day
: Tk. 6,000/- (20-30 persons capacity) per day

Accommodation

: Taka 1500/- per day Single Room (2 Bedded AC Room)
If one person takes, then per room Tk. 1,200 (Subject to Availability) per day
: Taka 1200/- per day Double Room (4 Bedded Non AC Room)
If two/three persons take, then per bed Tk. 500)

Food Charge

: Tk. 300/- - 400/- per day per meal

Multimedia

: Tk. 1500/- per day

pstc
working for population & development

POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER-PSTC
Address: PSTC Complex, Masterbari, Nanduain, Kaultia, Gazipur Sadar, Gazipur
Phone: 9853284, 9884402, 9857289, E-mail: pstc@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org